সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং ৭৮

শ্রীধর্ম্মপুরাণ

ময়ূর ভট্ট-বিরচিত

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

কলিকাতা,
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩৩৭

মূল্য—সদস্য-পক্ষে ১৵০, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১।০, সাধারণ-পক্ষে ১॥০

ভূমিকা

এ কাল পর্য্যন্ত যাঁহারা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারা কেহই ময়ূর ভট্টের পুথি ঘাঁটাঘাঁটি করেন নাই। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-লেখক এ গ্রন্থের সন্ধান পান নাই। আর কেহও পান নাই। কেবলমাত্র 'বৌদ্ধগান ও দোহা'-সম্পাদক ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় ময়ূর ভট্ট-লিখিত ধর্ম্মমঙ্গলের একখানি পুথির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সে পুথিখানি এখন আর তাঁহার নিকট নাই। ৺ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ পুথিখানি তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন। রাখালদাস বাবুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও আর সে পুথির কোনও সন্ধান পাই নাই। কিছু কাল পূর্ব্বে আমি ময়ূর ভট্টের একখানি পুথি পাইয়া প্রবাসীতে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম। সেই পুথিই গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইল।

এই পুথিখানি হইতে জানা যায় যে, ময়ূর ভট্টের পুথির দুইটী খণ্ড ছিল। প্রথমটী পুরাণ খণ্ড বা সাংজাত খণ্ড, এবং দ্বিতীয়টী চরিতখণ্ড বা লাউসেনের কাহিনী। আমার পুথিখানিতে কেবলমাত্র প্রথম খণ্ডটী আছে। দ্বিতীয় খণ্ডটী আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে পুথিখানি সম্পূর্ণ, ইহার কোনও অংশ খণ্ডিত নহে। এই প্রথম খণ্ডের শেষ ভাগে দ্বিতীয় খণ্ডের একটী সূচী দেওয়া আছে। এই সূচী হইতে জানা যায় যে, ময়ূর ভট্টের চরিতখণ্ডটী দ্বাদশ 'মতি' বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত ছিল। মুদ্রিত গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই বারোটী 'মতি' বা পরিচ্ছেদ আছে বলিয়াই চরিতখণ্ডের নাম 'বারোমতী' এবং ইহার আনুষঙ্গিক উৎসবের নাম 'বারোমতী গাজন'। এই 'বারোমতী' শব্দটী কখনও কখনও উচ্চারণে ছোট হইয়া পড়ে—'বার্ম্মতী'। ভাষাবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে এরূপ উচ্চারণ-সংক্ষেপ বিচিত্র বটে। কারণ, 'দ্বাদশ' শব্দ প্রাকৃতে 'বারহ' আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহার সংক্ষেপে বাঙ্গালা 'বারো' হইয়াছে। ইহার অন্ত্য স্বর উচ্চারিত হওয়াই স্বাভাবিক; না হওয়াই অস্বাভাবিক। 'বারো' কিম্বা 'তেরো' শব্দের সহিত সমাসনিষ্পন্ন অন্য কোনও শব্দ বর্ত্তমান বঙ্গভাষায় জীবিত থাকিলে ধ্বনি-পরিবর্ত্তনরীতির উদাহরণ পাওয়া

যাইত। কিন্তু সেরূপ কোনও সমস্ত পদ বাঙ্গালায় নাই। 'বারো ভুঞা' শব্দ সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করে নাই। 'সাত সমুদ্দুর তেরো নদী' কত দিনের প্রবচন, জানি না। কিন্তু এখানে 'তেরো নদী' সংক্ষিপ্ত আকারে 'তের্নদী' হয় নাই।

যাহাই হউক, 'বারোমতী' কথাটা ছাড়িয়া দিয়া ময়ূর ভট্টের কথাই ধরা যাউক। ময়ূর ভট্টই যে ধর্ম্মমঙ্গলের আদিকবি, সে কথা আমরা পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মমঙ্গল-কারদিগের নিকট জানিয়াছি। তাঁহারা প্রায় সকলেই ময়ূর ভট্টকে নমস্কার করিয়া বা অন্য কোনও প্রসঙ্গে ময়ূর ভট্টের নাম করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

মাণিক গাঙ্গুলীর গ্রন্থে আছে,—

"এতেক শুনিয়া মোর উড়িল পরাণ।
জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান॥
অচিরাৎ অখ্যাতি হবেক দেশে দেশে।
স্বপক্ষের সন্তোষে বিপক্ষ পাছে হাসে॥
জগতঈশ্বর কন আমি তোর জাতি।
তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি॥
আমি যার সহায় এতেক ভয় কেন।
ময়ূর ভট্টের কথা মন দিয়া শুন॥
বৈকুণ্ঠে রেখেছি তাকে বিষ্ণুভক্তি দিয়া।
অদ্যাপি তাহার যশ অখিল ভরিয়া॥"—৯ পৃঃ।
"বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট কবি সুকোমল।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥"—১১৬, ১২০ পৃঃ।
"বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট আদি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্ম্মগুণগান॥"—১৮১,১৮৪,১৯২, ২০৯ পৃঃ।

ঘনরামের গ্রন্থে পাওয়া যায়,—

"স্থানে স্থানে বন্দিব যতেক দেবদেবী।
ময়ূর ভট্টে বন্দিব সঙ্গীত-আদ্যকবি॥"—৫পৃঃ।
"এত বলি প্রবোধিয়া করিল বিদায়
ময়ূর ভট্ট বন্দি দ্বিজ ঘনরাম গায়॥—২৬ পৃঃ।

"ধর্ম্মে ধ্যান করি অশ্বে আরোহিলা রায়।
ময়ূর ভট্ট বন্দি দ্বিজ ঘনরাম গায়॥"—১৪৭ পৃঃ।

গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—

"আছিল ময়ূর ভট্ট সুকবি পণ্ডিত।
রচিল পয়ার ছাঁদে অনাদ্যের গীত॥
ভাবিয়া তাঁহার পাদপদ্মশতদল।
রচিল গোবিন্দ বন্দ্য ধর্ম্মের মঙ্গল॥"

—বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ৩৮২ পৃঃ।

আরও—

"ময়ূর ভট্টকে বান্ধিয়া (বন্দিয়া ?) মস্তকে
সীতারাম দাস গায়॥"—বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ৪১০ পৃঃ।

এই সকল উল্লেখ হইতেই এ কাল পর্য্যন্ত আদিকবি ময়ূর ভট্টের নাম বঙ্গ-সাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই আদিকবি কোন্ যুগে ও কোন্ দেশে মুগ্ধ ভক্তবৃন্দকে তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গল শুনাইয়া ঐহিক সুখ ও পারত্রিক পুণ্য অর্জ্জনের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। তবে তাঁহার গ্রন্থখানিতে এমন একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যাহাতে তাঁহার রচনাটিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থখানি বিলুপ্ত হইবারও বোধ হয়, তাহাই অন্যতম কারণ। পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মমঙ্গল-রচয়িতৃগণ সকলেই দেবাদেশে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ময়ূর ভট্ট রাজাদেশে তাঁহার গান রচনা করিয়াছেন। যে ধর্ম্মগ্রন্থ দেবাদেশে রচিত, ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তগণের নিকট তাহার মূল্য অনেক। রাজাদেশে রচিত ধর্ম্মগ্রন্থের কি সেরূপ সমাদর হইতে পারে? রাজা ত ধর্ম্মগুরু নহেন। আবার কোনও বিশিষ্ট রাজার আদেশ তাঁহার রাজ্যের সীমানার মধ্যেই সমাদৃত হইতে পারে। কিন্তু পররাজ্যে তাহার সমাদর হইবার কোনও কারণ নাই। মহারাজ অশোকের আদেশ তাঁহার রাজত্বকালেই সমগ্র ভারতবর্ষে সম্মানিত হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী যুগে সে আদেশের সম্মান কেহ করে নাই। বোধ হয়, সেই জন্যই দেবাদেশে রচিত ধর্ম্মমঙ্গলগুলি পাইয়া আমাদের দেশের লোকে ময়ূর ভট্টকে ভুলিতে পারিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিকের নিকট

অশোকের শিলালিপির ন্যায়ই ময়ূর ভট্টের ধর্ম্মমঙ্গলখানি মূল্যবান্। ময়ূর ভট্টের আত্মবিবরণ মুদ্রিত গ্রন্থের ৭-৮ পৃষ্ঠায় আছে।

ময়না-দেশাধিপতি রাজা ধর্ম্মসেন লাউসেনের পৌত্র।* অযোধ্যাধিপতি দশরথের ন্যায় মৃগয়া করিতে গিয়া ধর্ম্মসেন না জানিয়া ব্রহ্মহত্যা করিয়া ফেলেন। তার পর অনুতাপগ্রস্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নে ধর্ম্মঠাকুর বলিলেন,—

"ধর্ম্মের মাহাত্ম্য তত্ত্ব শ্রবণে হইবে মুক্ত
ব্রাহ্মণে করিবে বহু দান।
যাবে ব্রহ্মহত্যা পাপ না করিও মনস্তাপ
বার দিন শুনিবে পুরাণ॥
তুমি হও পৌত্র যার যে সব চরিত্র তার
তাহাই পুরাণ বারমতী।
বৈশাখী তৃতীয়া সিতে হবে পাঠ আরম্ভিতে
পূর্ণিমাতে পূর্ণ কর পুথি॥
দ্বিজরূপী নিরঞ্জন সেনেরে কহি স্বপন
অদৃশ্য হইল ত্বরাপর।
নয়ন মেলিয়া রায় কারে না দেখিতে পায়
ভাবিলেন তিনি মায়াধর॥"—৭ পৃঃ।

রামাই পণ্ডিত রঞ্জাবতী ও তৎপুত্র লাউসেনের পুরোহিত ছিলেন। সুতরাং ময়ূর ভট্ট বা ধর্ম্মসেনের কাল নির্ণয় হইলে রামাই পণ্ডিতের কাল নির্ণয়ে কোনও গোলযোগ থাকিত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই কবি তাঁহার স্থিতি-কালের কোনও উল্লেখ করেন নাই। অন্য কোনও কবিও করেন নাই। তিনি ময়না দেশের রাজা ধর্ম্মসেনের নাম করিয়াছেন। কিন্তু ইনি কে?

---

* ধর্ম্মসেনের বংশলতা এইরূপ,—

কনকসেন
|
কর্ণসেন
|
লাউসেন
|
চিত্রসেন
|
ধর্ম্মসেন

ময়ূর ভট্টের কালনির্ণয়

ময়ূর ভট্টের কালনির্ণয়ের দুইটী পন্থা দেখা যাইতেছে। লাউসেনের কাল নির্ণীত হইলেও ময়ূর ভট্টের কালনির্ণয় হইতে পারে। কারণ, লাউসেনের পৌত্রের প্রজা ময়ূর ভট্ট। আবার পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলকারগণের কাল নির্ণীত হইলেও তাহা হইতে ময়ূর ভট্টের কাল অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গলগুলি প্রায় সবই বড় আধুনিক। প্রথমতঃ ধর্ম্মমঙ্গলগুলির কাল আলোচনা করা যাউক।

(ক) যে সকল ধর্ম্মমঙ্গলের কাল নির্দ্দিষ্ট ভাবে জানা গিয়াছে, সেগুলি প্রায় সবই খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত হইয়াছিল।

(১) বাঙ্গালা ১১৪১ (খৃষ্টাব্দ ১৭৪০) সালের ৪ঠা চৈত্র কবি সহদেব চক্রবর্ত্তী কালুরায় নামক ধর্ম্মদেবতার স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া ধর্ম্মমঙ্গল রচনা আরম্ভ করেন—এই কথা দীনেশ বাবু তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থে প্রচার করিয়াছেন। দীনেশবাবুর হিসাবে একটা ভুল আছে। বাঙ্গালা ১১৪১ সালের ৪ঠা চৈত্র ইংরাজী ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দ হইবে, ১৭৪০ হইবে না।

(২) শাঁখারীনিবাসী নরসিংহ বসুর ধর্ম্মমঙ্গল রচনা ১৬৫৯ শকাব্দের (১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের) ১০ই শ্রাবণ তারিখে আরম্ভ হয়।

(৩) কৃষ্ণপুরনিবাসী ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর গ্রন্থসমাপ্তির তারিখ,—

শক লিখি রাম-গুণ-রস-সুধাকর।
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর॥
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।
যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি॥

বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে মালদহ হইতে প্রাপ্ত শিবের গাজনে আছে,—

"কাউসেন দত্তের বেটা নয়সেন দত্ত।
যে জন পৃথিবীতে আনিল মহেশ্বর ব্রত॥"

'কাউসেন' এখানে কর্ণসেনেরই অপভ্রংশ। অন্যথা লাউসেন ব্যতীত অপর নামগুলি সংস্কৃত শব্দেই পাওয়া যাইতেছে। ধর্ম্মঠাকুর সাধারণতঃ বিষ্ণুরই অবতার-ভেদ বলিয়া উক্ত হইলেও অনেক স্থলেই তিনি শিব। তাঁহার আসন কখনও কৈলাসে, কখনও বৈকুণ্ঠে।

১৬৩৩ শকাব্দ (১৭১১ খ্রীষ্টাব্দ) অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমাংশে শুক্লা তৃতীয়া তিথি ৮ই তারিখে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়।

(৪) চামোটনিবাসী রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গল, মল্লভূমের অধীশ্বর রাজা গোপাল সিংহের আমলে ১০৩৮ মল্লাব্দে (১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে) রচনা করেন। ইহাঁর স্বহস্তলিখিত পুথি একখানি আমার নিকট আছে। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা পঞ্চপুষ্পে এই কবির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি।

(৫) ইন্দাসনিবাসী সীতারাম দাস ১০০৪ মল্লাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গল রচনা শেষ করেন। সীতারাম দাসের কয়েকখানি পুরাতন পুথির তারিখ ১০৩৪ মল্লাব্দ (১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ), ১০৫৪ মল্লাব্দ (১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ), ১০৬০ মল্লাব্দ (১৭৫৪ খৃঃ)। এই পুথিগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে। একখানি মহাভারতের পুথির পুষ্পিকায় এক সীতারাম দাসকে লেখকরূপে দেখিয়াছি। যথা,—

"স্বাক্ষরমিদং শ্রীসীতারাম দাস। পুস্তক শ্রীকাশীচরণ তাঁতী সাং পাত্রসায়ের। ইতি সন ১০৪০।২৪ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার বেলা দুই দণ্ড থাকিতে সমাপ্ত।"

এই ১০৪০ সাল মল্লাব্দ হইবে। তাহা হইলে খ্রীষ্টাব্দ ১৭৩৪ হইবে। এই পুথিলেখকই কি আমাদের কবি সীতারাম দাস? কবির নিবাস ইন্দাস হইতে পাত্রসায়ের আন্দাজ তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

(৬) হায়ৎপুরনিবাসী রামদাস আদকের গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে রচিত বলিয়া মনে হয়। এইগুলি সবই ১৬৫০ হইতে ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত।

(খ) যে সকল ধর্ম্মমঙ্গলের রচনাকাল নির্দ্দিষ্টভাবে জানা যায় নাই, সেগুলিও প্রায় সবই উল্লিখিত সময়ের অন্তর্গত অথবা নিকটবর্ত্তী।

(৭) গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুথির তারিখ ১০৭১ মল্লাব্দ (১৭৬৬ খ্রীঃ)। সুতরাং এই পুথিরও রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে ইনি পঞ্চদশ শতকের বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন।

(৮) মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল, বিষ্ণুপুরে মদনমোহন-মন্দির প্রতিষ্ঠার

(১৬৯৪ খ্রীঃ)* পর এবং মদনমোহন ঠাকুরের বিষ্ণুপুর ত্যাগের (১৭৪৮-৭৮খৃঃ) পূর্ব্বে রচিত।

"বিষ্ণুপুরের বন্দিব শ্রীমদনমোহনে।
পূর্ব্বেতে আছিলা প্রভু বিপ্রের সদনে॥"—৬থ পৃঃ॥

এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, বিষ্ণুপুরে মদনমোহনবিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিগ্রহ এখনও স্থানান্তরিত হয় নাই।

ইহা ছাড়া সুরিক্ষার পাটে বন্দী 'বিদগধ বিদেশী পুরুষের' তালিকায় কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম, খেলারাম, ঘনরাম প্রভৃতি নামগুলিও নিতান্ত আকস্মিক নহে। কবি সম্ভবতঃ এই সব নামধেয় কবিকে চিনিতেন। তিনি যে মুকুন্দরামের পরবর্ত্তী, সে বিষয়ে আভ্যন্তর প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু ঘনরামের নাম জানিলে তাঁহাকে ঘনরামের সমসাময়িক করিতে হয়। এই সকল অবান্তর প্রমাণের প্রয়োজন এই যে, তাঁহার প্রদত্ত তারিখটি আমাদের নিকট হেঁয়ালীমাত্র।

(৯) রামনারায়ণের পুথির লিপিকাল ১১৯৩ বঙ্গাব্দ বা ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং ইনিও সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধে জীবিত ছিলেন। দীনেশবাবু ইহাঁকে সপ্তদশ শতকের লোক বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু সেটা কেবলমাত্র অনুমান।

(১০) খেলারামের পুথি হইতে যে তারিখ সাধারণতঃ উদ্ধৃত হইয়া থাকে, তাহার অর্থগ্রহণ করা কঠিন।

"ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন॥"

* শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় নির্ণয় করিয়াছেন যে, বিষ্ণুপুরের রাজা দুর্জ্জন সিংহ ১০০০ মল্লাব্দে (১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে) মদনমোহন ঠাকুরের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহাতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

"শ্রীরাধাব্রজরাজনন্দনপদাম্ভোজেষু তৎপ্রীতয়ে
মল্লাব্দে ফণিরাজশীর্ষগণিতে মাসে শুচৌ নির্ম্মলে।
সৌধং সুন্দররত্নমন্দিরমিদং সার্দ্ধং স্বচেতোঽলিনা
শ্রীমদ্দুর্জ্জনসিংহভূমিপতিনা দত্তং বিশুদ্ধাত্মনা॥"

'ভুবন' শব্দে 'তিন', 'সাত' বা 'চতুর্দ্দশ' সংখ্যা প্রকাশ করিতে পারে। গ্রন্থকার সম্ভবতঃ শতাব্দীর উল্লেখ করেন নাই, কেবলমাত্র বৎসরের উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন 'বাহাত্তর সালের বন্যা', 'ছিয়াত্তরে মন্বন্তর' ইত্যাদি। বায়ু মাস শব্দে সপ্তম মাস অর্থাৎ কার্ত্তিক মাস বুঝাইতে পারে। 'শরের বাহন' বোধ হয়, নিতান্তই অর্থশূন্য, অথবা ঐ কার্ত্তিক মাসেরই দ্যোতক। তাহা হইলে শতাব্দটী ইহাতে আন্দাজে জুড়িয়া লওয়া যাইতে পারে। যদি ১৬১৪ শক ধরা যায়, তাহা হইলে ১৬৯২ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। তাহা হইলে অন্যান্য ধর্ম্মমঙ্গল-গুলির নিকটবর্ত্তী কাল হইয়া পড়ে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা চলে না।

(১১) রূপরামের একখানি পুথি আমার নিকট আছে। এই গ্রন্থে কবি আত্মবিবরণ দিয়াছেন। আমি তুলিয়া দিলাম।

অনেক দিবস বাড়ি কাইতি ছিরামপুর।*
চারি ভাই ঘর করি বিধাতা নিষ্ঠুর॥
পরম পণ্ডিত পিতা কেবা নাঞি জানে।
বিসাসয়** পড়ুা পড়ে জার বর্ত্তমানে॥
বড় দাদা রত্নেশ্বর বড় নিদারুণ।
খাত্যে শুত্যে বাক্যবাণ জ্বলন্ত আগুন॥
খাত্যে শুত্যে মন্দবাক্য বলে রত্নেশ্বর।
মনে হইল পড়িতে জাইব দেশান্তর॥
মনঃকথা মরমে বান্ধিল খুঙ্গি পুথি।
মণিরাম রায়† দিল পরিবার ধুতি॥
পথের সম্বল দিল পঞ্চ আনা কড়ি।
পাসণ্ডা পড়িতে জাব ভট্টাচার্য্যের বাড়ি॥
রঘুরাম ভট্টাচার্য্য‡ কবিচন্দ্রের পো।
খুঙ্গি পুথি দেখিয়া জম্মিল মায়া মো॥
বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে।
জুমর অমর বেদ (শেষ ?) হল্য অল্প দিনে॥
মাঘ রঘু পড়িল নৈষধ যথাবিধি।
বাখানিতে ভারথ বিস্তর পাইল নিধি॥
বাখানিতে কারক আগুন জ্বলে তায়।
গুরু শিষ্যে দুজনে অনর্থ বয়্যা জায়॥
তিনবার পূর্ব্বপক্ষ করিল সঞ্চার।
সহিতে নারিল গুরু পাবক আকার[১]॥
ঐমনি পুথির বাড়ি বসাইল গায়।
পড়াতে নাড়িল বেটা এখনি বিদায়॥
বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে আছে[২]।
ভারথী পড়িতে বেটা চল তার কাছে॥

* কবিকঙ্কণের জন্মস্থানের নিকট। রায়না থানা।

** ইহার পিতৃদেবের চতুষ্পাঠীতে ১২০ জন ছাত্র ছিল।

† মণিরাম রায় কে? কোনও ছাত্র? না গ্রামের জমিদার?

‡ কবিচন্দ্রের পুত্র রঘুরাম কে?

১। ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিষ্যের সহিত তর্ক সহ্য করিতে পারিতেন না।

২। ইনি কে?

নহে জউগ্রাম চল কনাতের ঠাঞি।
তার সম ভট্টাচার্য্য শান্তিপুরে নাঞি॥
বলিতে বলিতে বাক্য পাবকের কণা।
চিটঙ্গ মুখের শোভা বসন্তের চিনা[৩]॥
এমন বচন শুনি বুকে লাগে ডর।
সূর্য্যের সমান গুরু পরম সুন্দর॥
মনে দুঃখ বিষম বান্ধিল খুঙ্গি পুথি।
নবদ্বীপে পড়িতে যাইব দিবারাতি॥
হেনকালে জননী পড়িয়া গেল মনে।
পুনর্ব্বার ফিরা আইল ছিরামপুরের গনে॥
আড়ুয়া করিল পাছু ডানি দিগে বাসা।
পুরাণ জাঙ্গালে নাঞি জীবনের আশা॥
ঘুর্‍্যা ঘুর্‍্যা বুলি সুধু পলাসনের বিলে[৪]।
দুটা শঙ্খচিল উড়ে বিষ্ণুপদতলে[৫]॥
বাঘ দুটা দুদিকে বসিয়া লেজ নাড়ে।
গোটা তিন কাছাড় খালাম গোপাল
দীঘির পাড়ে॥
সন্ধি টীকা পড়িল সুবন্ত টীকা নাঞি।
আপনি কারক টীকা কুড়াল্য গোসাঞি॥
প্রথমে আপনি ধর্ম্ম কুড়াইল পুথি[৬]।
সম্মুখে দাণ্ডাল যেন ব্রাহ্মণ মূরতি॥

সুবর্ণ পইতা গলে পতঙ্গ-সুন্দর।
কলধৌত কাঞ্চন কুণ্ডল ঝলমল॥
তরাসে কাঁপিল তনু প্রাণ দুর দুর।
আপুনি বলেন ধর্ম্ম দয়ার ঠাকুর॥
আমি ধর্ম্ম ঠাকুর বাঁকুড়ারায় নাম।
বার দিনের গীত গাও শুন রূপরাম॥
চামর মন্দিরা দিব অপূর্ব্ব মাদুলি।
তুমি গেছ পাঠ পড়িতে আমি খুজে বুলি॥
পূর্ব্বেতে আছিলে তুমি সখা জে চরণে।
অতেব দেখিলে দুটী কমল চরণে॥
এত বলি অনাদ্য আপনি অন্তর্দ্ধ্যান।
তরাসে কাঁপিল তনু চঞ্চল পরাণ॥
দিবসে তিমির ঘোর দেখিতে না পাই।
খুঙ্গি পুথি বান্ধিয়া ঐমনি দিলাম ধাই॥
আকাশে অনেক বেলা তৃষ্ণায় বিকল।
শাঁখারী পুখুরে খাল্য পরিপূর্ণ জল॥
সন্ধ্যাকালে আচম্বিতে ঘরে দরশন।
প্রণাম করিল গিয়া মায়ের চরণ॥
সোণা রূপা দুটী বোন দুয়ারে বসিয়া।
রূপরাম দাদা আইল খুঙ্গি পুথি লয়্যা॥
হেনকালে আইল তার ভাই রত্নেশ্বর।
দাদাকে দেখিয়া বড় গায়ে আইল জ্বর॥
তরাসে কাঁপিল তনু তালপাত পারা।
পালাবার পথ নাঞি বুদ্ধি হল্য হারা॥
দাদা বড় নিদারুণ বলে উচ্চস্বরে।
কালি গিয়াছ পাঠ পড়িতে আজি
আইলা ঘরে॥

৩। মুখে বসন্তের চিহ্ন ছিল।
৪। এখন 'পড়াসন'।
৫। কবিকঙ্কণ-৫ দ্র।
৬। এরূপ ধর্মঠাকুরের শিষ্য না হইলে বোধ হয়, তিনি 'আদি রূপরাম' হইতে পারিতেন না।

কাছাড়িল অমর জুমর অভিধান।
বাহিরে সুবস্ত টীকা গড়াগড়ি যান ॥
কুড়াল্য জতেক পুথি মনস্তাপ মনে।
তখনি বিদায় আমি মায়ের চরণে ॥
সানিঘাট গ্রামে গিয়া দরশন দিল।
পথের পথিকে দেখে জিজ্ঞাসা করিল ॥
ঠাকুরদাস পাল[৭] তারা বড় ভাগ্যবান
না বলিতে ভিক্ষা দেন আড়াই সের ধান॥
আড়াই সের ধানের কিনিল চিড়া ভাজা।
দামোদরের জলে করিলাম স্নান পূজা ॥
জলপান করি বস্যা বড় অভিলাষে।
হেন বেলা চিড়া ভাজা উড়াল্য বাতাসে ॥
চিড়া ভাজা উড্যা গেল সুধু খাই জল।
খুজি পুথি বয়ে যেতে অঙ্গেনাঞি বল ॥
দীঘলনগর গ্রামে গিয়া দরশন দিল।
তাঁতীঘরে ধর্ম্ম বড় পথেতে শুনিল ॥
ধাওাধাই তাঁতীঘরে দিল দরশন।
চিড়া দধির ঘটা দেখি আনন্দিত মন ॥
মনে হল্য পরিপূর্ণ খাব চিড়া দই।
তাঁতীঘরে ধর্ম্ম ঠাকুর নাঞি দিল খই[৮]॥

দক্ষিণা আনিয়া দিল দশ গণ্ডা কড়ি।
দৈবের ঘটনে তার কাণা ভেড় বুড়ি ॥
পাঁচ দিন উপবাসে দৈবের ঘটন।
বাহাদুর এড়ানে দিলাও দরশন ॥
গোওালাভূমের রাজা গনেশ[৯] তার নাম।
রিপুকুলচূড়ামণি বড় ভাগ্যবান॥
তারে গিয়া সপনে কহিলা মায়াধর।
প্রভাতে ভূপতি দিলা মন্দিরা চামর ॥
সেই হত্যে গীত গাই ধর্ম্মের আসরে।
অদ্যাবধি পুথি তোলা রহিলেন ঘরে ॥
রূপরাম গীত গান শ্রীরামপুরে ঘর।
যার, কলমে বসিয়া খেলা করে মায়াধর॥

ইতি আদ্যখণ্ড সমাপ্ত ॥

রচনাকাল

তিন বাণ চারি জুগ বেদে জত রয়।
শাকে সনে জড় করিলে জত সন হয় ॥
রসের উপরে রস তার রস দেয়[১০]।
এই সনের গীত হইল লেখা কর্যা নেয়॥

৭। ইনি কে?

৮। তাঁতীঘরে খই দিয়া পূজা চলে না।

৯। গোয়ালাভূমের বা গোপভূমের রাজা গণেশ।

১০। উচ্চারণ হইবে 'নেও', 'দেও'। রূপরামের তারিখ নির্ণয়:—

তিন বাণ = ৩ × ৫ = ১৫, চারি যুগ = ৪ × ২ = ৮, বেদ = ৪, একুনে ২৭। ইহার রসায়ন—৬৬। একুনে ২৭৬৬ বৎসর পাওয়া যায়। শাক ও সন একত্র করিলে ২৭৬৬ বৎসর হয়। শকাব্দ ও সনাব্দে ৫১৫ বৎসরের প্রভেদ। সুতরাং ২৭৬৬ + ৫১৫ = ৩২৮১ বৎসর। শকাব্দকে দ্বিগুণিত করিলে ৩২৮১ বৎসর হয়। সুতরাং ইহার অর্দ্ধেক ১৬৪০॥০ বা ১৬৪১ শকাব্দ গ্রন্থরচনার কাল। তাহাতে ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দ হয়। কিন্তু ইনি যদি ঘনরামের পরবর্ত্তী, তবে আদি রূপরাম হন কি প্রকারে? ঘনরাম কিন্তু রূপরামের নাম করেন নাই।

রূপরামের রচনাকালবিষয়ক কবিতাটী আমাদিগের নিকট প্রহেলিকামাত্র। ইহা হইতে তাঁহার কালনির্ণয়-চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। হয় ত এই প্রহেলিকাতেও লিপিকার-কৃত ভ্রমপ্রমাদ বিজড়িত হইয়া আছে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় প্রবাসী পত্রিকায় ইহার একটী পাঠান্তর দিয়াছিলেন। কিন্তু কোনওরূপ কষ্ট-কল্পিত অর্থ দ্বারা বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা হইতে পারে না।* তবে রূপরামের আত্মবিবরণীতে যে সকল ঐতিহাসিক ব্যক্তির নাম আছে, তাঁহাদের ইতিহাস জানিতে পারিলে রূপরামের কালনির্ণয় সুগম হইতে পারে। গোপভূমের রাজা গণেশের বিষয়ে অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়। সে যাহাই হউক, রূপরাম বোধ হয়, নূতন যুগের ধর্ম্মমঙ্গলকারগণের অগ্রদূত ; কারণ, তিনি 'আদি রূপরাম' নামে অভিহিত। সুতরাং অনুমান করিয়া তাঁহাকে সপ্তদশ খ্রীষ্ট শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কোনও সময়ে ফেলিতে পারা যায়। ১৬৭৫-৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিলে, আপাততঃ চলিতে পারে।

(১২) শ্যাম পণ্ডিত বীরভূমবাসী। ইঁহার পুথিখানি আমি দেখি নাই। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীতে ইঁহার একখানি পুথি আছে। বোলপুর বিশ্বভারতী হইতে শ্যাম পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে। ইনি দেশ হিসাবে অন্যান্য ধর্ম্মমঙ্গলকারগণের দূরবর্ত্তী। হয় ত কাল হিসাবেও হইতে পারেন। বর্ত্তমানে আমি তাঁহার বিষয়ে কোনও আলোচনা করিলাম না।

(১৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় দ্বিজ ক্ষেত্রনাথকৃত ধর্ম্মপুরাণ গ্রন্থের একখানি খণ্ডিত পুথি আছে। পুথিখানিতে কেবলমাত্র আটখানি পাতা আছে। এ গ্রন্থকারের বিষয়েও আমরা আর কোনও খবর জানিতে পারি নাই।

(১৪) সেনপণ্ডিত ও প্রভুরামের পুথি আমি দেখি নাই। দীনেশবাবু ইঁহাদের নামমাত্র করিয়াছেন। কোনও পরিচয় দিতে পারেন নাই।

যদি শতাব্দ বাদ দিয়া হিসাব ধরা যায়, তাহা হইলে ২৭ + ৬৩ = ৯০ হয়। ৫৫ শকাব্দ ও ৩৯ সন এক বৎসরে পড়ে, দুয়ের একুনে ৯৩ পাওয়া যায়। যদি ১৫৫৪ শকাব্দ ও ১০৩৯ সন ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে এ হিসাব চলে। তাহাতে ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। সবটাই কিন্তু অনুমান। চারি যুগে ১৩ ধরিলে যোগফল ১০১ হয়। তাহাতে ৫৮ শকাব্দ হয়। ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দ। এটা কিন্তু শত বৎসর পূর্ব্বের বা শত বৎসর পরের তারিখও হইতে পারে।

* পরে ইনি এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। প্রবাসী, ১৩৩৬, মাঘ মাস।

(১৫) দ্বিজ ভগীরথকৃত একখানি সাড়ে তিন পাতায় সম্পূর্ণ ধর্ম্মমঙ্গলের পুথির কথা আমার নোট-বহিতে লেখা আছে। পুথিখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। ইঁহার বিষয়ে আর কোনও কথা আমার মনে নাই।

(১৬) বলদেব চক্রবর্ত্তী নামক আর একজন ধর্ম্মসঙ্গীতকারের নাম দীনেশ বাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে আছে। কিন্তু ইঁহার কোনও পরিচয় নাই। এটা কি 'সহদেব চক্রবর্ত্তী' স্থানে মুদ্রাকরপ্রমাদ?

এই সকল ধর্ম্মমঙ্গলকারগণের যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত ৬০।৭০ বৎসরব্যাপী কালকে ধর্ম্মমঙ্গলের নূতন যুগ বলা যাইতে পারে। এই কালের পূর্ব্বে কোনও ধর্ম্মমঙ্গল রচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। স্থান হিসাবে বিচ্ছিন্ন বলিয়া আমি শ্যাম পণ্ডিতকে এই যুগপ্রবর্ত্তকদিগের দল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলাম। তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই সে বিষয় আলোচনা করিবার সময় আসিবে।

বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী ও মানভূম অঞ্চলে বহু স্থানে ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। এই স্থানটীকেই ধর্ম্মমঙ্গলের উৎপত্তিস্থান বলিয়া মনে হয়। যে সময়ে এই সকল ধর্ম্মমঙ্গল যুগপৎ বহু স্থানে রচিত হইতেছিল, সে সময়ে যে, দেশের লোক লাউসেনের লড়াইয়ের গান শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়দেশ যে এক সঙ্গে ধর্ম্মঠাকুরের প্রতি একটা উৎকট ভক্তি-রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, এবং ধর্ম্মঠাকুর মাঠে, পথে, গাছতলায়, যেখানে যাহাকে পাইতেছিলেন, তাহাকেই গান রচনা করিবার জন্য স্বপ্নাদেশ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, ইহার মূলে কি সামাজিক বা রাজনৈতিক কোনও কারণ থাকিতে পারে না?

(১) খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পোর্ত্তুগিজগণ এ দেশে বহু উৎপাত করিয়াছিল। (২) ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শোভাসিংহের কীর্ত্তিতেও দেশবাসী চঞ্চল হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। (৩) ইংরাজ, ফরাসী ও ডচগণ এই সময়েই এ দেশে অল্পে অল্পে প্রবেশ করিতেছিলেন। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহারা নবাবের অনুমতি লইয়া যথাক্রমে কলিকাতা, চন্দননগর ও চুঁচুড়া নগর প্রতিষ্ঠা করেন। দেশে তখন ঘোর অরাজকতা। (৪) অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র ও

বক্ষুপুরের রাজা গোপাল সিংহের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তাহাতে সমস্ত দেশ উত্তেজিত হইয়া উঠে। (৫) ঐ সময়ে যখন ভাস্কর পণ্ডিত বর্গীদিগকে লইয়া এ দেশে উপস্থিত হয়, তখন আবার কীর্ত্তিচন্দ্র ও গোপাল সিংহ পরস্পরের মধ্যে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া মহারাষ্ট্রীয় আততায়িগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন।

এই যুগটী দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ের ইতিহাসে অরাজকতার যুগ। সুতরাং দেশবাসিগণ তাহাদিগের উত্তেজিত চিত্তে তাহাদের প্রাচীন যুগের বীর লাউসেনের বীর্য্যকাহিনী শুনিতে আগ্রহান্বিত হওয়াতে অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না বলিয়া ধরিয়া লইলে বড় একটা সাংঘাতিক ভ্রম হইবে বলিয়া মনে হয় না। আমার মনে হয়, এই কারণেই এ কালে এতগুলি ধর্ম্মমঙ্গল রচিত হইয়াছিল। বোধ হয়, এই যুগের পূর্ব্বে বহুকাল ধর্ম্মমঙ্গল রচনায় কোনও কবি মনোনিবেশ করেন নাই। আর করিলেও তাঁহাদের কাব্য আমাদের নিকট বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল-মাত্র ময়ূর ভট্টের গ্রন্থ বোধ হয়, সকলেরই উপজীব্য ছিল।

যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই সকল কবির কালনির্ণয় হইলেও ময়ূর ভট্টের আবির্ভাবকালের বিষয়ে কোনও অনুমান সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং ময়ূর ভট্টের কালনির্ণয়ের জন্য আমাদিগকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

অতঃপর লাউসেনের কালনির্ণয়-চেষ্টা করা যাউক। কারণ, লাউসেনের পৌত্র ধর্ম্মসেন বা তৎপুরোহিত ময়ূর ভট্ট লাউসেনের সময় হইতে আন্দাজ ৫০।৬০ বৎসর পরবর্ত্তী কালের লোক হইবেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে আছে,—

ধর্ম্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর।
প্রসঙ্গে প্রসবে পুণ্য পাপ যায় দূর॥
পৃথিবী পালিয়া স্বর্গ ভুঞ্জে নৃপবর।
বীর্য্যবন্ত পুত্র তার রাজা গৌড়েশ্বর॥

রূপে গুণে কুলে শীলে অখিলে পূজিত।
কৃষ্ণপরায়ণ যেন রাজা পরীক্ষিত॥
কলিকালে কর্ণ হেন দানে কল্পতরু।
নিত্য দান অখিলে অক্ষয় অন্নমেরু॥

প্রতাপে পতঙ্গ যেন সেন মহাশয়
দুষ্টের দমনে কাল কেহ কেহ কয় ॥

* * * *

হাতী হতে ভূপাল দেখিল সোমঘোষে ।
বিপাকে বৎসর বন্দী আছে কর্ম্মদোষে ॥

* * * *

করপুটে কহিছে গোয়ালা সোমঘোষ ।

* * * *

কৃপা করি আপনি করিলে কর মানা ।
মফস্বলে মহাপাত্র দিল বন্দিখানা ॥

* * * *

এতেক আক্ষেপ করি গৌড়ের ঠাকুর ।
সেইখানে ঘোষের বন্ধন করে দূর ॥

* * * *

রাজার আদেশে দিল দেশে অধিকার ।
বসতি গড়ের মাঝে হইল গোয়ালার ॥
পুত্র তার ইছাই প্রবল দিনে দিনে ।
মুখে নাই ভবানী ভবানী বাণী বিনে ॥

* * * *

তবে কর্ণসেন বলে ছাড়িয়া নিশ্বাস ।
সোমঘোষ-বেটা হতে হল সর্ব্বনাশ ॥
পুত্র তার ইছাই ঈশ্বরী যার সখা ।
তার হস্তে ছিল মোর অপমান লেখা ॥
তোমার দোহাই রদ, আমি হৈনু দূর ।
ত্রিষষ্টি ঘুচায়ে নাম হয়েচে ঢেকুর ॥
কোপে রাজা জ্বলে যেন অনলেতে ঘি ।
বেন্ধে এনে বেটার করিব শাস্তি কি ॥

* * * *

মনস্তাপে রাজা পাত্র প্রাণে পেয়ে ভয়।
দশাদোষে দেশে আসে পেয়ে পরাজয়॥

* * * *

[ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় পুত্রের মৃত্যুর পর]

স্বামী মৈল সংগ্রামে সংসার ভাবি বৃথা।
চিতানলে ছয় বধূ হৈল অনুমৃতা॥
পুত্রশোকে মৈল রাণী ভখিয়া গরল।
সর্ব্বশোকে কর্ণসেন হইল পাগল॥

এই বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ধর্ম্মপাল নামক কোনও বিখ্যাত সার্ব্বভৌম নরপতির মৃত্যুর পর যখন তাঁহার পুত্র গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত, তখন তাঁহার সামন্ত-রাজগণের মধ্যে সোমঘোষ নামক একজন গোয়ালা ছিল। কর্ণসেন গৌড়েশ্বরের অপর একজন সামন্ত-রাজা। সোমঘোষের সহিত গৌড়েশ্বরের সদ্ভাব ছিল, কিন্তু তৎপুত্র ইছাই ঘোষ গৌড়েশ্বরের অধীনতা ত্যাগ করিয়া নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করে, এবং অজয়তীরবর্ত্তী ঢেকুরের সিংহাসনে আরোহণ করে। ছয় পুত্র সহ কর্ণসেন গৌড়েশ্বরের পক্ষ লইয়া ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধ করেন এবং সেই যুদ্ধে ছয় পুত্র হারাইয়া পুত্রহীন হন। পুত্রশোকে কর্ণসেনপত্নী প্রাণত্যাগ করেন। ইহার পর গৌড়েশ্বরের উদ্যোগে বৃদ্ধ কর্ণসেনের বিবাহ হয়। এই কর্ণসেন-মহিষী রঞ্জাবতী গৌড়েশ্বর-মহিষী ভানুমতীর কনিষ্ঠা ভগিনী। বিবাহের পর ধর্ম্মঠাকুরের ব্রত পালন করিয়া রঞ্জাবতী পুত্রবর পান, এবং তার পর লাউসেনের জন্ম হয়।

লাউসেনের উৎপত্তিবিষয়ক এই আখ্যানটী সকল ধর্ম্মমঙ্গলেই প্রায় অভিন্ন। কোনও কোনও ধর্ম্মমঙ্গলে কর্ণসেনের ছয় পুত্র স্থানে চারি পুত্রের উল্লেখ আছে। ইহা ছাড়া আর কোনও বিভিন্নতা দেখা যায় না।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার শূন্যপুরাণের ভূমিকায় ধর্ম্মপাল নামক দুই জন পালনৃপতির বিষয়ে প্রচুর আলোচনা করিয়া রামাই পণ্ডিত ও লাউসেনকে দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের সময়ে ফেলিয়াছেন। এই আলোচনায় তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন বংশাবলীর প্রামাণ্যের উপর অনেকটা নির্ভর করিয়াছেন। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার রামচরিতের ভূমিকায় লাউসেন ও

ইছাই ঘোষকে প্রথম ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপালের সামন্তরাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি ধর্ম্মমঙ্গলের পূর্ব্বোল্লিখিত আখ্যানের উপরই নির্ভর করিয়াছেন। আমি নানা কারণে শাস্ত্রী মহাশয়ের মতটীকেই সমীচীন বলিয়া মনে করি। কারণ, লাউসেনের সময় যিনি গৌড়েশ্বর, তাঁহার কার্য্য-কলাপ কলিঙ্গ দেশে অনেক ছিল, এবং দেবপালদেবও কলিঙ্গবিজয় করিয়া-ছিলেন। গৌড়েশ্বরের পক্ষে সেনাপতি হইয়া লাউসেন কামরূপ বিজয় করিয়াছিলেন। দেবপালদেবও কামরূপ বিজয় করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইছাই ঘোষের সহিত লাউসেনের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাম্রশাসনাদিতে এ পর্য্যন্ত তাহার কোনও প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্মপুরাণগুলিতে সবিস্তারে বর্ণিত ইছাইবধ-কাহিনীটীকে মিথ্যা কবিকল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। একখানি তারিখবিহীন তাম্রশাসনে দেখা যায় যে, ঢেক্করী বিষয়ের সামন্তরাজা ধবল ঘোষের পুত্র ঈশ্বর ঘোষ নিব্বোকশর্ম্মা নামক কোনও ব্রাহ্মণকে দিগ্‌ঘ্যাসোদিয়া নামক একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে ঐ তাম্রশাসন-খানা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের। আবার সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতের ২।৫ শ্লোকের টীকায় রামপালের সভায় সমাগত সামন্ত ভৌমিকগণের মধ্যে ঢেক্করীয় সামন্ত প্রতাপসিংহের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ কেহ তাম্রশাসনোক্ত ঈশ্বর ঘোষকেই ইছাই ঘোষ বলিয়া সনাক্ত করিতে চাহেন। কিন্তু ধবল ঘোষকে সোমঘোষে পরিণত করিবার উপায় কি? পিতার নাম উল্লেখ করিবার সময় কি কেহ আভিধানিক প্রতিশব্দ ব্যবহার করিতে পারে? আর খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে দেবপাল রাজার সামন্ত ইছাই ঘোষই বা কেমন করিয়া দ্বাদশ শতাব্দীতে তাম্রশাসন দান করিবেন? আমার মনে হয়, দেবপালের ঢেক্করীয় সামন্ত সোমঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষেরই বংশধর ধবল ঘোষ ও তৎপুত্র ঈশ্বর ঘোষ এবং তৎপরবর্ত্তী প্রতাপসিংহ। কনকসেন-প্রতিষ্ঠিত সামন্ত রাজবংশের সহিত দেবপালের যে সম্পর্কই থাকুক না কেন, তাঁহারা কলিঙ্গ দেশেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মেদিনীপুর এই কলিঙ্গের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। ময়নাগড় মল্লভূমে অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, তমোলুক অঞ্চলে ধর্ম্মঠাকুর বা ধর্ম্মপণ্ডিতগণের অস্তিত্ব বর্ত্তমান যুগে নাই। ধর্ম্মঠাকুরের গাজনও নাই।

কনকসেন-প্রতিষ্ঠিত সামন্ত-রাজবংশের শেষ রাজা ধর্ম্মসেন ময়ূর ভট্টকে আহ্বান করিয়া বারোমতী গান শুনিয়া ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, যে ধর্ম্মপাল পালবংশের গৌরবস্বরূপ, যিনি উত্তর-ভারতের সামন্ত-রাজগণকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করাইয়াছিলেন, যাঁহার দরবারে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার এবং কীর বংশের রাজগণ দাসত্ব করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম্মপালের সময় এবং তৎপুত্র দেবপালের সময় রামাই পণ্ডিত কলিঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। লাউসেন দেবপালদেবের কামরূপবিজয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং খ্রীষ্টীয় দশম শতকই লাউসেনের আবির্ভাবকাল বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। এই অনুমান অভ্রান্ত হইলে লাউসেনের পৌত্র ধর্ম্মসেন ও তাঁহার রাজকবি ময়ূর ভট্টকে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

এই অনুমানের অনুকূল আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ধর্ম্মমঙ্গলগুলিতে যে সকল যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা আছে, তাহা হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কামরূপের রাজা, ঢেকুরের রাজা এবং ত্রিষষ্টির রাজা—সকলেই হিন্দু। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কলহের কথা ধর্ম্মমঙ্গলের সমগ্র কাহিনীর মধ্যে কোথাও নাই। শূন্যপুরাণে "নিরঞ্জনের উষ্মা" শীর্ষক কবিতাটী উত্তর কালের যোজনা বলিয়া অনেকেই মনে করেন। এরূপ কবিতা বা ইহাতে বর্ণিত বিষয় কোনও ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায় নাই। বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীতে, বিশেষতঃ চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থসমূহে হিন্দু-মুসলমানের কলহের কথা বহু স্থানেই আছে। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি উত্তরকালে লিখিত হইলেও ইহাদের আখ্যানাংশে মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের পূর্ব্বযুগের ঘটনাই বিবৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না কি?

ভাষা-বিচার

ময়ূর ভট্টের সমগ্র পুথিখানির ভাষা লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কারণ, পুথিখানি আধুনিক এবং ইহার ভাবটীও আধুনিকত্বপ্রাপ্ত। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর ভাষা কেমন ছিল, তাহার আদর্শ আমরা এ যাবৎ পাই নাই। 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র গানগুলি এই প্রাচীন

কালের বঙ্গভাষার একমাত্র নিদর্শন। ইহার পরবর্ত্তী যুগের যে ভাষা শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন গ্রন্থে সংরক্ষিত দেখিতে পাই, ময়ূর ভট্টের পুথিখানির ভাষা তাহা অপেক্ষা আধুনিক। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর ভাষাও এই প্রকারে লিপিকরদিগের হাতে হাতে এবং গায়কসম্প্রদায়ের মুখে মুখে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। ময়ূর ভট্টের পুথির আধুনিক ভাষা আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে, যদি কালের পরিবর্ত্তন স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে একাদশ শতাব্দীতে ইহার যে রূপ ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে, এই গ্রন্থের ভাষা অবলম্বন করিয়া সেই প্রাচীন ভাষার রূপ আবিষ্কার করা সম্ভব কি না, তাহারই বিচার করা। এই গ্রন্থের ভাষায় কারকবিভক্তি, ক্রিয়াবিভক্তি বা ঐ প্রকার ব্যাকরণঘটিত রূপসমূহ কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষার ন্যায় আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া মূল গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে উত্তর কালে সংযোজিত বহু অংশ ইহাতে থাকিতে পারে, ইহাও একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ। আবার কেবলমাত্র শব্দসমূহ লইয়াও ভাষার প্রকৃত বিচার হয় না; কারণ, লিপিকরের দুর্ব্বোধ শব্দ লিপিকর পরিহার করিয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কেবলমাত্র কয়েকটী শব্দের আলোচনা করিয়াই এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিব।

সমগ্র গ্রন্থখানিতে আমরা আটটীর অধিক পারস্য ভাষার শব্দ পাই নাই; এবং সে শব্দগুলিও এরূপ যে, তাহাদের স্থানে অন্য সংস্কৃত বা তদ্ভব-শব্দ মূল গ্রন্থে থাকিতে পারে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। 'নফর' শব্দ 'কিঙ্কর' বা 'দাস' শব্দের পরিবর্ত্তে এই গ্রন্থে কয়েক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। এটীকে 'কিঙ্কর' শব্দ স্থানে উত্তর কালে সংযোজিত শব্দ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। মান 'বাজায়' করিবার জন্য গোপগণ চঞ্চল হইয়াছিল। 'বাজায়' শব্দটী স্থানীয় উচ্চারণে অতি আধুনিক শব্দ। এ শব্দটীও সম্ভবতঃ পারস্য ভাষার শব্দ। 'জা' শব্দ পারস্য ভাষায় স্থান অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'ব' উপসর্গ বাঙ্গালায় 'বা' আকারে 'বা-মাল' প্রভৃতি শব্দে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'বাজায়' শব্দের অর্থ 'স্থিতি-যুক্ত' বা 'সংরক্ষিত' হইতে পারে। কিন্তু এ শব্দটী যে ভাবে খাঁটী আধুনিক বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়, তাহাতে এ স্থানে অন্য শব্দ ছিল বলিয়া মনে হয় না। এই অংশটী সমগ্র-ভাবে উত্তরকালে

পরিবর্ত্তিত বা অংশতঃ সংযোজিত হইয়াছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এইরূপ আর একটী শব্দ 'পনীর'। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এই শব্দটীকে অতি আধুনিক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। শব্দটীর উৎপত্তির ইতিহাস আমি জানি না, ব্যুৎপত্তিও জানি না। তবে এটীর বিষয়েও ঐ একই কথা বলা যাইতে পারে যে, অন্য কোনও শব্দের পরিবর্ত্তে এই শব্দটীর ব্যবহার হইয়া থাকিতে পারে। আর একটী শব্দ 'বারাম'।

"রাজসভা নিমন্ত্রিয়া,
বসিল বারাম দিয়া,
জিজ্ঞাসিল পারিষদগণে।"

আর দুইটী পারস্য শব্দ ধর্ম্মশিলার নামরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে—'রাজসাহেব' ও 'ফতুসিংহ'। এ দুটী যে পরবর্ত্তী সংযোজন, সে কথা ধরিয়া লইবার পক্ষে কোনও বাধা দেখি না। এতদতিরিক্ত কোনও পারস্য শব্দ গ্রন্থখানিতে নাই। মুসলমানের সহিত হিন্দুর কলহের খবরও এ গ্রন্থের কোনও স্থানে নাই। সুতরাং শব্দ-বিচারে গ্রন্থখানিকে মুসলমানবিজয়ের পূর্ব্বযুগের বলিয়া অনুমান করিবার পক্ষে কোনও বাধা দেখি না।

প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত, অধুনা বিলুপ্তপ্রায় কতকগুলি নাম এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। 'আলু,' 'মালু,' 'তপসী,' 'মাউড়,' 'গোড়ে,' 'চানক,' 'বাঙ্গড়,' 'ধুত' প্রভৃতি গোয়ালাদিগের নাম গ্রন্থমধ্যে পাওয়া গিয়াছে। সবগুলির অর্থ করা যায় না। আবার কোনও কোনও নাম এখনও নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত আছে। ধর্ম্মশিলার নামের মধ্যেও কয়েকটী প্রাচীন নাম পাওয়া যায়;— বাঁকুড়ারায়, দলুরায়, দলমাদল, ঝগড়রায়, ঝর্ঝরীরায় প্রভৃতি। এগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় বাঞ্ছনীয়।

'হাল-বাড়ি,' 'বাঁকবাড়ি,' 'চৌতারা' প্রভৃতি কতকগুলি আধুনিক শব্দও পাওয়া গিয়াছে। হয় ত এগুলির প্রাচীন রূপ মূল গ্রন্থে ছিল।

প্রাচীন যুগের কবিদিগের ন্যায় স্থানে স্থানে শব্দালঙ্কারের পারিপাট্য দেখা যায়। যথা,—

স্বমনে শমনদুত ছেড়ে দেয় তারে।—২ ক পৃঃ।

বিধির অবিধি শুনি যত গোপদল।
পুষ্করে দুষ্কর ব্রত করি আচরণ ॥—৮ক পৃঃ।

সংস্কৃত কবিদিগের ব্যবহৃত অর্থালঙ্কারও স্থানে স্থানে দেখা যায়।

বরিষার শেষে যেন কমলের শোভা।—৯ ক পৃঃ।

শুক্লপক্ষ শশী সম দ্বিজের সন্ততি।
দিনে দিনে বাড়ে অঙ্গ সুগঠন অতি ॥—৯ খ পৃঃ।

ক্বচিৎ প্রাচীন ভাষার উপর আধুনিক হস্তক্ষেপের সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায়।

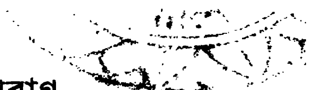
তিনি প্রকাশ করিল (—'তেন্হো প্রকাশ করিল')।—৩খ পৃঃ।

আবার স্থানে স্থানে বঙ্গভাষার প্রতি বিদ্বেষের ভাবও দেখা যায়।

"গিয়া ধর্ম্মমন্দিরেতে শ্রীধর্ম্মশিলা সাক্ষাতে অতিশয় কাতর অন্তরে।
অশ্রুজলে বক্ষ সিক্ত স্তব পঠে বেদ-উক্ত ভাষাতে নিষেধ লিখিবারে ॥"—৪ক।

"অতি গুহ্য ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতে।
ভাষায় রচিনু পুথি ধর্ম্মের প্রীতিতে ॥"—২ক।

এইরূপ 'ভাষা' ও 'সংস্কৃতের' বিরোধ আরও দু-এক স্থলে আছে।. স্থানে স্থানে এই পুরাণখানিকে 'পঞ্চম বেদ' বলিয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহা হইতে আমার মনে একটা সন্দেহ জাগিয়া উঠে যে, ময়ূর ভট্ট বঙ্গভাষায় তাঁহার পুরাণ লিখিয়াছিলেন, না সংস্কৃত ভাষায়? আমার সন্দেহ আমার পুথি-সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত ভূতনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট জ্ঞাপন করায় তিনি বলিলেন যে, তাঁহাদের বাড়ীতে একখানি সংস্কৃত সাংজাত গ্রন্থ আছে। আমি পুথিখানি দেখিতে চাহিলে তিনি ঐ গ্রন্থ হইতে কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া আমার নিকট দিয়া যান। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন যে, সংস্কৃত গ্রন্থখানি তাঁহাদিগের মূল ধর্ম্মগ্রন্থ। সুতরাং এখানি সাধারণে প্রকাশ করায় তাঁহাদের আপত্তি আছে। তবে যে অংশগুলি তিনি আমাকে দিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিবার পক্ষে তাঁহার আপত্তি নাই। আমি মিলাইয়া দেখিয়াছি, এই সংস্কৃত শ্লোকগুলির বর্ণনীয় বিষয় ময়ূর ভট্টের বাঙ্গালা পুথির সহিত প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যায়। এই স্থানে দুই চারিটী উদাহরণ দিলাম।



সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধর্ম্মপুরাণ

কলৌ প্রথমসন্ধ্যায়াং পুরে দ্বারিকাসংজ্ঞকে।
আসীদ্‌বিপ্রো ধর্ম্মশীলো বিশ্বনাথ ইতি শ্রুতঃ॥
তস্যাসীৎ কমলা নাম পত্নী শীলসমন্বিতা।
পূজয়ামাসতুর্বিষ্ণুং দম্পতী পুত্রহেতবে॥
সুতে নাসাদিতে চাতিদুঃখিতৌ তৌ বভূবতুঃ।
ততো গৃহাদ্‌বিনিষ্ক্রম্য যযতুস্তীর্থদর্শনে॥
সভার্য্যশ্চ স বিপ্রেন্দ্রো জগাম সরযূতীরে।
ততঃ পুষ্করতীর্থে চ সরস্বতীসরিত্তটে॥
পত্ন্যা কমলয়া সার্দ্ধং সেবিত্বা কমলাসনম্।
অনাসাদ্য ফলং পশ্চাৎ সদারঃ কাননং যযৌ॥
ফলমূলাশনৌ তৌ দ্বৌ গত্বা গঙ্গাতীরে ততঃ।
সন্তপ্যমানমনসা দম্পতী সমচিন্তয়ৎ (?)॥
পুত্রো হি নিরয়ত্রাতা পুত্রো হি গৃহশোভনঃ।
মুখং ন পশ্যতি কোপি নাস্তি যস্য সুতো ভুবি॥
ঘৃণ্যপ্রাণৈর্ন্ন কিং ফলম্ অলং বনেঽটনেন নু।
প্রাণান্ সন্ত্যজ্য গঙ্গায়াং তরেব দুঃখসাগরম্॥
এবং সংস্মৃত্য স বিপ্রঃ কমলা-সহিতস্তদা।
ভূত্বা হতাশঃ সংসারে প্রাণান্ হন্তুং সমুদ্যতঃ॥
মার্কণ্ডেয়স্তদাগত্য তৎক্ষণাৎ তং ন্যবারয়ৎ।
আত্মহত্যা-মহাপাপান্নাস্তি মুক্তিঃ কদাচন॥
কথমেবং মতিস্তে স্যাৎ কথ্যতাং মে মিথোঽনঘ।
শ্রুত্বা পুত্রার্থং যদ্দুঃখং বিস্তরেণাবদদ্‌দ্বিজঃ॥
মার্কণ্ডেয়ো বভাষে তাবায়াতমাশ্রমে মম।
দদামি বাং মহামন্ত্রং বিষ্ণুপ্রীতিকরং পরম্॥
তস্মাচ্চ মনোঽভীষ্টং স্যাৎ সফলং নাত্র সংশয়ঃ।
নিষম্য তৌ মহানন্দৌ মার্কণ্ডেয়াশ্রমং গতৌ॥

আপতুঃ সিদ্ধমন্ত্রং তৌ ভক্ত্যা পরময়া যুতৌ ।
তত্র বিষ্ণুং পূজয়িত্বা বৎসরদ্বাদশাবধি ॥
নারায়ণপ্রসাদেন লব্ধা পুত্রবরং দ্বিজঃ ।
চক্ষুষ্মানিব জন্মান্ধঃ পরমানন্দমানসঃ ॥
কিয়দ্দিনে তস্য ভার্য্যাঽভবদ্‌গর্ভবতী সতী ।
সম্পূর্ণে গর্ভকালে চ সহর্ষৌ বিপ্রদম্পতী ॥
মেষস্থতপনে শুক্লপঞ্চম্যাং চার্কে সূর্য্যজে ।
জাতো বিশ্বনাথসুতঃ সুযোগে সূর্য্যবাসরে ॥
দৃষ্ট্বানন্দযুতো দ্বিজো জাতকর্ম্মাকরোৎ ততঃ ।
বিশালন্যগ্রোধচ্ছায়ং বভূব সূতিকাগৃহম্ ॥
ধাত্রীমাহূয় বালস্য নাড়ীচ্ছেদমকারয়ৎ ।
স্নানমকারয়ন্নীরে বালকং চাতিসুন্দরম্ ॥
খদিরার্কোডুম্বরাশ্চ শমী চন্দনমিন্ধনম্ ।
পাদপান্ পঞ্চধাসাস্য কৃষ্ণবর্ত্মা কৃতস্ততঃ ॥
পুত্রস্যাননমালোক্য কমলা চাতিহর্ষিতা ।
দিনে দিনে ববৃধে চ সিতপক্ষে শশী যথা ॥

দুর্ব্বাসার অভিশাপ

শ্রুত্বা সানন্দমনসা দুর্ব্বাসাস্তমুবাচ হ ।
তবাদরেণ বৎসাহং পরাং প্রীতিমবাপ্নবম্ ॥
দূরাগমনক্লান্তস্য শয়ানস্যাসনে মম ।
শ্রান্তিনাশায় সাম্প্রতমঙ্গসংবাহনং কুরু ॥
বালকস্ত তদাকর্ণ্য হর্ষোৎসাহসমন্বিতঃ ।
তত্রোপবিশ্য ভক্তিতোঽকরোৎ তস্যাঙ্গসেবনম্ ॥
পরাং নির্বৃতিং প্রাপ্তোঽসৌ ভেজে নিদ্রাং শ্রমাতুরঃ ।
বালকো ভক্তিভাবেন শনৈঃ সংবাহয়ন্ বপুঃ ॥
জীর্ণং যজ্ঞোপবীতং তু হ্যবিন্যস্য স্থিতং ভুজে ।
বভূব করসংবদ্ধং বালকেন ন জানতা ॥

এতস্মিন্নন্তরে যাবদ্দৈজিজৎ পরিতো মুনিঃ।
তাবচ্ছিন্নমভূদ্‌যজ্ঞোপবীতং কর্ষিতং দ্বিধা॥
নিদ্রাভঙ্গাৎ সমুত্থায় ক্রুদ্ধো বালমুবাচ হ।
রে মূর্খাধম পাপাত্মন্ বিদ্রূপস্তে ময়া সহ॥
যথাবমানিতং সূত্রং মদেনাঙ্কিতচেতসা।
তথৈব মেঽভিশাপেন মাঽবাপ্সীস্ত্বমুপবীতম্॥
অথ কেনাপি মদ্বাক্যং খণ্ডিতুং নহি শক্যতে।
বিনৈব ব্রহ্মসূত্রং ত্বং স্থাস্যসি জীবনাবধি॥
তন্নিশম্য বিপ্রসুতঃ কাতরো দুঃখিতো ভৃশম্।
নিপত্য পাদয়োর্যুগ্মে কথয়ামাস ভক্তিতঃ॥
ক্ষন্তব্যোঽজানতো মেঽসৌ হ্যপরাধঃ সকৃৎ কৃতঃ
উপায়ং কুরু বিপ্রেন্দ্র প্রসীদ মুনিসত্তম॥
এবমুক্ত্বা সাশ্রুনেত্রো রুরোদ দুঃখিতান্তরঃ।
অস্মিন্নেবাবসরে তু মার্কণ্ডেয়ঃ সমাগমৎ॥
দুর্ব্বাসসং সমালোক্য হ্যানন্দান্বিতচেতসা।
আতিথেয়ং সমাচর্য্য দদর্শ শিষ্যরোদনম্॥
পপ্রচ্ছ স্বান্তেবাসিনং কিং নু খেদস্য কারণম্।
ততো দুর্ব্বাসা বিস্তার্য্য তস্মৈ সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ॥
মৃকণ্ডুসুতঃ সংশ্রুত্য দুর্ব্বাসসং প্রতিশ্রুতঃ।
শিষ্যঞ্চাপি সমাশ্বাস্য সাদরং প্রাহ তং দ্বিজম্॥

সাবিত্রীর ক্রোধ

সংসদি প্রাহ সাবিত্রী সক্রোধারুণলোচনা।
স্থিতায়াং ময়ি ভো দেবাঃ কর্ম্ম কঃ কৃতবানিদম্॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চেদ্‌বা প্রাপ্নুয়াৎ তৎ ফলং ধ্রুবম্।
কেঽপি ত্রাতুং ন শক্যন্তে মম ক্রোধাগ্নিদাহনাৎ॥
শূদ্রাণৈ্য যো মমাসনং দত্ত্বা মামবমন্যত [?]।
স শিলারূপমাস্থায় বর্ত্ততাং সর্ব্বদা ভুবি॥

সাবিত্র্যাভিশাপং শ্রুত্বা রক্ষিতুং তাঃ সত্যগিরঃ।
তথাস্ত্বিত্যুক্ত্বাভিশাপমগৃহ্ণত নারায়ণঃ॥

ধর্ম্মপূজার অধিকারী

পুরা কূর্ম্মাকৃতির্বিষ্ণুর্দেবেভ্যো দত্তবান্ বরম্।
ততঃ কূর্ম্মশ্চ নাগশ্চ পূজ্যতে সর্ব্বজাতিভিঃ॥
সাবিত্র্যাশ্চাভিশাপেন শিলারূপী নারায়ণঃ।
স্মৃত্বা পূর্ব্বাং বাণীং স্বস্য কূর্ম্মচিহ্নং দধার হ॥
অতো রক্তায়সং ধৃত্বা শূদ্রোঽপি পূজয়েৎ শিলাম্।
ধর্ম্মস্য প্রীতিং কাময়ন্ মন্ত্রৈঃ প্রণববর্জ্জিতৈঃ॥
নমঃ শিবায়েতি মন্ত্রমুচ্চার্য্য সর্ব্বজাতিভিঃ।
পূজ্যতে হি যথা লোকে লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ॥
তাম্রং ধৃত্বা তথা সর্ব্বে ধর্ম্মায় শিলারূপিণে।
নমো ধর্ম্মায়েতি দত্ত্যুর্ভক্তিপুষ্পাঞ্জলিং কলৌ॥
ন যাস্যতি জাতিভেদঃ শূদ্রোঽপি স্বজাতিস্থিতঃ।
পণ্ডিতস্য বিধানেন ধর্ম্মাৎ শ্রেয়মবাপ্স্যতি॥
তস্মাদ্রামায়িণা কৃতৈরপভাষাবিরচিতৈঃ।
মন্ত্রৈঃ পূজ্যন্তে সর্ব্বৈর্হি শিলাঃ কূর্ম্মাদিচিহ্নিতাঃ॥
রামায়ির্ধর্ম্মদাসশ্চ তদ্বংশীয়শ্চ বা দ্বিজঃ।
পূজয়েৎ তাং শিলাং সম্যক্ সাংজাতস্য বিধানতঃ॥

ধর্ম্ম ঠাকুর ও বিষ্ণু দেবতা

ময়ুর ভট্টের গ্রন্থে তেত্রিশ কোটি দেবতার উল্লেখ থাকিলেও বিষ্ণু দেবতাই সাবিত্রীর অভিশাপে ধর্ম্মশিলারূপে মর্ত্ত্য ভুবনে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হিন্দু পুরাণে প্রেতলোকের অধিকারী যমরাজাই ধর্ম্মরাজ বলিয়া পরিচিত, এবং বীরভূমের স্থানে স্থানে ধর্ম্মের গাজন এই ধর্ম্মরাজ বা মহিষ-বাহনেরই গাজন বলিয়া প্রচলিত। কিন্তু ময়ুর ভট্টের গ্রন্থে বা অন্য কোনও ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে মহিষবাহনকে ধর্ম্মের স্থান ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। রাঢ়ের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে, যেখানে অসংখ্য

ধর্ম্মশিলার অর্চ্চনা হইয়া থাকে, সেখানেও ধর্ম্মঠাকুর ধর্ম্মপুরাণোক্ত ধর্ম্মঠাকুর। তবে স্থানে স্থানে, যেখানে ব্রাহ্মণে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করিয়া থাকেন, সেখানে "নমঃ শিবায়" বলিয়া ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ধর্ম্ম-মঙ্গলেও কচিৎ ইঁহাকে শিবঠাকুরের সহিত অভিন্ন কল্পনা করা হইয়াছে এবং ইঁহার আসন কৈলাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু মুখ্যতঃ ইনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণু দেবতা। ইঁহার ভক্তগণ বৈকুণ্ঠলাভ করিয়া থাকেন। ইঁহার ভক্তগণের বৈকুণ্ঠযাত্রার পথে যমদূতগণের সহিত বিষ্ণুদূতের বিবাদও দেখা যায়। কিন্তু যমরাজা স্বয়ং ধর্ম্মভক্তদিগের অভ্যর্থনা করেন; তখন যমদূতগণ বিস্মিত হইয়া পড়ে।* ধর্ম্মঠাকুর জতুগৃহে পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সমুদ্রে ঐরাবত গজের প্রাণদান করিয়াছিলেন, বিষপানকারী প্রহ্লাদের জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন, তপ্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত সুধন্বার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, সভামধ্যে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের সহায় ছিলেন। ধর্ম্মঠাকুর হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই তিনটী মুখ্য পৌরাণিক দেবতার উদ্ভব হইয়াছে। সূর্য্যমণ্ডলে ইঁহার অবস্থিতি। ইনি চতুর্ভুজ এবং শঙ্খচক্রাদি-শোভিত। ইনি সত্যযুগে শুক্লপ্রভ, ত্রেতায় রক্তাভ, দ্বাপরে পীতবর্ণ এবং কলিকালে কৃষ্ণবর্ণ। ইনি কখনও সাকার, কভু নিরাকার। ইঁহার হৃদয়ে কৌস্তুভ দীপ্ত। ইঁহার নীলোৎ-পলতুল্য নয়ন, বনমালা-বিভূষিত কণ্ঠদেশ, শঙ্খ-চক্র-গদাম্বুজ-শোভিত চারি হস্ত। ইঁহার বামে আদ্যা মাতা প্রকৃতি সদা অবস্থিতা। যে ধ্যানে যে জন ইঁহার আরাধনা করিতে চাহে, ইনি তাহাই। ইনি অযোধ্যায় রাম, গোকুলে শ্যাম, ইনি চিন্তামণি, ভক্তির ধন। সকলসম্পৎপ্রদা লক্ষ্মী কেশ দ্বারা সর্ব্বদা ইঁহার চরণ মুছাইয়া দেন। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানদাত্রী সরস্বতী দেবী ইঁহার পদাম্বুজে স্তুতি

---

* "সংসারে শরীর লয়ে যান যমপুরে। হেনকালে যমদূত দেখা দিল দূরে॥
বিনয়বচনে বলে শুন বীর হনু। কে কোথা বৈকুণ্ঠে নিল মরত্তের তনু॥
... ...
দেখে অর্ঘ্যদানেতে আদর কৈল যম। যমদূত সবার ঘুচিল মনোভ্রম॥
... ...
রাখিয়া শমনপুরে বায়ুবেগে রথ। সুমেরু সন্ধানে ধরে বৈকুণ্ঠের পথ॥" ঘনরাম, ২৭৩ পৃঃ।
"একান্ত পূজিলে ধর্ম্ম কাটে কর্ম্মফাঁস। ভবসিন্ধু তরিয়া বৈকুণ্ঠে করে বাস॥—ঐ, ২৭২ পৃঃ।

করেন। ব্রহ্মার রমণী সাবিত্রী ধর্ম্মের কৃপালাভ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের বরে সূর্য্যদেব 'যমধর্ম্ম' নামে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। ক্রুদ্ধ গোপকুলের সম্মান রক্ষা করিবার জন্ত ইনিই গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ অবতার গ্রহণ করিয়া গোপিনী-গণের আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন। দুর্গা ও গঙ্গা আমিনী হইয়া এবং ইন্দ্র ও শিব ভক্ত হইয়া ধর্ম্মপূজা করেন।

এই সকল বর্ণনা হইতে ধর্ম্মঠাকুরকে আর বিষ্ণুদেবতাকে পৃথক্ ভাবা যায় না। ইনি সর্ব্বদেবময় হইলেও মূলতঃ বিষ্ণুদেবতা।

ধর্ম্মঠাকুর বিষ্ণুদেবতা হইলেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের সম্প্রদায়ের সহিত ইঁহার কোনও সম্পর্ক কোনও স্থানে উল্লিখিত দেখা যায় না। ইনি ভাগবতবিখ্যাত বিষ্ণুদেবতা, তবে রাধাকে ইঁহার সঙ্গিনীরূপে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের চৈতন্তপূর্ব্ব বৈষ্ণবযুগেই ইঁহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। জয়দেব এই বিষ্ণুদেবতারই অংশাবতারের লীলাকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু আর একটা কথা এই যে, ধর্ম্মঠাকুর নিরামিষাশী বৈষ্ণব দেবতা নহেন। সাংখ্যোক্ত আত্যাশক্তি প্রকৃতি দেবী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বদাই ইঁহার বামাঙ্গের শোভাবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। সেই জন্ত বৈষ্ণব ও শাক্ত-ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন দ্বারা ইনি 'লুয়ে' নামক উৎসৃষ্ট ছাগকে বলিরূপে গ্রহণ করিয়া তুষ্ট হন। বাঁকুড়া জেলার বহু স্থানে বৈষ্ণবী দুর্গাদেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। আর এই ধর্ম্মদেবতা শাক্ত বিষ্ণুদেবতা।

রামাই পণ্ডিতের ব্যক্তিত্ব

বল্লুকা নদীর গভীর নীর হইতে যখন রামাই পণ্ডিত সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মশিলা উত্তোলনপূর্ব্বক জগতে ধর্ম্মপূজার প্রবর্ত্তন করেন, তখন—

"নারায়ণ কর্ম্মী হইল মহেশ দেউলী।
পাটভক্ত্যা ইন্দ্র হইল নীলাম্বর মালী॥
চন্দ্র সূর্য্য হনুমান গরুড় মহাবীরে।
চারি জনে দ্বারী হোল এ চারি দুয়ারে॥
চরিত্রা নামেতে লক্ষ্মী ভারতী বসুয়া।
হইল আমিনী চারি গঙ্গা মহামায়া॥

কিন্নর গায়ক বাদক গজানন।
সন্ধ্যাবটু হইল নারদ তপোধন॥
ভোগবটু বৃহস্পতি নাঠীপাত্র যম।
নবদণ্ডবটু যে হইল বিশ্বকর্ম্ম॥
জলাধিপ বরুণ হইল সেবা করিবারে।
কুবের ভাণ্ডারী হোল ধর্ম্মের ভাণ্ডারে॥
ভকিতা হইল তেত্রিশ কোটি দেবগণ।
মহামহোৎসবে পূজে ধর্ম্মের চরণ॥"—২০ ক পৃষ্ঠা।

ইহা ছাড়া দুর্ব্বাসা, নারদ, মার্কণ্ডেয়, হনুমান্ প্রভৃতি পৌরাণিক ব্যক্তিগণের সহিতই রামাই পণ্ডিতের জীবন যাপিত হইয়াছিল। রামাই পণ্ডিতের জাতকর্ম্ম-কালে পুরাণোক্ত মুনিরাই নিমন্ত্রিত দেখা যায়, উপনয়নকালে স্বয়ং বিধাতা আসিয়া তাম্রদীক্ষার ব্যবস্থা দেন। এই সকল কারণে কেহ কেহ রামাই পণ্ডিতকেও পৌরাণিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। সত্যযুগের শ্বেতাই, ত্রেতা যুগের নীলাই ও দ্বাপরের কংসাই যেমন পৌরাণিক ব্যক্তি, রামাই পণ্ডিতও কি সেই প্রকার পৌরাণিক ব্যক্তি? এইরূপ একটী সন্দেহ সকলের মনেই উদিত হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মপুরাণও একখানি পুরাণ মাত্র। ইহা ইতিহাস নহে। অষ্টাদশাধিক হিন্দু পুরাণের ন্যায় এ পুরাণেও লৌকিকের সহিত অলৌকিকের, পার্থিবের সহিত অপার্থিবের, আধিভৌতিকের সহিত আধ্যাত্মিকের, মর্ত্ত্যবাসীর সহিত ত্রিদিববাসীর, দর্শনের সহিত রাজনীতির, ইতিহাসের সহিত কবিকল্পনার একত্র সমাবেশ রহিয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যেখানে ইন্দ্রাদি দেবগণ ধর্ম্মপূজা করিতেছেন, অথবা বিধাতা পূজার বিধান করিতেছেন, অথবা অমরার রাজা হরিচন্দ্র স্বপুত্রের শিরশ্ছেদন করিতেছেন, অথবা যেখানে নবখণ্ড ব্রতের দ্বারা সুচন্দ্র বণিক্ আত্মদেহ খণ্ড খণ্ড করিবার পর পুনরায় জীবনলাভ করিতেছে, অথবা যেখানে লাউসেন হাকন্দখণ্ডে সূর্য্যদেবকে প্রতীপ গতিতে চালাইতেছেন, সেই সমস্ত স্থলের সমগ্রটী বা অংশবিশেষ অলৌকিক বলিয়া ঐতিহাসিকের ত্যাজ্য হইলেও স্থানে স্থানে যে সত্য কথা আছে, সে কথা অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু দেখা যায় না। সত্যযুগে যখন ব্রহ্মা গৃহভরণ ব্রত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পুরোহিত হইয়া-ছিলেন শ্বেতাই। ত্রেতাযুগে দৈত্যবধ কামনায় ইন্দ্র যখন এই ব্রত গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন, তখন পুরোহিত হইয়াছিলেন নীলাই। দ্বাপরে যুধিষ্ঠিরাদি রাজগণের গৃহভরণে পুরোহিত ছিলেন কংসাই। সুতরাং এই তিন জনের ঐতিহাহিক সত্তা অনায়াসে উড়াইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু রামাই পণ্ডিত কর্ণসেন ও লাউসেন নামক দুই জন ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজার পুরোহিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার জীবনীতে অলৌকিক আখ্যায়িকা সংশ্লিষ্ট থাকিলেও তাঁহাকে অনৈতিহাসিক বলিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বে সন্দিহান হইবার কোনও হেতু নাই। যীশু খ্রীষ্টের নামের সহিত অলৌকিক আখ্যানাবলীর সংযোগ আছে বলিয়াই তাঁহাকে অনৈতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না। আধুনিক যুগে চৈতন্যদেবের জীবনীতেও অসংখ্য অলৌকিক কাহিনীর সমাবেশ দেখা যায়। কবি কালিদাস ও ভোজ-রাজার নামে যত কাহিনী বিরচিত হইয়াছে, তাহার হিসাব করা কঠিন ব্যাপার। যুগে যুগে মহাপুরুষগণের নামের সহিত অলৌকিক শক্তির আরোপ কেবলমাত্র বঙ্গবাসীর নহে, বিশ্বমানবের প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা। সুতরাং আমি রামাই পণ্ডিতের ব্যক্তিত্বে সন্দিহান হইবার কোনও উপযুক্ত কারণ দেখি না।

বিশেষতঃ রামাই পণ্ডিত ও তৎপুত্র ধর্ম্মদাসের ব্যক্তিত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, তাঁহাদের ভক্তগণ তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ-বংশ হইতে পতিত বা বিচ্ছিন্ন হইয়া পরোপ-কারার্থ জীবন যাপন করার বেদনায় এ কাল পর্য্যন্ত সমবেদনায় আকুলচিত্ত। কার্পাসসূত্র অপেক্ষা তাম্রসূত্রের মাহাত্ম্য যতই অধিক হউক না কেন, রামাই যে দুর্ব্বাসার অভিশাপে অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার আধুনিক উপাসকবৃন্দের মনোবেদনার কারণ। মূর্ত্তিমান্ পাপ আসিয়া ধর্ম্মদাসকে সুরাপান ও মাংস ভোজন করাইয়া-ছিল বলিয়া তাঁহার আধুনিক অনুচরগণ অনুতপ্ত। তিনি কেবল মাত্র কালু ডোমের পুরোহিত ছিলেন না, ছত্রিশ জাতির মধ্যেই যে তাঁহার শিষ্য ছিল, তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে কলিঙ্গরাজ ও মগধরাজের ন্যায় দেশবিশ্রুত ব্যক্তিও যে ছিলেন এবং গালবাদি মুনিগণও যে বিপাকে পড়িয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহা ধর্ম্মদাসের ভক্তগণ ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহাদের বর্ত্তমান দারিদ্র্যও যে ধর্ম্মদাসের ইচ্ছাকৃত, তাহা ভুলিলে চলিবে কেন? রামাই পণ্ডিত বৃদ্ধ বয়সে অবীরা বিধবার পাণিগ্রহণ করিলেও বিনা যৌন সম্পর্কেই ধর্ম্মদাসের উৎপত্তি হইয়াছিল। ধর্ম্মদাসের বিবাহের সময় বরপণপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

পাঁচ শত রৌপ্য মুদ্রা ব্যয় করিতে না পারিলে কোনও ব্রাহ্মণ কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইতেন না। এমত অবস্থায় বিনা পণে বিবাহ করিয়া ধর্ম্মদাস যে উদারতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা আধুনিক যুগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেখা যায় না।

এই সমস্ত ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে রামাই পণ্ডিত বা তৎপুত্র ধর্ম্মদাসের ব্যক্তিত্ব লইয়া সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও 'পণ্ডিত' পদ্ধতি (উপাধি) যুক্ত। তাঁহারা ধর্ম্মদাসের যুগের ন্যায় এখনও ব্রাহ্মণগণের অনুগত। ছত্রিশ জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে ইঁহাদের কোনও সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণের পরেই তাম্রদীক্ষিত পণ্ডিতের স্থান। ব্রাহ্মণের অভিশাপকে ইঁহারা ভয় করেন। দুর্ব্বাসার অভিশাপ ন্যায়-বিগর্হিত হইলেও তাহা অব্যর্থ। ইঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ সাংজাত গ্রন্থও পঞ্চম বেদ নামে খ্যাত। আধুনিক ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের মধ্যে এই পঞ্চম বেদ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণের মধ্যে তাহা সংরক্ষিত ছিল। যখন ব্রাহ্মণগণ এই বেদ বা পঞ্চম পুরাণের বিষয় ও ধর্ম্মমাহাত্ম্য অবগত হইলেন, তখন তাঁহারাও ধর্ম্মমঙ্গল রচনা ও ধর্ম্মের গাজনে যোগদান আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূর ভট্টও ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরেও ঘনরাম, রামচন্দ্র, রূপরাম, গোবিন্দরাম, সহদেব প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তান ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব-বিস্মৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন।

রামাই পণ্ডিতের রচনা

ময়ূর ভট্টের গ্রন্থ হইতে ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধর্ম্মপুরাণখানি হইতে জানা যায় যে, আপামর সাধারণের ধর্ম্মপূজার সহায়তার জন্য রামাই পণ্ডিত কতকগুলি মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি অপভাষা-বিরচিত, অর্থাৎ সংস্কৃতেতর কোনও ভাষায় লিখিত এবং প্রণবাদি-বর্জ্জিত। কিন্তু যে সকল লেখা রামাই পণ্ডিত বা পণ্ডিত রামের নামে প্রচলিত দেখা যায়, তাহার সবগুলিই যে রামাই-রচিত, তাহা বোধ হয় না। বিশেষতঃ ধর্ম্মপূজাবিধান নামে মুদ্রিত গ্রন্থে যে সকল সংস্কৃত মন্ত্র স্থান পাইয়াছে, তাহা উত্তরকালে সংযোজিত বলিয়াই মনে হয়। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা বারান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

ময়ুর ভট্টের কালে সামাজিক অবস্থা

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ময়ুর ভট্টের সময়ে বিবাহে পণ-প্রথা প্রচলিত ছিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যা সত্যবতী মহাভারতীয় সত্যবতীর ন্যায় অতি রূপবতী হইলেও জীর্ণ ও মলিন পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিত। মলিন বস্ত্রের মধ্য হইতে তাহার রূপ জলধরমধ্য হইতে বিদ্যুতের ছটার ন্যায় ঝলক দিয়া বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু তথাপি মহাভারতীয় যুগে মৎস্যগন্ধা ধীবরকন্যার পাণিগ্রহণাকাঙ্ক্ষী নৃপতি তাহার রূপে এত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার একমাত্র গুণবান্ পুত্রকে আজীবন কৌমার্য্যব্রত গ্রহণ করাইতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু এ যুগের সত্যবতী রূপে মৎস্যগন্ধাতুল্যা ও বংশমর্য্যাদায় ব্রাহ্মণকন্যা হইলেও "পঞ্চ শত রৌপ্য মুদ্রার" অভাবে কোনও ব্রাহ্মণসন্তান তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। এ কৌলীন্যমর্য্যাদা কি আদিশূর-প্রতিষ্ঠিত? না বল্লালসেন-প্রতিষ্ঠিত? যদি বল্লালসেন-প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে হয় আমাদের কবি বল্লালসেনের পরবর্ত্তী যুগের, না হয়, এ আখ্যানটী উত্তরকালে সংযোজিত।

ময়ুর ভট্টের গ্রন্থে কলিকালের একটী সুন্দর বর্ণনা আছে। সেই বর্ণনায় দেখা যায়, তাঁহার যুগের অধিবাসিগণ অত্যন্ত অধর্ম্মপরায়ণ ছিল, এবং আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তখনকার উপাস্য দেবতা ছিল কামিনী ও কাঞ্চন। দ্বিজগণ বেদপাঠ করিতেন না। শূদ্রের দাসত্ব করিতে ব্রাহ্মণগণের কোনও আপত্তি ছিল না। জাতিভেদ নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। পরনারীহরণ অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল। স্বগৃহিণীর সমাদর ছিল না। ধর্ম্মঠাকুরকে পুষ্পমাল্য দান করা অপেক্ষা নিজে সেই মাল্য উপভোগ করিবার বাসনা লোকের মধ্যে বলবতী হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিজসন্তান 'বিজাতির ভাষাগান' করিতে এবং নিজের জাতি ও মান নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হইত না। দুহিতার বিবাহে পণ লইতে চাহিত। দেবতার সম্পত্তি নষ্ট করিত। বিষয় বিভবে সর্ব্বদাই তাহাদের চিন্তা লাগিয়া থাকিত। শূদ্রগণও ব্রাহ্মণকে ভক্তি করিত না। তাহারা লোভপরায়ণ, অর্থলোভী, কলহরত, ধর্ম্মে মতিহীন ছিল। দেবমন্দির ভগ্ন করিয়া স্বীয় বাসভবন নির্ম্মাণ করিতে তাহাদের কুণ্ঠাবোধ হইত না। পণ্ডিত

অর্থাৎ ধর্ম্মপণ্ডিতগণের কেহ সমাদর করিত না। তাহাদিগকে ভণ্ড বলিত। অর্থব্যয় করিতে পারিলেই রাজদণ্ড এড়াইতে পারা যাইত। রাজা নীচ-কুল-সম্ভূত, প্রজাপীড়ক ও লঘু পাপে গুরু দণ্ডবিধায়ক ছিল। মিথ্যাভাষণ, নরহত্যা, ভোগপরায়ণতা সাধারণ ব্যাপারের মধ্যে গণ্য ছিল। ইন্দ্রিয়াসক্তির ফলে পুরুষগণ যৌবনে বার্দ্ধক্যগ্রস্ত ও নানা রোগে ভগ্নস্বাস্থ্য ছিল। ভ্রাতা-ভগিনী, পিতা দুহিতা, বিমাতা পুত্র প্রভৃতি সম্পর্ক বিচারিত হইত না। অন্যান্য বহুবিধ আচারভ্রষ্টতা ও যথেচ্ছাচারিতা ছিল। সুরধুনী পৃথিবী ত্যাগ করিয়া সুরপুরে প্রস্থান করিয়াছিলেন। গাভী দুগ্ধশূন্য, ভূমি শস্যশূন্য, জলাশয় জলশূন্য ও রাজ্য শান্তিশূন্য ছিল। দেশে দস্যুভয় ছিল।

এই প্রসঙ্গে একটী প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, 'যবন' বা 'মুসলমানের' কোনও অত্যাচারকাহিনী এখানে নাই। একটা কথা আছে, 'ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিজাতির ভাষাগান'। মুসলমানের ভাষা হইলে তাহা স্পষ্টভাবেই লিখিত হইতে পারিত; আর এ দেশের অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক পার্সীভাষার গান গাওয়ার পদ্ধতি এ দেশে কোনও কালে প্রচলিত ছিল কি না, জানি না। তবে কি এটা তেলুগু ভাষার গান? স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে, প্রাচীন কালে উৎকলে বা কলিঙ্গদেশে তেলুগু গানের সমধিক প্রচলন হইয়াছিল। উৎকল-সাহিত্যের প্রাচীন গানগুলি অধিকাংশ স্থলেই তেলুগু ভাবাপন্ন। অথবা অবৈদিক কোনও প্রকার ধর্ম্মসঙ্গীতও এই কথাটীর লক্ষ্য হইতে পারে। বোধ হয়, সে গান দেশীয় ভাষা বা সংস্কৃত ভাষায় রচিত নহে। কোনও প্রকার প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইতেও পারে। কিন্তু যদি ইন্দ্রিয়াসক্তি চরিতার্থ করিবার জন্য 'বিজাতির ভাষার গান' গীত হইত, তবে তাহা ধর্ম্মসঙ্গীত হইতে পারে না। তাহা তেলুগু ভাষার গান হইবারই অধিক সম্ভাবনা। উৎকল-সাহিত্যের প্রাচীন যুগের গানগুলিও বোধ হয় অশ্লীল ভাবাপন্ন ছিল। কারণ, উপেন্দ্র ভঞ্জের ন্যায় লেখক অকস্মাৎ আবির্ভূত হইতে পারে না। উপেন্দ্র ভঞ্জের দেশও ওয়াল্‌তেয়ারের নিকটবর্ত্তী স্থানে ছিল, যেখানে এ কাল পর্য্যন্ত তেলুগু ভাষা প্রচলিত আছে। যদি তাহাই হয়, তবে উড়িয়া ভাষাও বিজাতির ভাষা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। সে যাহাই হউক, এ বিষয়ে স্থির করিয়া কোনও কথা বলা যায় না।

রামাই পণ্ডিত বৃদ্ধ বয়সে একজন অবীরাকে দাসীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই কেশবতীর গর্ভে ধর্ম্মদাসের জন্ম। এইরূপে দাসী গ্রহণ করার প্রথা কি সে কালের সাধারণ প্রথার মধ্যে গণ্য ছিল? কলিকালের বর্ণনা উপলক্ষে যে পরকীয়া প্রীতি ও স্বকীয়া-বিরতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে এ প্রথা ছিল না বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। খ্রীষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতকে দেশের নৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়াই মনে হয়। ধোয়ীর পবনদূত গ্রন্থ ও ঐ সময়ের অন্যান্য গ্রন্থের বিবরণ হইতে ইহাই বুঝা যায়। শূদ্রগণের প্রণব উচ্চারণে অধিকার ছিল না। মদ্যপান ও মাংসভোজন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে চলিত না।

(১) সদ্‌গোপ, (২) কৈবর্ত্ত, (৩) গোয়ালা, (৪) তাম্বুলী, (৫) উগ্রক্ষত্রিয়, (৬) কুম্ভকার, (৭) একাদশ তিলী, (৮) যুগী, (৯) আশ্বিন তাঁতী, (১০) মালী, (১১) মালাকার, (১২) নাপিত, (১৩) রজক, (১৪) দুলে, (১৫) শাঁখারী, (১৬) হাড়ি, (১৭) মুচি, (১৮) ডোম, (১৯) কলু, (২০) চণ্ডাল, (২১) মাঝি, (২২) বাগ্‌দী, (২৩) মেটে, (২৪) স্বর্ণকার, (২৫) সুবর্ণবণিক্, (২৬) কর্ম্মকার, (২৭) সূত্রধর, (২৮) গন্ধবেণে, (২৯) ধীবর, (৩০) পোদ্দার, (৩১) ক্ষত্রিয়, (৩২) বারুই, (৩৩) বৈদ্য, (৩৪) পোদ, (৩৫) পাকমারা, (৩৬) কায়স্থ, (৩৭) কেওড়া প্রভৃতি জাতি ছিল। মুসলমান বা মুসলমান সম্পর্কে পতিত কোনও জাতির উল্লেখ নাই। কুষ্ঠ ব্যাধির উল্লেখ বহু স্থলে দেখা যায়। 'অষ্টাদশ কুষ্ঠ' ছিল। ডোমের পৌরোহিত্য করিলে ব্রাহ্মণকে সমাজে পতিত হইতে হইত। খণ্ডব্রত করিলে পাপ হইত। "ব্রাহ্মণে ও পণ্ডিতে ভেদ নাই" বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। অহিংসা ধর্ম্ম সম্ভবতঃ দেশমধ্যে সমাদৃত ছিল। কারণ, ধর্ম্মপূজায় ছাগবলি প্রবর্ত্তনের জন্য একটা কৈফিয়তের চেষ্টা দেখা যায়।

"সর্ব্বজীবে যাহার সমান দয়া রয়।
ধর্ম্মরূপে ভগবান্ ভূতলে উদয়॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম তাহার বিধান।
তবে কেন তার কাছে ছাগ বলিদান॥"—৫৩খ।
"বিধান রহিল আজ হইতে জগতে।
দেবীপূজায় ছাগবলি রাজসিক মতে॥"—৫৫ক।

প্রাচীন ভারতে সাম্প্রদায়িকতা

আমাদের দেশের প্রাচীন যুগের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় ও অসংখ্য দার্শনিক চিন্তাধারার ইতিহাস সংগ্রহ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। কারণ, ইতিহাস লিখিবার প্রবৃত্তি আমাদের দার্শনিকগণের কোনও কালেই ছিল না। কত উপনিষদ্, কত দর্শন, কত ধর্ম্মগ্রন্থ যে আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু যাঁহারা এই সকল বিশাল দর্শন-সাহিত্যের সংগঠন করিয়াছেন বা সংগঠনের সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের কোনও বিবরণ তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। তাঁহাদের প্রতিপাদ্য দার্শনিক মতও অতি সূক্ষ্ম সূত্রাকারে গ্রথিত। সেই সকল সংক্ষিপ্ত সূত্রের পূর্ণ ব্যাখ্যা সে কালে সকলেই মুখে শুনিয়া শিখিতেন ও বুঝিতেন, এবং সেই জন্য সূত্রাকারে গ্রথিত দার্শনিক তথ্য কণ্ঠস্থ করিয়াই সে কালের ছাত্রগণ দার্শনিক পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিতেন। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিষয়েও একই কথা। মোক্ষমূলর সরস ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, ভারতভূমির উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য যেমন গঙ্গা ও সিন্ধু ব্যতীতও অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ নদী অসংখ্য ধারায় হিমালয় হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রবাহিত হইত, সেইরূপ ভারতবাসীর মানসিক উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিবার জন্যও অতি প্রাচীন কালেই অসংখ্য ধর্ম্মমত ও দার্শনিক সিদ্ধান্ত বহু শাখায় প্রবাহিত হইয়া সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত ছিল। উপনিষৎসমূহে আমরা তাহার অংশমাত্র দেখিতে পাই। *

জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে অসংখ্য ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ "ব্রহ্মজালসূত্র" হইতে সাধারণতঃ উদ্ধৃত হইয়া থাকে। এই বৌদ্ধ সূত্রগ্রন্থখানিতে উক্ত হইয়াছে যে, বুদ্ধদেব ৬২ প্রকার ভ্রান্ত ধর্ম্মমতের খণ্ডন করিয়া, স্ব-মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সকল ধর্ম্মমতও আবার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত ছিল। জৈনগণও এইরূপ বহু ভিন্নমতাবলম্বীদিগের মত খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে ভারতবর্ষে শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত অসংখ্য ধর্ম্মমতের প্রাদুর্ভাব ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে সেই সকল

* Max Muller's "Six Systems of Indian Philosophy," ed. 1916, p. 5.

বিভিন্ন ধর্ম্মমত ও তাহাদের শাখা-প্রশাখার স্বরূপ-নির্ণয়-চেষ্টায় কোনও ফল ফলিবে বলিয়া মনে হয় না। নানা ধর্ম্মমতের সহিত সম্পর্কে আসিয়া এই সকল ধর্ম্মমত যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে, সে বিষয়েও সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কিন্তু কোন্ সম্প্রদায়ের কোন্ ধর্ম্মমতের কতটুকু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? বহু উপনদী একত্র মিলিত হইলে, সেই মিলিত জলপ্রবাহের কোন্ অংশটুকু কোন্ পথে আসিয়াছে, তাহা নির্ণয় করাও যেমন অসম্ভব, সেই মিলিত জলরাশি আবার বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া সমুদ্রাভিমুখী হইলে, সেই সকল শাখার জলরাশির মূল-নির্ণয়ও সেইরূপ অসম্ভব। সে যাহাই হউক, প্রাচীন কালে আমাদের দেশে ধর্ম্মবিষয়ে যে সাম্প্রদায়িকতার বাহুল্য ছিল, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। এবং সেই সকল সম্প্রদায় যে, এখন কিরূপভাবে পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবারও কোনও উপায় নাই বলিলেই চলে। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালা ধর্ম্মমঙ্গলের 'ধর্ম্ম'-সম্প্রদায় প্রাচীন যুগের কোন্ সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিল, এবং কালের স্রোতে সেই সম্প্রদায়ের মতসমূহের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। তথাপি আধুনিক ধর্ম্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণটী বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে প্রাচীন যুগের সম্প্রদায়বিশেষের সহিত এই সম্প্রদায়েরও একটা, অস্পষ্ট হইলেও বিশ্বাসযোগ্য সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। আমি সেই সাদৃশ্য-নির্ণয়ের একটু চেষ্টা করিব।

ঋগ্‌বেদীয় নাসদীয় সূক্ত

বৈদিক মন্ত্র হইতেই অবগত হওয়া যায় যে, বৈদিক যুগেই প্রাচীন ইন্দ্র-বরুণাদি দেবগণের গৌরব হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিল। বৈদিক ঋষিগণ বহু দেবতা ত্যাগ করিয়া অদ্বিতীয় একজন দেবতাকে খুঁজিতেছিলেন। মোক্ষমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এই যুগে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের স্তব এরূপভাবে রচিত হইত যে, স্তুতিপাঠক যখন দেবতাবিশেষের স্তব পাঠ করিতেন, তখন তিনি সেই সময়ের জন্য অন্যান্য সকল দেবতাকেই সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইতেন।* বহু দেবতা স্বীকৃত হইলেও তাঁহাদিগের মধ্যে একজনকে বাছিয়া

* Max Muller's "Six Systems of Indian Philosophy" ed. 1916, p. 240, and S. N. Das Gupta's History of Indian Philosophy, Vol. I, p. 18-19.

লইয়া, তাঁহাকেই সর্ব্বোচ্চ দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার পদ্ধতিকে ইংরাজী ভাষায় হেনোথিজ্‌ম্ (Henotheism) বলা হয়। এই মতে সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে কোনও নির্দ্দিষ্ট কালে, নির্দ্দিষ্ট উপলক্ষে, কোনও নির্দ্দিষ্ট দেবতা সর্ব্বোচ্চ দেবতা বলিয়া সমাদর লাভ করিতেন। বৈদিক যুগের এই কালকে ধর্ম্মবিষয়ে যুগান্তর-সৃষ্টির পূর্ব্বসূচনা বলা যাইতে পারে। বহু-দেবতাক সমাজে ক্রমে ক্রমে এই প্রকারে সম্প্রদায়-ভেদে একেশ্বর-বাদিত্বের পূর্ব্বলক্ষণ এই কালেই সূচিত হইয়াছিল। এই কালেই আমরা দেখিতে পাই, বৈদিক ঋষিগণ পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত দেবতাগণের প্রতি আস্থা হারাইতেছেন। একজন ঋষি বলিয়া উঠিলেন,—

"কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ?" ঋ° ১০।১২১।

কোন্ দেবতার নামে যজ্ঞ উৎসৃষ্ট হইবে ? কাহাকে হবি দান করা হইবে ? ইহাই এই ঋষির সন্দেহ। এই সন্দেহের বশবর্ত্তী ঋষি, এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হিরণ্যগর্ভ দেবতাকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দান করিয়াছেন। অন্য একজন ঋষি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও পিতা বলিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন।* অপর একজন ঋষি 'পুরুষ' দেবতাকে সর্ব্বোচ্চ আসন দান করিয়াছেন।† হয় ত আরও অনেক ঋষি আরও অনেক দেবতাকে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেই সকল দেবতার গৌরব ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, দর্শনশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বর-দেবতা এ কাল পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শন-প্রতিষ্ঠিত উচ্চ আসন লাভ করিতে পারেন নাই।

নাসদীয় সূক্তে (ঋ° ১০।১২৯) প্রদত্ত সৃষ্টি ও স্রষ্টার বিবরণ বৈদিক ও উপনিষদীয় যুগে ঋষিগণের মধ্যে প্রকৃত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা জাগরূক করিয়াছিল। দার্শনিক চিন্তার প্রথম উন্মেষ হিসাবে এই সূক্তটী অতি মূল্যবান্। এই সূক্তে সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা 'শূন্য'রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। তখন 'সৎ' ছিল না, 'অসৎ'ও ছিল না; 'অন্তরীক্ষ' ছিল না, 'আকাশ'ও ছিল না। এই প্রপঞ্চ জগতের আবরণ, আশ্রয় বা আধার কি ছিল ? অতলস্পর্শ জলরাশিই কি ছিল ? মৃত্যু ছিল না, অমৃতও ছিল না; দিন ও রাত্রির মধ্যে কোনও প্রভেদ ছিল না। এই সব 'ছিল না'র মধ্যে 'তিনি' ছিলেন—নিজেই নিজের আশ্রয় ও অবলম্বন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তাঁহার উপরে কিছুই ছিল না। অন্ধকার

* ঋ, ১০।৮২। † ঋ, ১০।৯০।

অন্ধকারেই আচ্ছন্ন ছিল। জল ও স্থলের পার্থক্য ছিল না। শূন্য ও অভাবের মধ্যে যিনি প্রচ্ছন্ন ছিলেন, তিনিই তপঃপ্রভাবে স্বয়ংপ্রকাশ হইয়া আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে ইচ্ছা জাগরিত হইল। সেই ইচ্ছাতেই মুনিগণের অনুসন্ধিৎসা জাগরূক হইয়াছে। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শূন্যের মধ্যেই সদ্‌বস্তুর বীজ নিহিত রহিয়াছে। তখন সেই অব্যক্ত তত্ত্বদর্শনের পথে আলোকপাত হইল। তখন বীজ ও শক্তি উদ্ভূত হইল। নিম্নে আত্মশক্তি ও উর্দ্ধে ইচ্ছাশক্তি প্রকটিত হইল। কিন্তু কে জানে এই সৃষ্টি-রহস্য ? দেবতারা নিশ্চয় সৃষ্টির পরে আবির্ভূত হইয়াছেন। তবে কে জানে, কেমন করিয়া ও কোন্ বস্তু হইতে এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে ? হয় ত তিনিই জানেন, যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তিনিই যে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারই বা প্রমাণ কি ? আর তিনিই যে জানেন, তাহারই বা প্রমাণ কি ? *

এই ঋষি সৃষ্টি বিষয়ে কেবলমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কোনও নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বিশ্বের আদিভূত অনাদিপুরুষ এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন কি না এবং এই সৃষ্টির গূঢ়তত্ত্ব অবগত আছেন কি না, সে বিষয়ে ঋষির ঘোর সন্দেহ। কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে যে এই বিশ্ব ছিল না, সে বিষয়ে তাঁহার কোনও সন্দেহ নাই। ভাবের বা সত্তার পূর্ব্বে তিনি অভাব বা অসত্তার কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র সদ্‌বস্তু অনাদিপুরুষের সত্তা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এবং ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই বিশ্ব-সৃষ্টি সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু এই সঙ্গে যাবতীয় দেবগণের অসত্তা স্বীকার করিয়া তিনি যে অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার এই সাহসিকতা হইতেই অনুমান করা যায় যে, বৈদিক যুগে সাম্প্রদায়িকতা ছিল এবং তাঁহার নিজেরও একটী দল ছিল। দল-বল না থাকিলে কি তিনি সাহস করিয়া বৈদিক দেবগণের অসত্তা-বিষয়ক চিন্তা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেন, না তাঁহার সেই কথা আজ পর্য্যন্ত ঋগ্বেদের মন্ত্রমধ্যে গ্রথিত থাকিত ?

এই ঋষির সম্প্রদায়ভুক্ত অপর একজন ঋষি ইঁহারই সৃষ্টি-বিবরণের ব্যাখ্যা

* ঋ, ১০।১২৯ এবং S. N. Das Gupta's History of Indian Philosophy, Vol. I, p. 24, ও Max Muller's 'Six Systems' p. 49.

করিয়াছেন।* ইনি বলেন, সর্ব্বপ্রথমে সদ্‌বস্তুও ছিল না, অসদ্‌বস্তুও ছিল না। এই বিশ্ব না-সৎ না-অসৎ, এই ভাবে প্রতীয়মান হইত। মনে হইত, যেন বিশ্ব আছে, আবার মনে হইত, যেন বিশ্ব নাই। তখন কেবলমাত্র সেই 'মন' ছিল। নাসদীয় সূক্তের ঋষি এই জন্যই বলিয়াছেন যে, সৎও ছিল না, অ-সৎও ছিল না। কারণ, মন তখন প্রকাশিত হয় নাই। সৃষ্টির পর এই মন প্রকাশের ইচ্ছা লাভ করে, ইচ্ছার পর তপস্যাচরণ করে, এবং সেই তপস্যার ফলে ক্রমে ক্রমে এই মন প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে উপনিষদীয় ঋষিগণের তত্ত্বজিজ্ঞাসা উদ্রিক্ত হইয়াছে। নানা স্থানে ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষির মধ্যে তর্কযুদ্ধ হইয়াছে। বহু ক্ষত্রিয় রাজা, ব্রহ্মদর্শী ঋষিকে তর্কে পরাভূত করিয়াছেন। এবং সর্ব্বশেষে বহু দর্শন ও ধর্ম্মবিপ্লব ভারতভূমিতে নূতন নূতন চিন্তা-ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছে। কিন্তু নাসদীয় সূক্তের ঋষিকেই এ বিষয়ে যুগ-প্রবর্ত্তক বলিতে হইবে। উপনিষদীয় ঋষিগণের অনেকেই 'নেতি নেতি' ভাষায় নাসদীয় সূক্তের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন,—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্-
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥
ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥
ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং কারণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥
ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

---

* শতপথ-ব্রাহ্মণ ১০।৫।৩।১

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং

তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥—শ্বেতাশ্বতর উপ॰।

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।

অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্ ॥—শ্বেতাশ্বতর ॥

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ

যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ।

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ

তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্ ॥

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা

তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্

আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।

তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকঃ

ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥—শ্বেতাশ্বতর।

অপামপোঽগ্নিরগ্নৌ বা ব্যোম্নি ব্যোম ন লক্ষয়েৎ।

এবমন্তর্গতং যস্য মনঃ স পরিমুচ্যতে ॥ —মৈত্রায়ণী ॥

নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ। ন জরা। ন মৃত্যুঃ। ন শোকঃ।

ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতম্ ॥—ছান্দোগ্য।

অদৃষ্টো দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা,

অমতো মন্তা, অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা,

নান্যোঽস্তি দ্রষ্টা, নান্যোঽস্তি শ্রোতা,

নান্যোঽস্তি মন্তা, নান্যোঽস্তি বিজ্ঞাতা,

এষ তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ। অতোঽন্যদার্তম্ ॥—বৃহদারণ্যক।

আধুনিক ধর্ম্মমঙ্গলসমূহের সৃষ্টি-বিবরণেও আমরা নাসদীয় সূক্তের মূল সূত্র-গুলিই দেখিতে পাই। এখানেও সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না বলিয়া উক্ত

হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে অনাদিপুরুষ 'প্রভু'র সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। দেবতাগণ উত্তরকালে সৃষ্ট বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে এবং প্রভুর ইচ্ছাক্রমেই তিনি 'নিরঞ্জন' নামক পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং নাসদীয় সূক্তের ঋষির সম্প্রদায়ের সহিত আধুনিক রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণের মতের মিল দেখিয়া যদি কিছু অনুমান করা যায়, তবে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ইঁহারা ঐ প্রাচীন ঋষিরই সম্প্রদায়-ভুক্ত। কিন্তু বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী যুগে এবং আধুনিক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে এইরূপ কোনও সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় কি ?

উলূক মুনি ও তাঁহার সম্প্রদায়

'নিরঞ্জন'-মূর্ত্তিতে আত্মদেহ প্রকাশিত করিবার পরই ধর্ম্মঠাকুর উলূক পক্ষী বা উলূক ঋষিকে সৃষ্টি করেন। এই উলূক 'মুনি' (বা 'মুনিবর') স্থিরবুদ্ধি ও স্মৃতিধর। এই মুনির পরামর্শ ব্যতীত ঠাকুর স্বয়ং কোনও কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারেন না। তিনি স্বয়ং আত্মভোলা এবং এই উলূক মুনিই তাঁহার 'বুদ্ধি'স্বরূপ। সৃষ্টিকার্য্যে উলূক মুনিই সকল কার্য্যের নিয়ন্তা এবং নিরঞ্জন ঠাকুর তাঁহার নিকট যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার ন্যায়। অনিলপুরাণ, অনাদিপুরাণ, শূন্যপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এবং অন্যান্য ধর্ম্মপুরাণেও এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যায় না। সর্ব্বত্রই উলূক মুনির একটা ভয়ঙ্কর প্রভাব দেখা যায়। এই উলূক মুনি কি কোনও সম্প্রদায়বিশেষের নেতা ? ইঁহার কি কোনও প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় ?

পুরাণাদিতে স্বয়ং ইন্দ্র উলূক নামে পরিচিত ; সুতরাং সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে উলূক সম্মানার্হ এবং দেবরাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্য এক উলূক বিশ্বামিত্র ঋষির পুত্র ; আর একজন শকুনির পুত্র। সুতরাং অতি প্রাচীন কালেই মানুষের নামকরণে উলূক শব্দের ব্যবহার সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। হয় ত উলূক নামক কোনও ব্যক্তি বা বহু ব্যক্তি সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে ঋষিত্ব ও দেবত্বে উন্নীত হইয়াছিলেন।

ঋগ্বেদে উলূক যমরাজের দূত। যমরাজও ধর্ম্মরাজ বলিয়া আমাদের নিকট সুপরিচিত। রামদাস হনুমানের ন্যায় যমদাস উলূকও বোধ হয়, সম্প্রদায়-

বিশেষের নিকট পূজিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সেই সম্প্রদায়ের নেতার নামও উলূক হইতে পারে। মহাভারতে আমরা এক রাজাকে দেখিতে পাই, যাঁহার নাম উলূক। ইনি দ্রুপদরাজের লক্ষ্যবেধ-সভায় দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণার্থী রাজগণের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন।* উদ্যোগপর্ব্বে এক উলূক কৌরবদিগের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন দেখা যায়।† রাজা দুর্য্যোধন হিরণ্বতী নদীতীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া কিতবনন্দন উলূককে যুধিষ্ঠিরের নিকট দূতরূপে প্রেরণ করেন। বাঙ্গালা রামায়ণে যেমন 'অঙ্গদের রায়বার,' মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বেও সেইরূপ উলুকের দৌত্য। যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃবধপ্রয়াসে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া উলূক, বিড়াল তপস্বীর উপাখ্যান বিবৃত করিয়াছিলেন।‡ বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—'হে বাসুদেব! আপনি যুদ্ধযবনিকার অন্তরালে ইন্দ্রজাল, মায়া বা কুহক সৃষ্টি করিয়া পুং-চিহ্নধারী নপুংসকরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন কেন? সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হইয়া পৌরুষ প্রদর্শন করুন।' অন্যান্য পাণ্ডবগণের উপরও তিনি নানাবিধ বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দূত অবধ্য বলিয়া তিনি পাণ্ডবগণের নিকট সম্মানিত হইয়াছিলেন। ইঁহারই মুখে পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনের নিকট কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিশ্বামিত্রের এক পুত্র উলূক। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তবে কি ইঁহার পুত্রই উলূক নামে রাজা? তাহা হইলে উলূক হয় ত রাজা এবং ঋষি উভয়ই ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মিথিলারাজ জনকও রাজর্ষি ছিলেন। সুতরাং

* আদি, স্বয়ম্বর সভা।

† উদ্যোগপর্ব্ব, ১৬০—১৬৪।

‡ লোকের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য ভাগীরথীতীরবাসী এক বিড়াল ঊর্দ্ধবাহু ও সর্ব্বকর্ম্ম-বিবর্জ্জিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। কালক্রমে পক্ষিগণ ও মূষিকগণ তাহার তপস্যাচরণ দেখিয়া মুগ্ধ হয় এবং সেই বিড়ালের উপরে তাহাদের সন্তান-রক্ষণের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে স্ব স্ব কর্ম্মে নির্গত হয়। তখন বিড়ালতপস্বী পক্ষিশাবক ও মূষিকশাবক ধরিয়া স্বোদরপূরণের ব্যবস্থা করিয়া লয়। যুধিষ্ঠিরও ধর্ম্মরাজ নামে আত্মপরিচয় দিয়া সকলের নিকট ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইবার পর কুরুক্ষেত্র-সমরে কৌরবগণের বধসাধনে উদ্যত হওয়ায় তাঁহার উপর এই বিদ্রূপ বর্ষণ।

সে কালে পূর্ব্বাঞ্চলে জন্মতঃ ক্ষত্রিয়গণের ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন করা সামাজিক রীতির বিরুদ্ধ ছিল না বলিয়াই মনে হয়।

ধর্ম্মপুরাণের আখ্যানভাগে এক গালব ঋষিকে নানা ভাবে সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাই। এই গালব ঋষিও বিশ্বামিত্রের শিষ্য এবং প্রাচ্যদেশবাসী। * সুতরাং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলেই যে উলুক ঋষি বা উলুক রাজর্ষির কর্ম্মভূমি ছিল, তাহাই অনুমিত হয়। এই ঔলুক্য সম্প্রদায়ের আর কি কোনও নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া যায়?

বৈশেষিক দর্শনের অন্য নাম ঔলুক্য দর্শন। এই দর্শনে ধর্ম্মব্যাখ্যা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। জৈমিনীয় মীমাংসা দর্শনেও ধর্ম্মব্যাখ্যা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। আর কোনও দর্শন ধর্ম্মব্যাখ্যায় ব্যাপৃত হয় নাই—ব্রহ্মজিজ্ঞাসাদি অন্য দর্শনে প্রতিজ্ঞাত দেখা যায়। তবে বৈশেষিকের ধর্ম্মই যে আমাদের ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মঠাকুর, তাহা নহে। বৈশেষিকের 'ধর্ম্ম' দর্শন-বিশ্লেষিত ভাব-মাত্র, কিন্তু ধর্ম্মপুরাণের ধর্ম্মে ব্যক্তিত্ব ও ঈশ্বরত্ব আরোপিত হইয়াছে। তবে ভাবনিষ্কর্ষার্থক শব্দের ব্যক্তি-বাচিত্বে পরিণতি বিচিত্র ব্যাপার নহে। প্রাচীন ভারতের সাহিত্যে ইহার উদাহরণ অপ্রচুর নহে।

বৈশেষিক ও মীমাংসা দর্শন অতি প্রাচীন দর্শন—বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই এই দুই দর্শনের মূলসূত্রগুলি রচিত হইয়াছিল। কালক্রমে সেই সকল সূত্রের বহুধা পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন সাধিত হইয়াছে। চরকের সূত্রস্থানে (১।৩৫—৩৮) একটী বৈশেষিক সূত্র উদ্ধৃত দেখা যায়। আধুনিক বৈশেষিক দর্শনে সেটাকে দেখা যায় না। ইহা হইতে বুঝা যায়, চরকের সময়ে (৭৮ খ্রীঃ) এই বৈশেষিক সূত্রগুলির সংস্কার হইতেছিল। বৈশেষিক ও পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে প্রাচীনতর কোনও মতের প্রতিদ্বন্দ্বিতার উল্লেখ না থাকায়, এবং এই দুই দর্শনে কোনও জটিল দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা না থাকায় ও অন্যান্য কারণে এই দুইটী দর্শন অতি প্রাচীন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। † সে কালে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের ন্যায় বেদ-বিরোধী কোনও সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব

* উদ্যোগপর্ব্ব, ১০৬—১১৯।

† S. N. Das Gupta's History of Indian Philosophy Vol. I, pp. 280-285.

হইয়া থাকিলে এই দুই দর্শনে তাহার উল্লেখ ও খণ্ডন দেখা যাইত। কারণ, এই দুইটীই বেদানুযায়ী দর্শন।

এই সকল কারণে আমার মনে হয় যে, অতি প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষে উলূক-প্রবর্ত্তিত একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। তাহাদের ধর্ম্মমতের বৈশিষ্ট্য কি ছিল, তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। তবে সম্ভবতঃ তাহারা বৈশেষিক সম্প্রদায়ের ন্যায় নিরীশ্বরবাদী ছিল এবং ভাবনিষ্কর্ষার্থক 'ধর্ম্ম'কেই অবলম্বন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। কালক্রমে সেই ভাবনিষ্কর্ষার্থক ধর্ম্মই ব্যক্তিত্ববান্ নিরঞ্জনরূপী অবতারে পরিণত হইয়াছে। এটা আমার অনুমান-মাত্র হইলেও অন্য প্রবল প্রমাণের অভাবে ইহাই গ্রহণযোগ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যদি এই অনুমান অভ্রান্ত হয়, তবে রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মসম্প্রদায় ঔলূক্য সম্প্রদায়েরই আধুনিক সংস্করণ হইতে পারে।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে ধর্ম্ম-দেবতা

বৈদিক যুগেই 'ধর্ম্ম' শব্দ ব্যক্তিবাচকতা (personification) লাভ করিয়াছে, এবং ক্রমে ক্রমে দেববাচকতায় উন্নীত হইয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণের (১৩শ কাণ্ডে, ৪র্থ অধ্যায়ে, ৩য় ব্রাহ্মণে) পারিপ্লব-কাহিনীর বিবরণ-প্রসঙ্গে সকল দিগ্‌দেশস্থিত রাজা, প্রজা, দেবতা ও জীবের উল্লেখ আছে। রাজা যমবৈবস্বতের প্রজা পিতৃগণ; রাজা বরুণ আদিত্যের প্রজা গন্ধর্ব্বগণ; রাজা সোম বৈষ্ণবের প্রজা অপ্সরোগণ; রাজা অর্ব্বুদ কাদ্রবেয়ের প্রজা সর্পগণ; রাজা কুবের বৈশ্রবণের প্রজা রক্ষোগণ; রাজা অসিত ধ্বানের প্রজা অসুরগণ; রাজা মৎস্য সাম্মদের প্রজা জলচর ও ধীবরগণ; রাজা তার্ক্ষ্য বৈপশ্যতের প্রজা পক্ষিগণ; রাজা ধর্ম্ম ইন্দ্র, প্রজা দেবগণ।* সুতরাং শতপথ-ব্রাহ্মণের যুগেই ধর্ম্ম শব্দ ব্যক্তিত্ববাচক এবং দেবতাবাচক হইয়াছে। ধর্ম্মদেবতার আসন দেবগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থানে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত। কৃষিপ্রধান আর্য্যগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

---

* অথ দশমেঽহন্। এবমেবৈতাস্বিষ্টিষু সংস্থিতাস্বেবৈবাবৃদধ্বর্যবিতি হবৈ হোতরিত্যেবা-ধ্বর্য্যুর্ধর্ম ইন্দ্রো রাজেত্যাহ তস্য দেবা বিশস্ত ইমে আসত ইতি শ্রোত্রিয়া অপ্রতিগ্রাহকা উপসমেতা ভবন্তি তানুপদিশতি সামানি বেদঃ সোঽয়মিতি সাম্নাং দশতং ব্রূয়াদেবমেবাধ্বর্য্যুঃ সম্প্রেষ্যতি ন প্রক্রমান্ জুহোতীতি ॥—শত°১৩।৪।৩।১৪ ॥

দেবতা ইন্দ্র। সেই ইন্দ্রদেবতা ধর্ম্মদেবতায় বিলীন হইলেন। আবার ইনিই জলদেবতারূপে পরিকল্পিত হইয়াছেন। শতপথ-ব্রাহ্মণে জল বা বৃষ্টিজলকেই ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। ধর্ম্মই জল; কেন না, যখন ইহলোকে জলের আগমন হয়, তখন সকল বিষয়ই ধর্ম্মের অনুগত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন বৃষ্টির অভাব হয়, তখন প্রবল দুর্ব্বলকে আক্রমণ করে। সুতরাং জলই ধর্ম্ম।*

অপর এক ধর্ম্ম ব্রহ্মার দক্ষিণ বক্ষ হইতে উদ্ভূত। ইঁহার তিন পুত্র—(১) শম, (২) কাম, (৩) হর্ষ। পৌরাণিক যুগে ধর্ম্ম বহু স্থানে বহু অর্থে ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যমরাজা ধর্ম্ম অর্থে অদ্যাবধি পূজিত। ইঁহারই পুত্র ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। স্থানান্তরে বিষ্ণু ও ধর্ম্ম অভিন্ন দেবতা। অন্যত্র ধর্ম্ম প্রজাপতি এবং দক্ষ-জামাতা। অপর এক ধর্ম্ম 'ঘৃত' নামক পুত্রের পিতা এবং 'অণু' নামক পিতার সন্তান। আর এক ধর্ম্ম হৈহয়-বংশীয় নেত্রের পিতা। বিদুরও ধর্ম্মপুত্র। ইহা ছাড়াও বহু স্থানে ধর্ম্মনামক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। সুতরাং ধর্ম্মদেবতা নিতান্ত আধুনিক দেবতা নহেন, যদিও কালভেদে ও সম্প্রদায়ভেদে তিনি নানারূপী।

মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে আর এক অজ্ঞাত ধর্ম্মদেবতাকে দেখিতে পাই। এই ধর্ম্মদেবতার সহিত গালব ঋষির সম্পর্ক আছে।

"কোনও সময়ে ভগবান্ ধর্ম্ম তপস্বী বিশ্বামিত্রকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মহর্ষি বশিষ্ঠের বেশ পরিগ্রহ করত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, তাঁহার আশ্রমে উপনীত হইলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে দর্শন করিয়া, প্রযত্ন সহকারে পরমান্ন পাক করিতে লাগিলেন; কিন্তু বশিষ্ঠের সম্বর্দ্ধনাদি করিতে পারিলেন না। এই অবকাশে বশিষ্ঠরূপী ধর্ম্ম অন্যান্য মুনিগণপ্রদত্ত অন্ন ভোজন করিলে, বিশ্বামিত্র উষ্ণ চরু লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, 'মহর্ষে! আমি ভোজন করিয়াছি, এক্ষণে আপনি ঐ স্থানে দণ্ডায়মান থাকুন।' মহাদ্যুতি ধর্ম্ম এই বলিয়া প্রস্থান করিলে, মহাত্মা বিশ্বামিত্র সেই উষ্ণ পরমান্ন মস্তকে রাখিয়া

---

* অথোদীচীং দিশমপশ্যন্। তামপোঽকুর্ব্বতোপেনামিতঃ কুর্বীমহীতি তং ধর্ম্মমকুর্ব্বত ধর্ম্মো বা আপস্তস্মাদ্যদেমং লোকমাপ আগচ্ছন্তি সর্ব্বমেবেদং যথাধর্ম্মং ভবত্যথ যদা বৃষ্টির্ন ভবতি বলীয়ানেব তর্হ্যবলীয়স আদত্তে ধর্ম্মো হ্যাপঃ।—শতপথ, ১১।১।৬।২৪॥

বাহুদ্বয়ে ধারণপূর্ব্বক বায়ু ভক্ষণ করত স্থাণুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন তাঁহার প্রিয়শিষ্য গালব গৌরব, বহুমান ও প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর এইরূপে শত বর্ষ পূর্ণ হইলে, ধর্ম্ম পুনরায় বশিষ্ঠবেশ পরিগ্রহ করিয়া, আহারের নিমিত্ত বিশ্বামিত্র-সমীপে উপনীত হইলেন এবং ধীমান্ মহর্ষি বিশ্বামিত্র বায়ু ভক্ষণপূর্ব্বক মস্তকে সেই চরু ধারণ করত সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছেন দেখিয়া, সেই উষ্ণ পায়স প্রতিগ্রহ করত ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর 'হে বিপ্রর্ষে! আমি পরম প্রীত হইয়াছি' এই বলিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্র ধর্ম্মের বাক্যানুসারে তদবধি ক্ষত্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলেন।"—উদ্যোগপর্ব্ব, ১০৬। প্রতাপ রায়ের অনুবাদ।

এই ধর্ম্মের সহিত গালব, বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের সম্পর্ক আছে। তবে কি ইনিই আধুনিক যুগে রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণের গৃহে পূজিত হইতেছেন?

হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, কৌষীতকী ব্রাহ্মণ এবং বৈদিক সাহিত্যের অন্যান্য বহু স্থলেই হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানটী দেখিতে পাওয়া যায়। ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা হরিশ্চন্দ্র শত পত্নী সত্ত্বেও অপুত্রক ছিলেন। তিনি বরুণের নিকট মানসিক করিলেন,—"ঠাকুর, আমাকে পুত্র দাও; আমি সেই পুত্র তোমাকেই দিব।" বরুণের বরে রাজা রোহিত নামে পুত্র লাভ করিলেন, কিন্তু পুত্রকে বলি দিতে পারিলেন না, নানা অছিলায় বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এদিকে রোহিত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বনে পলায়ন করিল। দেবতার ক্রোধে রাজার উদরী রোগ জন্মিল। রোহিত বনমধ্যে অজীগর্ত্ত নামে এক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইল; ঐ ব্রাহ্মণের তিন পুত্র ছিল। রোহিত মনে করিল, আমার বদলে এই ব্রাহ্মণের একটী পুত্রকে বলি দিলে বরুণের ক্রোধশান্তি হইবে। সুতরাং প্রচুর অর্থ দিয়া ঐ ব্রাহ্মণের মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে রোহিত ক্রয় করিয়া লইল। শুনঃশেফকে পশুরূপে পাইয়া রাজা যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। কিন্তু নরপশু বধ করিবার জন্য ঘাতক পাওয়া গেল না। শুনঃশেফের পিতা অজীগর্ত্ত যজ্ঞস্থলে উপস্থিত ছিল, সে অর্থলোভে পুত্রকে বেচিয়াছিল, আরও কিছু অর্থ পাইয়া খড়্গহস্তে পুত্রবধে সম্মত হইল; তখন

শুনঃশেফ দেবতাদিগকে ডাকিতে লাগিল, তাহার মুখ দিয়া নানা দেবতার উদ্দেশে ঋক্‌মন্ত্র বাহির হইতে লাগিল। স্তবে তুষ্ট হইয়া দেবতারা শুনঃশেফের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। এই শুনঃশেফ আর পিতৃগৃহে গেলেন না। ঋত্বিক্ বিশ্বামিত্রের গৃহে তাঁহার স্থান হইল। বহু বেদমন্ত্র রচনা করিয়া ইনি ঋষি দেবরাত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

এই গল্পটী পুরাণে ও মহাভারতে রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত আছে। ধর্ম্ম-পুরাণের গল্পটী ইহারই এক অভিনব সংস্করণ। দাতাকর্ণের উপাখ্যানটীও বোধ হয়, মূলতঃ এই উপাখ্যান হইতেই উদ্ভূত, সুতরাং এই বৈদিক ও পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে কল্পনা করিয়া ঢাকা জেলায় টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। ঢাকা জেলা বা পূর্ব্ববঙ্গের কোনও স্থানে একটিও ধর্ম্মশিলা প্রতিষ্ঠিত নাই। পূর্ব্ববঙ্গের কোনও কবিও ধর্ম্মমঙ্গলের গান রচনা করেন নাই। অথচ এক রাঢ়দেশে অসংখ্য ধর্ম্মশিলা অদ্যাপি অর্চ্চিত হইতেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে রাঢ়দেশের কবিরা পূর্ব্বদেশের একজন সামন্ত রাজাকে অমর করিয়া, তাঁহাকে ধর্ম্মগ্রন্থের ইতিহাসে গাঁথিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ দেখি না।*

বৈদিক দ্বাদশাহ যজ্ঞ ও বারোমতী গৃহভরণ যজ্ঞ

প্রজাপতির ইচ্ছা হইল, 'আমি একা আছি, বহু হইব'। তিনি তপস্যা করিলেন এবং সেই তপস্যার ফলে নিজের প্রাণের মধ্যে দ্বাদশাহ যজ্ঞ দেখিতে পাইলেন। সেই দ্বাদশাহ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তিনি বহু হইলেন ও প্রজাপতি হইলেন। তাঁহারই অনুকরণে ইন্দ্র দ্বাদশাহ যজ্ঞ করিয়া দেবগণের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। অন্যান্য দেবগণও তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া দ্বাদশাহ যজ্ঞে যোগদান করিয়া-ছিলেন।

ধর্ম্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে, সত্যযুগে ইন্দ্র বারোমতী গৃহভরণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সুতরাং বৈদিক দ্বাদশাহ যজ্ঞ ও বারোমতী গৃহভরণ যজ্ঞের মধ্যে একটা পৌর্ব্বাপর্য্য সম্পর্ক দেখা যায়। বৈশাখ মাসে শুক্লা তৃতীয়া তিথি অক্ষয়া

* Calcutta Review পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন মহাশয়ের "রামাই পণ্ডিত" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (August, 1924, pp. 355–361.)

তৃতীয়া নামে প্রসিদ্ধ এবং বৈষ্ণবদিগের নিকট মহাপুণ্যদিন ; এই দিনেই আবার সত্যযুগের উৎপত্তি হইয়াছিল, এই জন্য ইহা যুগাদ্যা তিথি বলিয়াও সুবিদিত। এই তিথির সহিত বৌদ্ধদিগের কোনও উৎসবের কোনও যোগ দেখা যায় না। বরং বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণ দিবস। কিন্তু ঐ দিবস বিষ্ণু-দেবতারও চন্দনযাত্রা, পুষ্পদোল উৎসবের দিন।

কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদ দ্বাদশ নিদান হইতে বারোমতীর দ্বাদশ সংখ্যা গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু প্রতীত্যসমুৎপাদবাদী নাগার্জ্জুনাদি বৌদ্ধ-গণ পরমাত্মা মানেন না। তাঁহারা বেদবিরোধী। মাধ্যমিক শূন্যবাদে কোনও কিছুরই সত্তা স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং ঈশ্বরবিশ্বাসী ধর্ম্মপণ্ডিতগণের প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠানের মূলনির্ণয় করিতে গিয়া বৌদ্ধসম্পর্ক টানিয়া আনা কষ্টকল্পনামাত্র।

দ্বাদশ দিবসব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপুরাণের যে গান হইত, তাহাও ঐ বারো দিন ব্যাপিয়া হইত। প্রত্যেক দিবসের গান আবার দিবাপালা ও রাত্রিপালা ভেদে দুই পালায় বিভক্ত হইত। ময়ূর ভট্টের গান বারোটী মতীও চব্বিশটী পালায় বিভক্ত। বিশেষ বিবরণ 'গাজনের বিবরণে' দ্রষ্টব্য।

সম্পাদকের কৈফিয়ৎ

আমার পুথিখানিতে বর্ণবিন্যাসের কোনও শৃঙ্খলা নাই, হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরে কোনও প্রভেদ রক্ষিত হয় নাই, তিনটী স-কারের ও দুইটী জ-কারের ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার হইয়াছে। হয় ত লিপিকরের ইচ্ছানুরূপও লেখা হয় নাই, লেখনী চালনের সুবিধা অনুসারেই হয় ত শব্দের বর্ণবিন্যাস নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। একই শব্দের বানান একই পঙ্‌ক্তিতে বিভিন্নরূপ পাওয়া গিয়াছে। এই জন্য আমি সংস্কৃত শব্দগুলি ও অতিপরিচিত তদ্ভব শব্দগুলির বানান সংশোধন করিয়া দিয়াছি। ইহা ছাড়া অন্য কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। যেখানে যেখানে সংশোধন অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছি, সেখানে মূল পুথির পাঠ পাদটীকায় দেখাইয়া দিয়াছি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ৪৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'সফল হইল কাম দেব শতক্রতু' এই মূল পাঠ স্থলে মুদ্রিত পাঠ ধরিয়াছি, 'হইল সফল-কাম দেব শতক্রতু'। বলা বাহুল্য, এই পরিবর্ত্তন পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। নূতন সংযোজিত অংশ [ ] এইরূপ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

মূল পুথির পৃষ্ঠাঙ্কও ঐরূপ বন্ধনীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যেমন [৪৮ খ]। সন্দেহাত্মক স্থলে জিজ্ঞাসার চিহ্নও ঐরূপ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। 'উপন্নিত' (=উপনীত), 'ভারথি' (=ভারতী) প্রভৃতি যে সকল তৎসম শব্দের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য অন্যান্য পুথিতেও দেখা যায়, সেগুলিও পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ-সম্পাদন বিষয়ে শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের নিকট আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য পাইয়াছি। ময়নাপুর যাত্রাসিদ্ধি-মন্দিরের পুরোহিত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ পণ্ডিত মহাশয় পুথিখানি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, গাজনের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন ও অন্যান্য অনেক প্রকার সংগ্রহ-কার্য্য দ্বারা আমার গ্রন্থ-সম্পাদনের সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীমান্ ভক্তিপ্রদ চট্টোপাধ্যায় বি এল্ ও শ্রীমান্ মাখনলাল মুখোপাধ্যায় বি এ, এই পুথির কাপি প্রস্তুত করিয়া দিয়া আমার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। মুদ্রণ বিষয়ে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয়ের সাহায্য না পাইলে গ্রন্থপ্রকাশে বিলম্ব ঘটিত। রামাই পণ্ডিতের কালনির্ণয় বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট উপদেশ পাইয়াছি। ইঁহাদের সকলের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

সম্প্রতি বর্দ্ধমানের উকীল শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত এম, এল, এ, মহাশয় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বসু মহাশয়ের মারফৎ জানাইয়াছেন যে, ধর্ম্মমঙ্গলকার রূপরাম রায় মিশ্রের নিজ বাড়ী শ্রীরামপুরে। তাঁহার বর্ত্তমান বংশধরগণের নাম পঞ্চু মিশ্র, যোগেশ মিশ্র ও নবকুমার মিশ্র। পঞ্চু মিশ্র শ্রীরামপুরেই বাস করেন। যে মণি-রাম রায় রূপরামকে 'পরিবার ধুতি' দিয়াছিলেন, তিনি ঐ গ্রামের তদানীন্তন তালুকদার ছিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান বংশধর শ্রীযুক্ত সন্তোষ রায় কাটীহারে থাকেন। শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী নসীপুর গ্রামে অদ্যাপি বাঁকুড়ারায় ধর্ম্মশিলা পূজিত হইতেছেন। ভোলানাথ ও জলধর পণ্ডিত তাঁহার সেবক। পাষণ্ডায় রঘুরাম ভট্টাচার্য্যের বংশধর অদ্যাপি বর্ত্তমান। সানিঘাটার ঠাকুরদাস পালের বংশধরও অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। শাঁখারীপুকুর ও গোপালদীঘি অদ্যাপি বিদ্যমান। গোপালদীঘির নিকটবর্ত্তী শ্বেতগঙ্গা নামক শুষ্কপ্রায় দীঘি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের Archæological historyতে উল্লেখ প্রাপ্ত হইয়াছে।

পলাসন গ্রাম এখনও পলাসন নামেই পরিচিত, পড়াসন নহে। তারিখ নির্ণয় বিষয়ে আমার অনুমান (১৬৭৫-৮০) তিনি সঙ্গত বলিয়া মনে করেন। এই সকল সংবাদের জন্য ইঁহাদের উভয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম।

ভূমিকা ছাপা হইবার পর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আলাপ হওয়াতে জানিলাম যে, বীরভূমনিবাসী শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় প্রায় তিরিশ বৎসর পূর্ব্বে ময়ূর ভট্টের একখানি পুথি সিউড়ীর নিকটবর্ত্তী হুড়াই গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়া, মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুথিসংগ্রাহক পরলোকগত রাখালদাস কাব্যতীর্থ মহাশয়কে দিয়াছিলেন। 'বীরভূমি' নামক মাসিক পত্রিকার ১৩০৭ সালের আষাঢ় সংখ্যায় এই পুথির বিবরণ সহ গ্রন্থের কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইয়াছিল। এই সংবাদের জন্য আমি হরেকৃষ্ণ বাবুকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ময়ূর ভট্ট-বিরচিত

শ্রীধর্ম্মপুরাণ

সূচনা ॥

নমো নিরঞ্জন ধর্ম্ম সর্ব্বসাক্ষী সনাতন।
জ্যোতির্ম্ময়ো জগদ্বীজ প্রসীদ পরমেশ্বর ॥

পয়ার ॥

নমো ধর্ম্ম অবতার নিত্য নিরঞ্জন।
নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প সত্য সনাতন ॥
অনন্ত তোমার লীলা অন্ত পাওয়া ভার।
ভ্রান্ত আমি কি বুঝিব মহিমা তোমার ॥
তপ জপ যাগ যজ্ঞ দয়া পুণ্য দান।
বারেক তোমার নামে হয় সমাধান ॥
কলুষ নাশিতে প্রভু তব অবতার।
কখন সাকার তুমি কভু নিরাকার ॥
কখন শুভ্র মূরতি উল্লুকবাহন।
মনোহর চতুর্ভুজ প্রশান্ত বদন ॥
কভু কূর্ম্মাকৃতি শিলাপদ্মোপরি স্থিত।
শঙ্খ চক্র নাগ আদি শ্রীপ[া]দ শোভিত ॥
ভবার্ণবে ভ্রান্ত জীবে দিতে পদতরী।
কত রূপে দয়াময় তব অবতরি ॥
চতুর্ব্বেদ সৃষ্টিকর্ত্তা বিশ্বস্রষ্টা বিধি।
বর্ণিতে না পারে তব অন্ত মধ্য আদি ॥

জ্ঞানহীন দীন আমি কি জানি বর্ণন।
স্বগুণে করহ প্রভু বাঞ্ছা সম্পূরণ॥
ভক্তিভাবে জীব যদি ধর্ম্মে দেয় মতি।
মুক্তিপদ লভে সেই থাকে না দুর্গতি॥
ধর্ম্ম হতে বন্ধু ভবে কেবা [২ক] আছে আর।
অন্তিম কালের সাথী হন করতার॥
শ্রীধর্ম্ম মাহাত্ম্য যেবা একমনে শুনে।
অশান্তি রহে না তার লভে মোক্ষধনে॥
মহাপাপী ভুলে যদি ধর্ম্ম নাম করে।
স্বমনে শমনদূত ছেড়ে দেয় তারে॥
প্রতি গুরুবারে ধর্ম্মমাহাত্ম্য শ্রবণে।
ধর্ম্মে হয় দৃঢ়ভক্তি বাড়ে পুত্রে ধনে॥
অতিগুহ্য ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতে।
ভাষায় রচিনু পুথি ধর্ম্মের প্রীতিতে॥
শ্রীধর্ম্মপুরাণ শুনি ধর্ম্মসেন রায়।
ব্রহ্মবধে মুক্ত হয়ে স্বর্গে চলে যায়॥
ময়না নামেতে দেশ দক্ষিণেতে স্থিতি।
ক্ষত্রিয়বংশীয় তথা ছিল নরপতি॥
কনকসেনের পুত্র নাম কর্ণসেন।
গৌড়ের অধীনে প্রজা পালন করেন॥
ধর্ম্মের কৃপায় তার হইল তনয়।
লাউসেন নাম ধরে সর্ব্বগুণময়॥
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য তিনি প্রকাশ করিল॥
চিত্রসেন নামেতে তাহার পুত্র হৈল॥
চিত্রসেনের পুত্র নাম ধর্ম্মসেন।
রামের সমান প্রজা পালন করেন॥

মহা বলবান রাজা সর্ব্বগুণযুত।
ধর্ম্মভক্ত জিতেন্দ্রিয় শাস্ত্রেতে পণ্ডিত ॥
এক দিন মৃগয়াতে সাজিল রাজন।
নৃপসঙ্গে [২খ] আনন্দে চলিল সেনাগণ ॥
ধনুর্ব্বাণ করে লয়ে চলিল ত্বরিত।
কানন মাঝারে গিয়া হৈল উপনীত ॥
দেখিল অনেক পশু কানন-ভিতর।
একে একে সংহার করিল নরবর ॥
তার[পর] দেখে এক মৃগ অপরূপ।
তাহারে বধিতে ধায় ধর্ম্মসেন ভূপ ॥
ধনুক ধরিয়া রাজা করিল সন্ধান।
প্রাণভয়ে সেই মৃগ করিল পয়ান ॥
মৃগের পশ্চাতে সেন সেনা সঙ্গে ধায়।
এইরূপে বহু দূর গেল নররায় ॥
তথাপি হরিণে রাজা না পারে ধরিতে।
শ্রান্ত হোল নরবর চলিতে চলিতে ॥
দ্রুতবেগে ছুটে মৃগ ভয় পেয়ে প্রাণে।
প্রবেশ করিল এক নিবিড় কাননে ॥
চারি দিকে বৃক্ষ লতা গুল্ম নানা জাতি।
আলোক-অনিলশূন্য ভয়ঙ্কর অতি ॥
এইরূপ স্থানে মৃগ অদৃশ্য হইল।
প্রবেশসময়ে রাজা দেখিতে পাইল ॥
সে দুর্গম স্থানে নৃপ প্রবেশিতে নারে।
মনে ভাবে এই মৃগ বধি কি প্রকারে ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডন না হয়।
অনুমানে লক্ষ্য রাজা করিল নির্ণয় ॥

[৩ক] রাজা দশরথ যেন শব্দভেদি হাতে।
পঞ্চ বাণ ছাড়ে নৃপ অদৃশ্য মৃগেতে॥
অনুমানে হরিণের জানিয়া মরণ।
সৈন্যগণে বলিল কাটহ এই বন॥
রাজার আদেশ পেয়ে যত সব সেনা।
লতাগুল্ম কাটে কত নাহি যায় গণা॥
কাটিয়া ছিঁড়িয়া পথ বাহির করিল।
মৃগের উদ্দেশে রাজা গমন করিল॥
অসম্ভব দেখে রাজা প্রবেশ করিয়া।
রাজারে নিরখি মৃগ গেল পলাইয়া॥
দেখে রাজা মুনি এক বসি যোগাসনে।
বক্ষঃস্থল বিদ্ধ তার সেই পঞ্চ বাণে॥
অবিরাম রক্তস্রোতে ভাসে সেই স্থল।
দেখিয়া কাতর নৃপ চক্ষে বহে জল॥
ধরণী লুটায়ে পড়ে মুনির চরণে।
বলে প্রভু রক্ষা কর মহামূর্খ জনে॥
শাশ্বত নামেতে সেই মুনি মতিমান।
ক্ষমাতে পৃথিবী সম দয়ার নিদান॥
মৌনব্রতে ছিল মুনি না বলে বচন।
রাজ অঙ্গে হস্ত দিয়া করে সম্বোধন॥
ইঙ্গিতে কহিল মুনি অভয়বচন।
তব দোষ নাহি মম ভাগ্যের লিখন॥
এত বলি মুনিবর পরাণ ত্যজিল।
আকুল পরাণে রাজা কান্দিতে লাগিল॥
সৎকার করিল নৃপ মুনির শরীর।
[৩খ] স্বর্গবাসে চলিল শাশ্বত মহাধীর॥

কান্দিতে কান্দিতে রাজা চলিল গৃহেতে ।
ব্রহ্মবধ পাপ পশে রাজার দেহেতে ॥
কাতর অন্তরে নৃপ করিল গমন ।
ভণে দ্বিজ ময়ুরক ভাবি নিরঞ্জন ॥

ত্রিপদী ছন্দ ॥

ব্রহ্মবধ মহাপাপে রাজার অন্তর কাঁপে
নাহি দেখি উপায় মোচনে ।
রাজসভা নিমন্ত্রিয়া বসিল বারাম দিয়া
জিজ্ঞাসিল পারিষদগণে ॥
বেদবিধি লয়ে কত বসেছে পণ্ডিত যত
পুরোহিত আর গুরুবর ।
হইয়া উন্মত্তপ্রায় সজল নয়নে রায়
জিজ্ঞাসিল হইয়া কাতর ॥
আপনারা বিচক্ষণ ন্যায় স্মৃতি দরশন
সর্ব্বশাস্ত্র নাহি অগোচর ।
ব্রহ্মবধে নিস্তারিতে কি উপায় বিধানেতে
বল মোরে সর্ব্বগুণধর ॥
বেদে যদি রহে উক্তি তুষানলে পাপে মুক্তি
তাই যুক্তি কহ মোরে সবে ।
আমি মূঢ় দুরাচার জীবনে কি সুখ আর
এ ছার রাজত্বে কিবা হবে ॥
শুনি কহে সভাজন নৃপ স্থির কর মন
মোচন হইবে তব পাপ ।
না কর চঞ্চল চিত্ত বেদে আছে প্রায়শ্চিত্ত
খণ্ডিবে যতেক মনস্তাপ ॥

ধর্ম্মপদে রাখ মতি পাবে রাজা[৫ক] অব্যাহতি
কারকতী করহ শ্রবণ।
ধর্ম্মব্রতে ব্রতী হৈয়া শ্রীধর্ম্ম গাজন দিয়া
দ্বিজগণে করাহ ভোজন॥
শতাশ্বমেধেতে যাহা ধর্ম্মব্রতে ফলে তাহা
সর্ব্বদা কহেন বিজ্ঞ জন।
ধর্ম্ম তপস্যার ফলে সূর্য্যোদয় অস্তাচলে
ব্রহ্মবধ কি ছার তখন॥
শ্রীধর্ম্মমাহাত্ম্যকথা পুরাণেতে আছে গাঁথা
শ্রবণেতে পাপ বিমোচন।
শুনি নৃপ কহে বাণী কারু কাছে নাহি শুনি
নাহি জানি পুরাণ কেমন॥
শুনাইবে এ পুরাণ কে করিবে পরিত্রাণ
সন্ধান করহ সকলেতে।
হইয়া অতি কাতর সভা ভাঙ্গি অতঃপর
চলে রাজা নিজ ভবনেতে॥
আহারাদি তেয়াগিয়া শ্রীধর্ম্মমন্দিরে গিয়া
বসিলেন ধর্ম্ম আরাধনে।
বিষম পাপের ত্রাসে নিরঞ্জনের উদ্দেশে
স্তব করে ভক্তিযুত মনে॥
গিয়া ধর্ম্মমন্দিরেতে শ্রীধর্ম্মশিলা সাক্ষাতে
অতিশয় কাতর অন্তরে।
অশ্রুজলে বক্ষ সিক্ত স্তব পঠে বেদ-উক্ত
ভাষাতে নিষেধ লিখিবারে॥
দিবস গত হইল নিবিড় যামিনী এল
ধর্ম্মসেন নাহি গেল ঘর।

বুঝিয়া ভক্তের মন অন্তর্য্যামী নিরঞ্জন
স্বপন কহিছে অতঃপর ॥
শুন রাজা মতিমান্ পাতকে পাইবে ত্রাণ
প্রাণ দিতে [৪খ] হবে না তোমারে।
হইয়া ভকতিচিত ধর্ম্মনাম বিভূষিত
পুরাণ শুনিবে ব্রত কোরে ॥
ধর্ম্মের মাহাত্ম্যতত্ত্ব শ্রবণে হইবে মুক্ত
ব্রাহ্মণে করিবে বহু দান।
যাবে ব্রহ্মহত্যা পাপ না করিও মনস্তাপ
বার দিন শুনিবে পুরাণ ॥
তুমি হও পৌত্র যার যে সব চরিত্র তার
তাহাই পুরাণ বারমতী।
বৈশাখী তৃতীয়াসিতে হবে পাঠ আরম্ভিতে
পূর্ণিমাতে পূর্ণ কর পুথি ॥
দ্বিজরূপী নিরঞ্জন নেবেরে কহি স্বপন
অদৃশ্য হইল ত্বরাপর।
নয়ন মেলিয়া রায় কারে না দেখিতে পায়
ভাবিলেন তিনি মায়াধর ॥
বিশ্বাস হইল মনে ধর্ম্মব্রত আচরণে
পাতক হইবে মম নাশ।
পণ্ডিতের বিধিমতে বৈশাখী শুক্লতিথিতে
আরম্ভিল ব্রত অধিবাস ॥
শ্রীগুরুচরণ সেবি রচি বারমতী কবি
ধর্ম্মসেন পাইয়া সন্ধান।
পাঠাইয়া অনুচরে নিমন্ত্রিল সমাদরে
গেলাম রাজার সন্নিধান ॥

কহিনু সাংজাত মত শ্রীধর্ম্মমাহাত্ম্য যত
স্মরিয়া শ্রীগুরু নিরঞ্জন।
হয়ে নৃপ শুদ্ধমতি শুনিলেন বারমতী
ময়ূরক ভট্ট বিরচন ॥

[৫ক] পয়ার ॥

শুন শুন ধর্ম্মসেন ধর্ম্মের মহিমা।
দূরে যাবে অন্তরের কলুষ কালিমা ॥
কলিযুগে অবতীর্ণ জগতের পিতা।
যিনি ধর্ম্ম তিনি বিষ্ণু নাহিক অন্যথা ॥
একদা ব্রহ্মলোকেতে দেব পদ্মাসন।
ব্রহ্মযজ্ঞ করিবারে করিল মনন ॥
আমন্ত্রিল মুনি-ঋষি-অমরনিকর।
সমারোহ যজ্ঞস্থলে হইল বিস্তর ॥
বসিলেন মেখলায় কর বদ্ধ করি।
চিন্তিলেন হৃদিমাঝে যজ্ঞেশ্বর হরি ॥
সাবিত্রী সে যজ্ঞকালে ভর করি মানে।
পদার্পণ না করিল সেই যজ্ঞস্থানে ॥
বিষ্ণু আদি দেবতারা বিনয় করিল।
তথাপি তাহার সেই মান না ভাঙ্গিল ॥
সস্ত্রীক বিহনে যজ্ঞ নহে সম্পুরণ।
যজ্ঞকার্য্যে বসি বিধি বিষাদে মগন ॥
বল কে বলিতে পারে বিষ্ণুর মহিমা।
গুণাতীত গুণ নাহি যে গুণের সীমা ॥
কোথায় গোপের বালা আছিল বসিয়া।
আনিয়া ব্রহ্মার বামে দিল বসাইয়া ॥

তিনিই গায়ত্রী তার করে ব্রহ্মাকর।
করিয়া মেখলাবদ্ধ দিল চক্রধর॥
হেনকালে সাবিত্রী আসিয়া যজ্ঞস্থানে।
দেখে এক কন্যা বসি বিধির সদনে॥
তাহার করেতে কর দিয়া সৃষ্টিপতি।
সম্পুরণ করে যজ্ঞ দিয়া ঘৃতাহুতি॥
হেরিয়া সাবিত্রী [৫খ] নেত্র আরক্ত করিয়া।
কহে কথা সভামাঝে ক্রোধান্বিতা হয়্যা॥
কে করিল হেন কর্ম্ম আমি বিদ্যমানে।
সমুচিত শাস্তি তার দিব এইক্ষণে॥
হয় যদি বিধি বিষ্ণু দেব ত্রিলোচন।
তথাপি নিস্তার নাহি পাবে কদাচন॥
বিষম বেদনা যেবা দিল মোর মনে।
শিলামূর্ত্তি হয়ে থাক মরতভুবনে॥
সাবিত্রীর অভিশাপ শুনি নারায়ণ।
তথাস্তু বলিয়া হরি করিল গ্রহণ॥
রাখিতে সতীর মান অবনী মাঝারে।
স্বীকার করিল শাপ হরিষ অন্তরে॥
সাবিত্রীরে সান্ত্বনা করিল নারায়ণ।
ব্রহ্মযজ্ঞ বিধি করিলেন সমাপন॥
বিধির অবিধি শুনি যত গোপদল।
জড় হোল সকলেতে ডাকিয়া মণ্ডল॥
আলু তপসী মাউড় চৌধুরী আর গ'ড়ে।
ছুটিল লড়াই দিতে বাঁকবাড়ি ঘাড়ে॥
চানক বাঙ্গর ধুত ঘোষ লাগবর।
চলে যজ্ঞস্থলে কত কহিতে বিস্তর॥

কেহ বা লাঙ্গল নিল কেহ হাল বাড়ি।
বাজায় করিতে মান চলে তাড়াতাড়ি॥
কেহ বলে অত্যাচার সহিতে না পারি।
দেবতা হইয়া হরে গোপের কুমারী॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা পনীর যোগাই।
[৬ক] খাইয়া দেবের বুঝি বাড়িল বড়াই॥
চিরদিন দেবগণে মেনে যত চলি।
তার ফলে দিল আজ মুখে চূণ কালি॥
গড় করি নিয়ত পায়ের ধূলা খাই।
কুলের রমণী আজ হরে নিল তাই॥
আর নাহি সহিব এতেক অত্যাচার।
দেবতার কোমর ভাঙ্গিব এইবার॥
সেধ মেধ জেদ ঘোষ মুকুন্দ মুরারী।
দঙ্গল বাঁধিয়া সবে চলে সারি সারি॥
ধাওাধাই চলে সবে মারিয়া দাপট।
উপনীত হোল সেই যজ্ঞের নিকট॥
প্রলয় সময়ে যেন কোলাহল হয়।
মার মার শব্দ করে যত গোপচয়॥
দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করে যেন দানাগণ।
সেই মত প্রবেশিল করিবারে রণ॥
মেঘনাদ করে যজ্ঞ লঙ্কায় যে কালে।
বানরেতে ভাঙ্গিল যেমন দলবলে॥
সেই মত কিচিমিচি করিছে দশন।
তাহা দেখি মনে মনে হাসে দেবগণ॥
বিপদভঞ্জনকারী বিনা কেবা আর।
করিবারে পারে বল বিপদে উদ্ধার॥

গোপগণে সম্বোধিয়া কহে নারায়ণ।
এতেক ক্রোধের বশ বল কি কারণ॥
তোমাদের কন্যা দেখ ব্রাহ্মণী হইয়া।
ব্রহ্মযজ্ঞাসনে বসে [৬খ] মেখলা বান্ধিয়া॥
ইহা হইতে রমণীর কিবা ভাগ্যোদয়।
জপিবে সেবিবে পদ দেব বিপ্রচয়॥
পরিহরি রোষ লহ মনোমত বর।
শুনিয়া গোপের পতি করিল উত্তর॥
সদয় হইলে যদি প্রভু গদাধর।
হউক অভীষ্ট সিদ্ধি এই দেহ বর॥
ঐ কন্যা গোপকুলে জনম লইবে।
তুমিও গোপের কুলে উদয় হইবে॥
তথাস্তু কহিল হরি করিয়া শ্রবণ।
স্বস্থানে চলিল সবে যত গোপগণ॥
গায়ত্রী শ্রীরাধারূপে জনম লইল।
শ্রীনাথ শ্রীকৃষ্ণ রূপ তাহাতে হইল॥
তারপর সাবিত্রীর অভিশাপ তরে।
শিলারূপে রহে বিষ্ণু বল্লুকার তীরে॥
বজ্রকীটে সেই শিলা কৈল খণ্ড খণ্ড।
ধর্ম্মশিলা নামে তাহা ব্যাপিল ব্রহ্মাণ্ড॥
এইরূপে ধর্ম্মশিলা বল্লুকাতে রয়।
ধর্ম্মপদ ভাবিয়া ময়ুর ভট্ট কয়॥

রামাই পণ্ডিতের জন্ম।

পয়ার ॥

তারপর ধর্ম্মসেন করহ শ্রবণ।
সেই শিলা প্রথমে পূজিল যেই জন ॥
দ্বাপরের শেষভাগে দ্বারিকা নগরে।
বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণ শ্রীবিষ্ণু সেবা করে ॥
কমলা তাহার পত্নী পতিব্রতা সতী।
স্বামী বিশ্বনাথ সহ ধর্ম্মে দেয় মতি ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণুপরায়ণ।
পত্নী সঙ্গে বিশ্বনাথ পূজে নারায়ণ ॥
পুত্র কামনাতে সদা বিষ্ণুসেবা করে।
পুত্র বিনা কিবা সুখ আছয়ে সংসারে ॥
বহু দিন গত হল না হয় সন্তান।
তীর্থ পর্য্যটন হেতু কৈল অনুমান ॥
বিষ্ণুভক্ত বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণী সঙ্গেতে।
[৭ক] প্রথমেতে উত্তরিল সরযূতীরেতে ॥
সেইখানে কিছু দিন বিষ্ণু আরাধিয়া।
পত্নী সহ পুষ্করেতে উত্তরিল গিয়া ॥
পুষ্করে দুষ্কর ব্রত করি আচরণ।
সরস্বতীকূলে গিয়া দিল দরশন ॥
তথাপি হরির কৃপা না লভিতে পারি।
অরণ্যেতে প্রবেশিল পত্নী সঙ্গে করি ॥
এ ছার জীবনে আর কিবা প্রয়োজন।
পুত্রহীন ঘৃণ্য প্রাণ ত্যজিব এখন ॥

এত বলি প্রাণত্যাগে হইল উদ্যত।
বাধা দিল মার্কণ্ডেয় আসি ত্বরান্বিত ॥
মার্কণ্ডেয় বলে দ্বিজ রাখহ বচন।
আত্মহত্যা মহাপাপ না আছে খণ্ডন ॥
এত শুনি সবিশেষ কহিল ব্রাহ্মণ।
মার্কণ্ডেয় বলে শুন মম নিবেদন ॥
পত্নী লয়ে মম সঙ্গে চল কুটীরেতে।
শিক্ষা দিব মহামন্ত্র বিষ্ণু আরাধিতে ॥
এত শুনি দুই জনে হরিষ অন্তরে।
অরণ্য ছাড়িয়া গেল মার্কণ্ডকুটীরে ॥
বিষ্ণু পূজি সেইখানে দ্বাদশ বৎসর।
নারায়ণ নিকটেতে লভে পুত্রবর ॥
অকিঞ্চন লভে যথা অমূল্য রতন।
দৃষ্টিশক্তিদানে যেন হয় অন্ধ জন ॥
সেইরূপ বিশ্বনাথ আনন্দিত অতি।
শুভ ক্ষণে ব্রাহ্মণী হইল গর্ভবতী ॥
দশ মাস দশ দিন পূর্ণ যবে হয়।
প্রসবে কমলা এক সুন্দর তনয় ॥
বৈশাখী সিতপঞ্চমী নক্ষত্র ভরণী।
রবিবার শুভ যোগে প্রসবে ব্রাহ্মণী ॥
পুত্র দেখি বিশ্বনাথ হরিষ অন্তরে।
জাতকর্ম্ম [৭খ] সমাধান করিল সত্বরে ॥
নাড়িচ্ছেদ করাইল ডাকিয়া ধাত্রীরে।
তাম্রপাত্রে রাখি স্নান করাইল নীরে ॥
প্রসূতি হেরিয়া দ্বিজ ভাবে মনে মন।
পঞ্চ কাষ্ঠ আনিয়া জ্বালিল হুতাশন ॥

খদিরার্ক উড়ুম্ব[র] শমী ও চন্দনে।
জ্বালিল অনল দ্বিজ সূতিকাভবনে॥
সূতিকামন্দির হয় বটবৃক্ষতলা।
ডাল যুড়ি বৃক্ষ নিজে হইল ছাওলা॥
সুধীর সুবৃক্ষ বেড়ি করিল চৌতারা।
ছাওয়াতে করিল বৃক্ষ বাড়ি মনোহরা॥
একুশ দিনের হয় দ্বিজের সন্তান।
নামকরণ তরে দ্বিজ করে অনুমান॥
আমন্ত্রিল মুনিগণে দ্বিজ বিশ্বনাথ '
উত্তরিল পঞ্চ ঋষি সময় প্রভাত॥
আয়ুর্ব্বেদ জ্যোতিষাদি করিয়া বিচার।
মুনি সকলের মনে লাগে চমৎকার॥
মুনিগণ কহে দ্বিজ রাখহ বচন।
পৃথিবীতে নাহি দেখি এমন লক্ষণ॥
কেমন লগ্নের ফল ভাবিয়া না পাই।
অন্য কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ আনহ হেথায়
পরেতে করিব নামকরণ ইহার।
কিরূপ লক্ষণ আগে হউক বিচার॥
এত যদি বলিল সকল মুনিগণ।
শুনিয়া দ্বিজের অতি সচিন্তিত মন॥
বিষ্ণুভক্ত বিশ্বনাথ কাতর অন্তরে।
একমনে চিন্তা করে দেব গদাধরে॥
কেন হেন পুত্র মোরে করিলে প্রদান।
[৮ক] কোন পাপে জনমিল হেন কুসন্তান॥
শাস্ত্রেতে নাহিক মিলে যাহার লক্ষণ।
রাক্ষস পিশাচ বুঝি হবে এই জন॥

হেন পুত্রে আর মম নাহি প্রয়োজন।
জাহ্নবীজীবনে আজ ত্যজিব জীবন॥
কুপুত্র যাহার ঘরে মরা তার ভাল।
জীবন ভরিয়া কেন বাড়াব জঞ্জাল॥
মনে মনে বিশ্বনাথ হইয়া দুঃখিত।
শ্রীহরি উদ্দেশে করিলেন প্রণিপাত॥
বুঝিয়া ভক্তের মন প্রভু চক্রধর।
দ্বিজবেশে আসিলেন দ্বিজের গোচর॥
ছদ্মবেশী দ্বিজ কয় শুনহ ব্রাহ্মণ।
আমি বিচারিয়া দিব শিশুর লক্ষণ॥
চিন্তিত না হও বিপ্র রাখ মোর বাণী।
শুভাশুভ বিচার সকলি আমি জানি॥
এত বলি নারায়ণ খুলে পাঁজি পুথি।
বিচার করিয়া দেখে, ভূমে খড়ি পাতি॥
অঙ্ক পাতি গণিয়া বলেন ভাল ভাল।
ভাগ্যফলে এমন ছাওয়াল জনমিল॥
এত শুনি দ্বিজবর হরষিত হন।
মনে ভাবে নহে ইনি সামান্য ব্রাহ্মণ॥
শিশুর লক্ষণ দেখি প্রভু জনার্দ্দন।
ঈষৎ করিয়া হাস্য কহেন তখন॥
ধর্ম্মের লক্ষণ দেখি বালকশরীরে।
ধর্ম্মপদচিহ্ন রয় মস্তক উপরে॥
ধর্ম্মশিলা ধরাধামে করিতে প্রচার।
দৈব অংশে জন্মিয়াছে তোমার কুমার॥
সর্ব্বশাস্ত্রে এ বালক সুপণ্ডিত হবে।
[৮খ] এই শিশু ধর্ম্মকীর্ত্তি জগতে ছড়াবে॥

কলি এবে হইবে যুগের অধিপতি।
কলঙ্কিত তাহাতে হইবে বসুমতী ॥
বিনাশিয়া ধরণীর কলুষ কালিমা।
পূর্ব্বসম পৃথিবী করিবে মনোরমা ॥
রামশিলা তীর্থে জাত জগত রামাই।
বিচার করিয়া নাম থুইনু রামাঞি ॥
যাহা হতে ধর্ম্মপূজা প্রচার হইবে।
ধর্ম্মের ইচ্ছায় শিশু এখানে উদ্ভবে ॥
এতেক বলিয়া হরি গমন করিল।
শুনি দ্বিজ বিশ্বনাথ আনন্দ হইল ॥
এত শুনি মুনিগণ হইল বিস্ময়।
আনন্দ হইয়া সবে দ্বিজ প্রতি কয় ॥
নামকরণ উদ্যোগ করহ দ্বিজবর।
শুনিয়া হইল দ্বিজ হরিষ অন্তর ॥
উদ্‌যোগ করিয়া দিল যেমন বিধান।
মুনিগণ করিলেন কর্ম্ম সমাধান ॥
যথাবিধি কর্ম্ম সারিলেন মুনিগণ।
বিশ্বনাথ কমলার হরষিত মন ॥
মার্কণ্ডেয় মহামুনি দেখি দ্বিজসুত।
স্নেহেতে করিল কোলে হয়ে আনন্দিত
দিনে দিনে বাড়ে বিশ্বনাথের নন্দন ।
সারিলেন যথাকালে কর্ম্ম নিষ্ক্রামণ ॥
[৯ক] বালার্ক সমান হয় বালকের প্রভা।
বরিষার শেষে যেন কমলের শোভা ॥
দিবানিশি বালকের মুখ পানে চেয়ে।
দেখে দ্বিজ পত্নীসহ নিকটে বসিয়ে।

আননেতে স্বেদবিন্দু না দেয় পড়িতে।
নিয়ত মুছায় আস্য নিজ অঞ্চলেতে॥
ষষ্ঠ মাসে দ্বিজ-শিশু যখন পড়িল।
অন্নপ্রাশনের তরে মনন করিল॥
বনবাসী ঋষিগণে করি নিমন্ত্রণ।
শুভদিনে সারিলেন ওদনপ্রাশন॥
মহানন্দে রহে দ্বিজ লইয়া নন্দন।
না গেল দ্বারকা ধাম পূর্ব্ব-নিকেতন॥
মার্কণ্ডের কাছে সদা ধর্ম্ম আলাপনে।
রহিল পরমানন্দে লইয়া নন্দনে॥
তৃতীয় বরষে শিশু পড়িল যখন।
যথাবিধি চূড়াকর্ম্ম সারিল ব্রাহ্মণ॥
শুক্লপক্ষ শশী সম দ্বিজের সন্ততি।
দিনে দিনে বাড়ে অঙ্গ সুগঠন অতি॥
বাণ বরষেতে যখন পড়িল রামাঞি।
দেহ রাখে বিশ্বনাথ চিন্তিয়া গোসাঞি॥
বৃদ্ধ দ্বিজ বিশ্বনাথ হতে লোকান্তর।
পতির মরণে সতী কান্দিল বিস্তর॥
সৎকার করিতে লয়ে গেল মুনিগণ।
হেরিয়া কমলা অতি বিষাদিত মন॥
পতির মরণ দেখি সতী পতিব্রতা।
রামায়ে রাখিয়া সতী হোল সহমৃতা॥
[৯খ] রামাঞে লইয়া গেল মৃকণ্ডুকুমার।
শ্রাদ্ধ শান্তি যথাবিধি করাল পিতার॥
দশ দিন গতে শুদ্ধ হইল রামাঞি।
নানারূপ বিদ্যা মুনি তাহারে শিখায়॥

অল্প দিনে সর্ব্বশাস্ত্রে হোল বিশারদ।
দ্বিজ ময়ূরক কয় ভাবি ধর্ম্মপদ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

শুন শুন নরপতি অপরূপ এ ভারথী
শ্রবণে দুর্গতি হয় দূর।
কলুষ হইবে নষ্ট যবে না মনের কষ্ট
পুরাবেন অভীষ্ট ঠাকুর॥
ধর্ম্মপদে রাখি মন শুন ময়না রাজন
রামায়ের চরিত্র সুন্দর।
মার্কণ্ডেয় মহামুনি পুত্র তুল্য মনে গণি
রাখে তারে কুটীর ভিতর॥
বয়স অষ্টম বর্ষ হেরি মুনি হয় হর্ষ
সেবা পূজা পায় ভাল মতে।
মুনি তপস্যাতে যায় রামাঞি ফল যোগায়
কোন কষ্ট হয় না করিতে॥
রামাঞে রাখি কুটীরে মুনি গেল স্থানান্তরে
তপস্যা করিতে আচরণ।
সে দিন দৈব যোগেতে মার্কণ্ডেয়ে নিমন্ত্রিতে
আসিল দুর্ব্বাসা তপোধন॥
কুটীরে আসি দুর্ব্বাসা রামাঞে করে জিজ্ঞাসা
কোথায় মার্কণ্ড মহামুনি।
বাসনা [১০ক] করিতে যজ্ঞ জানিয়া তাহারে বিজ্ঞ
যুক্তি লব মনে অনুমানি॥
শুনি কহিছে রামাঞি কুটীরে নাহি গোসাঞি
তপস্যায় করেছে গমন॥

জপ সন্ধ্যা সমাপনে আসিবেন নিকেতনে
পাদ্য অর্ঘ্য করুন গ্রহণ ॥
শুনি মুনি প্রীত অতি বলেন রামাঞি প্রতি
সৎকারে লভিনু বড় প্রীতি।
আশীর্ব্বাদ করি আমি দীর্ঘজীবী হবে তুমি
ধর্ম্মপদে হবে তব মতি ॥
বহু পথ পরিশ্রমে আসিলাম এ আশ্রমে
ক্লান্তি বোধ হইল অধিক।
তুমি অতি ভাগ্যবান তৃণশয্যা কর দান
অঙ্গসেবা কর প্রাণাধিক ॥
শুনিয়া দ্বিজনন্দন প্রদানিল কুশাসন
শয়ন করিল মুনি তায়।
রামাঞি শঙ্কিত মন করে অঙ্গ সংবাহন
মুনিবর মহাসুখ পায় ॥
নিদ্রাবৎ অলসেতে রহিল অতি সুখেতে
যজ্ঞসূত্র অবিন্যস্ত ছিল।
দুর্ব্বাসা পাশ ফিরিতে লাগি রামাঞের হাতে
যজ্ঞ উপবীত ছিন্ন হোল ॥
জীর্ণ যজ্ঞসূত্র ছিল দৈবাৎ বিচ্ছিন্ন হোল
রামাঞি হইল ভীতমন।
[১০খ] সকলি চক্রীর কর্ম্ম কে বুঝে ধর্ম্মের মর্ম্ম
কোন সূত্রে কি করে কখন ॥
যজ্ঞসূত্র ছিন্ন জানি শশব্যস্তে উঠি মুনি
বিস্তর করিল মনস্তাপ।
সেবিতে কহিনু অঙ্গ করিলি আমারে ব্যঙ্গ
সেই পাপে দিব অভিশাপ ॥

হইয়া ব্রাহ্মণপুত্র ছিন্ন কৈলি যজ্ঞসূত্র
কিছুমাত্র নাহি তোর জ্ঞান।
করিলি মম অহিত না পাইবি উপবীত
মম বাক্য না হইবে আন ॥
ছাড়ি যজ্ঞ উপবীত চির জীবনের মত
ভূমণ্ডলে করহ ভ্রমণ।
এত বলি মহামুনি নব উপবীত আনি
যথাবিধি করিল গ্রহণ ॥
শুনি নিদারুণ শাপ পেয়ে বড় মনস্তাপ
রামাঞি মুনির পদে ধরে।
না বুঝিয়া কোন মর্ম্ম অজ্ঞানে হইল কর্ম্ম
মুনিবর ক্ষমা কর মোরে ॥
চন্দনের ফোটা ভালে মার্কণ্ডেয় হেন কালে
কুটীরেতে দিলা দরশন।
আসিয়া দেখে অমনি এসেছে দুর্ব্বাসা মুনি
শিষ্য তার করিছে ক্রন্দন ॥
দুর্ব্বাসারে অভ্যর্থিয়া শুনি সব বিস্তারিয়া
কহে শিষ্যে প্রবোধবচন।
রোদন সম্বর তুমি বিধান করিব আমি
ধর বাপ মুনির চরণ ॥
দুর্ব্বাসার প্রতি কয় কহ মুনি মহাশয়
কি কারণে আসিলে হেথায়।
শুনিয়া কহে দুর্ব্বাসা তোমা নিমন্ত্রিতে আসা
যজ্ঞে ব্রতী করিব [১১ক] তোমায় ॥
শুনি মার্কণ্ডেয় বলে যাব সেই যজ্ঞস্থলে
নিমন্ত্রণ করিনু গ্রহণ।

রামাঞে রাখি কুটীরে যাইব যজ্ঞ আগারে
যাহ তুমি নিজ নিকেতন ॥
দুর্ব্বাসা হোল বিদায় রামায়ে মুনি বুঝায়
বলে আমি যাব যজ্ঞস্থল ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ ময়ূরক মহানন্দ
ভাবে ধর্ম্ম-চরণ-যুগল ॥

পয়ার ॥

তাম্রজন্ম ।

দুর্ব্বাসার আবাহনে মার্কণ্ড চলিল ।
রামাঞি কুটীর রক্ষা করিতে লাগিল ॥
বৎসরেক গত হোল যজ্ঞ সমাপনে ।
আসিল মৃকণ্ডুসুত নিজ নিকেতনে ॥
নয় বর্ষ রামায়ের বয়স যখন ।
উপনয়ন দিতে মুনি করিল মনন ॥
দুর্ব্বাসার অভিশাপ মনেতে পড়িল ।
মার্কণ্ডেয় সেই হেতু ভাবিতে লাগিল ॥
মুনিবাক্য রক্ষা আর উপবীত দান ।
মার্কণ্ড মুনির কাছে উভয় সমান ॥
বিষম চিন্তায় চিত্ত হইল চঞ্চল ।
হৃদয়ে চিন্তিছে কৃষ্ণচরণ-যুগল ॥
উপনয়নের কাল গত যদি হয় ।
বিষম নরকমাঝে ডুবিব নিশ্চয় ॥
কেন বা রামাঞে আনি রাখিনু কুটীরে ।
আমা হতে ব্রাহ্মণত্ব গেল এই বারে ॥

এইরূপ চিন্তা করে মৃকণ্ডু-নন্দন।
ছদ্মবেশে নারায়ণ দিল দরশন॥
রামাঞের উপবীত করিবারে দান।
দেবগণ সহ যুক্তি করে ভগবান॥
মুনিরে চিন্তিত দেখি নিজে দয়াময়।
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের [১১খ] বেশে হইল উদয়।
নারায়ণ কহে মুনি না ভাবিহ আর।
এত দিনে ধর্ম্মপূজা হইবে প্রচার॥
স্থাপিতে নূতন কীর্ত্তি তারিতে জগত।
করিবারে সকলের উদ্ধারের পথ॥
ধর্ম্ম-অংশে এ বালক জন্মিল এখানে।
রহিবে ইহার কীর্ত্তি ভারত ভুবনে॥
দুর্ব্বাসার জিহ্বা-অগ্রে শ্রীধর্ম্ম বসিল।
তাই হেন অভিশাপ রাম[া]ঞ পাইল॥
দেখ ঐ ব্রহ্মা সহ আসে দেবগণ।
সকলি বুঝিবে মুনি না ক[র] চিন্তন॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি হয়ে একত্রিত।
মার্কণ্ডের আশ্রমেতে হোল উপনীত॥
দেখিয়া মুনির মনে লাগে চমৎকার।
ভাবে মনে শিশু তরে হইনু উদ্ধার॥
দেবগণে দেখি মুনি হরষিত হয়ে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ধরণী লুটায়ে॥
জিজ্ঞাসিল মহামুনি বিধাতার প্রতি।
হইবে কিরূপ বিধি বলহ সম্প্রতি॥
বিধি বলে দিব বিধি এসেছি যখন।
উপনয়নের দিন কর নিরূপণ॥

অভিশাপ তরে নাহি দিবে যজ্ঞসূত্র।
তাম্র উপবীত দানে করিবে পবিত্র॥
মার্কণ্ডেয় কহে প্রভু করি নিবেদন।
তাম্রসূত্রে কি প্রকারে হই ব্রাহ্মণ॥
শুনিয়া মুনির বাক্য কহিছে বিধাতা।
একমনে শোন দ্বিজ পূর্ব্বকার প্রথা॥
[১২ক] সপ্তকল্পজীবী মুনি নহ কি বিদিত।
সত্যেতে মেখলাযোগ ছিল উপবীত॥
ত্রেতায় সূত্রে সুবর্ণ পরিত ব্রাহ্মণে।
দ্বাপরে তাম্রধারণ জানে জগজনে॥
কার্পাসের সূত্র দ্বিজ পরিবে কলিতে।
কহিনু সকলি তোমা পূর্ব্ববিধিমতে॥
যুগভেদে দর্ভ স্বর্ণ তাম্র আদি করি।
পরিত ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞসূত্রে ধরি॥
মুনিবাক্যে সূত্র নাহি পাইবে রামাই।
তাম্র উপবীত দানে বাধা কোন নাই॥
ধরণীতে ধর্ম্মপূজা করিতে প্রচার।
জন্মিয়াছে এই শিশু পণ্ডিত আকার॥
বিধি দিনু দাও এর তাম্র উপবীত।
পণ্ডিত পদ্ধতি হবে জগতে বিদিত॥
তাম্র উপবীত বিনা ধর্ম্ম তুষ্ট নাই।
সেই জন্য হবে নাম পণ্ডিত রামাঞি॥
ধর্ম্মের তেজেতে হল তাম্রের সৃজন।
সেই হেতু তাম্রে প্রীত দেব নিরঞ্জন॥
তাম্র বিনা ধর্ম্মশিলা নারিবে পূজিতে।
সকলি ধর্ম্মের লীলা কে পারে বুঝিতে॥

মার্কণ্ডেয় কহে প্রভু করি নিবেদন।
তাম্রের উৎপত্তিকথা করিব শ্রবণ॥
নিখিল মঙ্গলময় ধর্ম্ম অবতার।
তাম্রে কেন এত তু[ ]ষ্ট হইল তাহার॥
কহেন কমলাসন শুন তপোধন।
তাম্রের জনমকথা কহিব এখন॥
ধর্ম্মের বীর্য্যেতে আর ধরার রজেতে।
তাম্রের উৎপত্তি হৈল এই ত্রিজগতে॥
মিথুন সমুদ্র দিনে বাণ তিথি সিতে।
ঋতুবতী হোল ধরা মন্দ বাসরেতে॥
সেই রজঃ তিন ফোঁটা[১২খ] রাখিয়া যতনে।
সপ্ত গুণ ধর্ম্মতেজঃ দিনু তার সনে॥
অনলে নিক্ষেপ করি যে ধাতু জন্মিল।
বালার্ক সমান প্রভা তাম্র নাম হোল॥
যতনে লইয়া তাহা সূত্র গঠিবারে।
দিলাম বিশ্বকর্ম্মনে হরিষ অন্তরে॥
বার গাছি নারিকেল তেরগাছি তাল।
তার তলে বিশ্বকর্ম্মা পাতিলেন শাল॥
না পারিল দেবশিল্পী করিতে গঠন।
প্রতি অস্ত্রে শক্তি তবে দিল দেবগণ॥
পবনের তেজে মৃগচর্ম্মে জাঁতা হোল।
ভস্ত্রামুখে ভগবতী পয়োধর দিল॥
নিয়াগেতে শিবতেজঃ বরুণ ঘর্ষণে।
পৃথ্বীতেজে শাল তাল বেতাল ঘাতনে॥
ীতে বাসুকি আপনি তেজ দিল।
করপত্রে কালদণ্ড শক্তি সমর্পিল॥

পুন বিশ্বকর্ম্মা তাম্র দিয়া হুতাশনে।
গঠিল তাম্রের সূত্র পরম যতনে ॥
বিষ্ণু আদি আসিলেন যত দেবগণ।
করিলেন* সকলেতে তাম্রের শোধন ॥
সেই তাম্র দ্বাপরেতে যত দ্বিজগণ।
যজ্ঞোপবীতের সঙ্গে করিত ধারণ ॥
ধর্ম্মের আপন তেজে তাম্র জনমিল।
সেই জন্য ধর্ম্ম তুষ্ট তাহাতে হইল ॥
তাম্র ধরি মিথ্যা বাক্য বলে যেই জন।
কোন কালে নাহি তার পাতক মোচন ॥
[১৩ক] কুষ্ঠ আদি মহাব্যাধি ধরে তার গায়।
শতেক পুরুষ সঙ্গে নরকেতে যায় ॥
পরম পবিত্র ধাতু যে করে ধারণ।
ধর্ম্মেতে তাহার মতি রয় সর্ব্বক্ষণ ॥
দুষ্কৃতি বিনাশে তার পবিত্র সে নর।
প্রীত হয় তার প্রতি পরম ঈশ্বর ॥
অতএব মহামুনি কর অবধান।
দুর্ব্বাসা মুনির বাক্য না হইবে আন ॥
উপবীত না পাইবে হইবে ব্রাহ্মণ।
তাহার বিধান মুনি করহ শ্রবণ ॥
সারিয়া আভ্যুদয়িক যথা উক্ত বেদ।
সূত্র স্থানে রক্তায়স এই মাত্র ভেদ ॥
বিশুদ্ধ তাম্রের সূত্রে গঠি উপবীত।
উপনয়ন কার্য্য কর বেদের বিহিত ॥

* মূলে 'করিলাম' আছে।

সারিবে সমাবর্ত্তন বেদের বিধানে।
না কর সন্দেহ মুনি আমার বচনে॥
ধর্ম্মের নিকট যাহা করেছি শ্রবণ।
সেই বিধি বলিতেছি মৃকণ্ডুনন্দন॥
রক্তলৌহে গঠি সূত্র ধর্ম্মের ধেয়ানে।
নিক্ষেপ করিবে তাহা যজ্ঞ-হুতাশনে॥
যজ্ঞভস্মে সেই তাম্র করিয়া মার্জ্জিত।
পঞ্চ কষা পঞ্চ গব্য দিবে পঞ্চামৃত॥
জপিয়া ধর্ম্মগায়ত্রী শত অষ্ট বার।
হোমানলে নিক্ষেপ করিবে পুনর্ব্বার॥
যথাবিধি প্রণবাদি* করিয়া পঠন।
রামায়েরে উপবীত করাবে ধারণ॥
সেতাই নীলাই নাম কংসাই পণ্ডিত।
ধরিয়া তাম্রের সূত্র জগতে পূজিত॥
বলয় অঙ্গুরি তাম্রে করিয়া গঠন।
পূজিতে সক্ষম [১৩খ] ধর্ম্মে হবে সর্ব্বজন
দক্ষিণ করেতে কিম্বা অনামিকাঙ্গুলে।
করিয়া ধারণ তাম্রে পুজিবে সকলে॥
তাম্রের এতেক তেজ কহিনু তোমারে।
গঠিয়া তাম্রের সূত্র দাও রামাঞেরে॥
এত বলি দেবগণ করিল গমন।
হরষিত হৈলা শুনি মৃকণ্ডু-নন্দন॥
উপনয়নের দ্রব্য কৈল আয়োজন।
মার্কণ্ডেয় নিমন্ত্রণে আইল মুনিগণ॥

---

* মূলে 'প্রবম!!দ' আছে।

মহামুনি গর্গ আর দেবর্ষি নারদ ।
লোমশাদি আসিলেন শাস্ত্রবিশারদ ॥
বিধির বিধান মতে যত মুনিগণ ।
উপনয়ন কার্য্য করিলেন সমাপন ॥
রামাঞি পঠিছে বেদ আনন্দিত মনে ।
মার্কণ্ডেয় দীক্ষা দিল দ্বিজের নন্দনে ॥
তারপর দ্বিজসুত পণ্ডিত হইয়া ।
তপস্যা করিতে গেল আশ্রম ত্যজিয়া ॥
অনশনে মহাব্রত করি আচরণ ।
ধর্ম্মের তপস্যা করে দ্বিজের নন্দন ॥
এইরূপে গত হইল দ্বাদশ বৎসর ।
সদয় হইয়া ধর্ম্ম দিতে আইলা বর ॥
কহিলেন করতার রামাঞের প্রতি ।
কোন বর প্রয়োজন বলহ সম্প্রতি ॥
রামাঞি পণ্ডিত কহে যদি হোল দয়া ।
কৃপা করে দেহ মোরে চরণের ছায়া ॥
অন্য বরে এ দাসের নাহি প্রয়োজন ।
তব পদে মতি যেন রহে সর্ব্বক্ষণ ॥
স্বরূপ দেখিতে তব আছয়ে বাসনা ।
স্বগুণেতে কৃপা করি পূরাও কামনা ॥
[১৪ক]তথাস্তু বলিয়া হরি দিল বরদান ।
আপনাকে ধন্য মানে দ্বিজের সন্তান ॥
ভকতবৎসল ধর্ম্ম ভক্তের কারণ ।
নিজ রূপ ধরিল ঠাকুর নিরঞ্জন ॥
সিংহাসন ধবল বরণ শূন্য পথে ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি হাতে ॥

কোটি সূর্য্য সম প্রভা ধবল বরণ।
অভয় চরণে পূজে যত দেবগণ ॥
বেদ পঠি স্তব করে যত মহামুনি।
শিরেতে ধরিল ছত্র অনন্ত আপনি ॥
চরণপঙ্কজে দ্বিজ কাঁদিয়া পড়িল।
শান্তমূর্ত্তি হয়ে ধর্ম্ম সেবকে তুলিল ॥
রামাই করিছে স্তব দুই করপুটে।
শ্রীধর্ম্মপুরাণ ভণে ময়ূরক ভট্টে ॥

লঘু ত্রিপদী।

উঠি জোড়হাতে ধর্ম্মের সাক্ষাতে
অতি ভকতি অন্তরে।
বিশ্বনাথ-সুত রামাঞি পণ্ডিত
নিরঞ্জনে স্তুতি করে ॥
নম নিরঞ্জন ব্রহ্ম সনাতন
পরমেশ পরাৎপর।
অচিন্ত্য অব্যয় অচ্যুত অক্ষয়
স্বয়ংজাত সুরেশ্বর ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ভব দেব দেবী সব
তব অংশে উপাদান।
মৎস্যাদি আকার দশ অবতার
মূর্ত্তিভেদে ভগবান ॥
কভু নিরাকার কখন সাকার
নির্ব্বিকার নারায়ণ।
যে রূপে যে জন করয়ে ভজন
কর সে রূপ ধারণ ॥

পশু পক্ষী নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর
নদ নদী গিরি বন।
তুমি সর্ব্বময় জগত আশ্রয়
ত্বমেক বিশ্বকারণ ॥

[১৪খ] সর্ব্বভূতস্থিত যোগেন্দ্র-সেবিত
জগন্নাথ জ্যোতির্ম্ময়।
সৃজন-পালন- সংহার-কারণ
সত্ত্ব-রজ-তমোময় ॥

দুষ্টে শাস্তিদাতা সাধুগণ-ত্রাতা
স্বয়ম্ভু সর্ব্বসাক্ষিন্।
সূক্ষ্ম সত্য শূন্য বরদ বরেণ্য
সগুণ জ্ঞানরূপিন্ ॥

কামদ মোক্ষদ কর্ম্মফলপ্রদ
সদা লোকহিতে রত।
ভকত-রক্ষক মোহাদি-নাশক
গীর্ব্বাণ-গণ-বন্দিত ॥

ধ্যানেতে তোমায় কেহ নাহি পায়
বিশ্বব্যাপী বেদাতীত।
বাক্মনাগোচর ত্রিলোক ঈশ্বর
বিশুদ্ধাত্মাপরাজিত ॥

হিংসাদি-রহিত আদ্যন্তরহিত
ভবভয়নাশকারী।
তোমার আজ্ঞায় বায়ু সর্ব্ব ঠাঁই
বরিষে বাসব বারি ॥

চন্দ্র সূর্য্যোদয় ঋতুগণ ছয়
উদিত হয় ক্রমেতে।

তোমার বচনে যত জীবগণে
ধরণী ধরে বুকেতে ॥
তুমি সর্ব্বময় হইয়া সদয়
কৃপা করহ আমারে।
তোমা বিনা আর অন্তেতে নিস্তার
কেহ না করিতে পারে ॥
সর্ব্ব-শুভকারী পাপ-তাপহারী
সর্ব্বপূজ্য সর্ব্বময়।
যেবা ভক্তি করে তব নাম স্মরে
ইচ্ছা তার পূর্ণ হয় ॥
আমি অল্পমতি কিবা জানি স্তুতি
জ্ঞানহীন অতিশয়।
বিধি স্তবাদিতে না পারে বর্ণিতে
তব স্বরূপ নির্ণয় ॥
শিব পঞ্চাননে অক্ষম স্তবনে
সহস্র মুখে অনন্ত।
ভাবিছে তোমায় বেদ সমুদায়
ভারতী* না পায় অন্ত ॥
স্বগুণে সদয় হও দয়াময়
কি আর কহিব আমি।
তব পদ বিনা কিছুই জানি না
সকলি আমার তুমি ॥
এতেক কহিয়া ভকতি করিয়া
প্রণমিল পুনঃ পুনঃ।

---

* মূলে 'ভারথি'।

ত্রিদশের পতি তুষ্ট হইল অতি
রামাঞে কহে তখন ॥
শুনহ বচন ব্রাহ্মণ-নন্দন
তুমি মোর ভক্ত অতি।
পূজার প্রচার করহ আমার
শুন বিশেষ ভারতী ॥
সাবিত্রী-শাপেতে বল্লুকা-তীরেতে
[১৫ক] আছি আমি শিলাকার।
সে শিলা-মূরতি তুলিয়া সম্প্রতি
জগতে কর প্রচার ॥
যেন সূর্য্য সোম এ কীর্ত্তি উত্তম
রহিবে মর্ত্ত্যভুবনে।
হইয়া আনন্দ ত্রিপদীতে ছন্দ
ময়ূরক দ্বিজ ভণে ॥

পয়ার ॥

এত শুনি করজোড়ে কহিছে রামাঞি।
কিবা নামে সেই শিলা পূজিব গোসাঞি ॥
কিবা চিহ্ন আছে তাহে কেমন আকার।
এত শুনি কহিছে ঠাকুর করতার ॥
নানারূপ চিহ্নাঙ্কিত আছয়ে পাষাণ।
কহি শুন একে একে নামের বিধান ॥
দক্ষিণ আবর্ত্তে নাগ শ্যামল বরণ।
সপ্তদল কমলেতে যাহার আসন ॥
গোষ্পদ চন্দ্রার্দ্ধ চিহ্ন কমঠ আকার।
আছয়ে অঙ্কিত তাহে দশ অবতার ॥

বনমালা শিলোপরি রয়েছে বেষ্টিত ।
যাত্রাসিদ্ধি নামেতে পূজিবে দ্বিজসুত ॥১॥
স্বরূপনারায়ণ শিলা কমঠ আকৃতি ।
সপ্তদল পঙ্কজেতে অঙ্গ তার স্থিতি ॥
চারি দিকে চতুর্থ আমিনী অবস্থিত ।
সেই শিলা পূজিবে হইয়া শুদ্ধচিত ॥২॥
ষড়দল পদ্মযুক্ত যাহার আসন ।
ক্ষুদিরায় নাম তার শুন নিরূপণ ॥
শুক্লবর্ণ পদ্মচক্র আছে বামভাগে ।
ব্রহ্মাণ্ড আকৃতি তার শ্রীঅঙ্গেতে থাকে ॥৩॥
জগতরায় শিলা হয় দ্বাদশ অঙ্গুল ।
দুই চক্র শ্রীঅঙ্গেতে বরণ শ্যামল ॥
পঞ্চদল পঙ্কজেতে তাহার আসন ।
বিরাজিত আমি তাহে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥৪॥
কৌতুকরায় শিলা হয় কূর্ম্ম আকৃতি ।
তিন চক্র নাগ তার শ্রীঅঙ্গেতে স্থিতি ॥
পঞ্চদল পদ্মোপরি ঊর্দ্ধমুখ জিনি ।
গঙ্গা যমুনা রহে চতুর্থ আমিনী ॥৫॥
বৃদ্ধরায় ধর্ম্মচিহ্ন শুন বাছাধন ।
সুরধুনী সরস্বতী আছয়ে স্থাপন ॥
কমঠ আকৃতি তার বামভাগে নাগ ।
[১৫খ] সপ্তদল পদ্মাসন অঙ্গ চারি ভাগ ॥৬॥
রাজসাহেব ধর্ম্মশিলা কূর্ম্মের আকার ।
পঞ্চদল পদ্মাসন তেজরাশি যার ॥
পঞ্চ চিহ্ন প্রকাশিত যাহার অঙ্গেতে ।
গোষ্পদ চন্দ্রার্দ্ধ গদা চক্র রহে তাতে ॥৭॥

সুন্দররায় শিলা হয় কমঠ আকৃতি।
চারি দল পদ্মাসনে তার অঙ্গস্থিতি॥
চারি পদ্ম তাহাতে আছয়ে নানা চিত্র।
চতুর্থ আমিনী চারি পণ্ডিত স্থাপিত ॥৮॥
কূর্ম্মের আকৃতি দলুরায় ধর্ম্ম হন।
পঞ্চদশ-দল পদ্মে তাঁহার আসন॥
শ্বেতাদ্রি শিখর আর শঙ্খ সোম চিহ্ন।
মূর্ত্তিভেদে চারি পাশে ধরে নানা বর্ণ ॥৯॥
কালুরায় ধর্ম্মশিলা শ্রীঅঙ্গ প্রকাশে।
চারি পাশে ছয় বীজ আছয়ে আভাসে॥
রং রাং কিং শিলা কূর্ম্মের সমান।
জং জাং জিং তাহে দেখো বিদ্যমান ॥১০॥
পঞ্চাঙ্গ গুপ্ত আকৃতি শিলা শ্যামরায়।
পঞ্চদল পঙ্কজেতে শিলা শোভা পায়॥
অর্দ্ধ অঙ্গ শ্যামরূপ অর্দ্ধ [অঙ্গ] পীত।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডমূর্ত্তি আছয়ে অঙ্কিত ॥১১॥
পঞ্চাঙ্গ গুপ্ত আকার ধর্ম্ম খেলারায়।
পৃষ্ঠে চক্র গদা পদ্ম শোভিত তাহায়॥
অষ্টদল পদ্মাসনে যার কলেবর।
দক্ষিণেতে ধনুর্ব্বাণ দেখিবে সুন্দর ॥১২॥
দলমাদল ধর্ম্মশিলা কমঠ আকার।
নবদল পঙ্কজেতে অবস্থান তার ॥১৩॥
বংশীধারী শিলা বংশীধারীর আকার।
চারি পার্শ্বে বনমালা অতি চমৎকার॥
সম্মুখেতে বংশী তার আছয়ে স্থাপন।
শ্রীঅঙ্গেতে স্বর্ণরেখা রয়েছে গোপন ॥১৪॥

শুন দ্বিজ লক্ষ্মীনাথ শিলায় আকার।
শঙ্খ চক্র সোম চিহ্ন আছয়ে তাহায় ॥
বনমালা চারি দিকে বেষ্টিত তাহার।
পীতবর্ণ পীতধড়া অতি চমৎকার ॥১৫॥
শঙ্খাসুর ধর্ম্ম হয় শঙ্খের আকার।
[১৬ক] দক্ষিণ আবর্ত্ত পঞ্চমুখ চমৎকার ॥
দেখিতে রজতবর্ণ ভিতর লোহিত।
নীলবর্ণ নীয়াকার শিলা তাহে স্থিত ॥
অদৃষ্টেতে ক্ষুদ্র শিলা অতি অনুপাম ॥
সেই শিলা শঙ্খযুক্ত শংখাসুর নাম ॥১৬॥
যে শিলা মোহনরায় নামেতে কথিত ॥
জাহ্নবী যমুনা আর কমঠ শোভিত ॥
তব মূর্ত্তি সহ চারি পণ্ডিত তাহায়।
মুরলী শংখ শেষাদি অতি শোভা পায় ॥১৭॥
লক্ষ্মী-নারায়ণ শিলা বামে লক্ষ্মী স্থিত।
শঙ্খ চক্র গদা শেষ আকৃতি অঙ্কিত ॥১৮॥
শীতলসিংহের চিহ্ন করহ শ্রবণ।
কমঠ আকার শিলা অতি সুশোভন ॥
পঞ্চদলযুত পদ্ম তাহার আসন।
অর্দ্ধচন্দ্র আছে তাহে করিবে দর্শন ॥
চারি দিকে আছে বার ভক্তার আকার।
অন্য শিলা চিহ্ন শুন ব্রাহ্মণকুমার ॥১৯॥
শঙ্খ চক্র সরসিজ ঊর্দ্ধানন কূর্ম্ম।
নীলপদ্মজ্যোতি শীতলনারায়ণ ধর্ম্ম ॥২০॥
ঊর্দ্ধাস্য কমঠাকার ধামে নাগ স্থিত।
গন্ধরায় অষ্টদল পঙ্কজে শোভিত ॥২১॥

কূর্ম্মাকৃতি এক চক্র পদ্মধার দল।
মনোহররায় শিলা বর্ণ নীলোৎপল ॥২২॥
বামে ধনুর্ব্বাণ যার শোভে বনমালা।
পঙ্কজ পঞ্চম দলে রাজেশ্বর শিলা ॥২৩॥
দ্বাদশ ভকিতা ষড়দল পদ্মে কূর্ম্ম।
এক চক্র যার সেই ধিয়ানরায় ধর্ম্ম ॥২৪॥
শম্ভুসিংহ ধর্ম্ম চিহ্ন করহ শ্রবণ।
দ্বাদশ কমলদলে তাহার আসন ॥
ঊর্দ্ধেতে কমঠাকার নিম্নে চিহ্ন তার।
কমল-বেষ্টিত নাগ অতি চমৎকার ॥
চন্দ্র সূর্য্য হনুমান গরুড়মূরতি।
চারি দিকে বার ভক্তা আছে তার স্থিতি ॥
বনমালাবিভূষিত আদি নিরঞ্জন।
অতি সুশোভন শিলা [১৬খ] শ্যামল বরণ ॥২৫॥
ত্রিদলাজস্থিত বামে নাগ শোভা পায়।
সম্মুখেতে চন্দ্র যার সেই চন্দ্ররায় ॥২৬॥
বাঁকুড়া রায় ধর্ম্মশিলা কূর্ম্ম আকৃতি।
দ্বাদশ কমলদলে বামে নাগ স্থিতি ॥
দ্বাদশ ভকিতা আর চতুর্থা আমিনী।
বনমালাসুবেষ্টিত চরণ দুখানি ॥২৭॥
পদাঙ্ক পঞ্চদলাজ স্বর্ণদণ্ড শোভা।
কাল বর্ণ শিলা নবনীরদের প্রভা ॥২৮॥
চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধচন্দ্র পদ্ম সপ্তদল।
চতুর্থ আমিনী আর পণ্ডিত সকল ॥
কর্কটবৃশ্চিকমূর্ত্তি দেখিবে যাহায়।
কর্কট বৃশ্চিক নামে পূজিবে তাহায় ॥২৯॥

পঙ্কজ আসন বামে ধনুঃশর যার।
সেই সে শ্রীরামরায় ধর্ম্মের আকার ॥৩০॥
শ্বেত চিহ্নযুত পদ্ম অষ্টাদশ দল।
তন্মধ্যে চরণাম্ভোজ ভকিতা সকল ॥
নিম্নেতে কমঠাকার তার উর্দ্ধে শিলা।
চূড়ামণি ধর্ম্ম সেই শোভিত বনমালা ॥৩১॥
শেষ স্থিত চক্র সোম গোষ্পদ অঙ্কিত।
রণজয় শিলা ধনুর্ব্বাণে সুশোভিত ॥৩২॥
মধ্যেতে মাষাদাকৃতি চক্র দুই ধারে।
শোভিত যে অষ্টদল পদ্মের উপরে ॥
শঙ্খশশধরযুক্ত শোভে বনমালা।
শ্যামবর্ণ নারায়ণরায় ধর্ম্মশিলা ॥৩৩॥
উর্দ্ধাস্য কমঠাকার নিম্নে অঙ্গ স্থিত।
কূর্ম্মপৃষ্ঠস্থিত পদ্মে দ্বিপদ অঙ্কিত ॥
শঙ্খ চক্র গদা চারি পণ্ডিত মূরতি।
ব্রাহ্মণনাথ ধর্ম্মশিলা এরূপ আকৃতি ॥৩৪॥
বিঘত প্রমাণ শ্যাম বামে বংশী ধৃত।
নবযৌবন চক্রশিলা চক্রাব্জভূষিত ॥৩৫॥
কূর্ম্মপৃষ্ঠে পাদপদ্ম দক্ষে বিষধর।
স্থিত পদ্মে পঞ্চবিংশ দলের উপর ॥
[১৭ক] দশ অবতারযুক্ত অঙ্গে বনমালা।
নবঘন বরণ নিমিকনাথ শিলা ॥৩৬॥
কমলাষ্টদলযুক্ত বনমালা তায়।
কমঠমূরতি যাহে সে ঝগড় রায় ॥৩৭॥
বিরূপ বর্ত্তুল নীল পর্ব্বত আকার।
নীরাকার অঙ্গ যার সেই কালসার ॥৩৮॥

কূর্ম্মহীন পদ্মহীন পদাঙ্ক সুন্দর।
নীলপদ্ম জ্যোতিঃশিলা নাম সর্ব্বেশ্বর ॥৩৯॥
গদাব্জ গোষ্পদ কূর্ম্ম দশ অবতার।
শঙ্খ চক্র মাল্য নাগ পদ্মের আকার ॥
এতৎলক্ষণযুক্ত নবম বাসাত।
আঁধারকলি সেই শিলা জগতবিখ্যাত ॥৪০॥
নানাবর্ণাম্বুজদলে নীরাকার যিনি।
সিতাংশুসন্নিভ শিলা দেবেশ্বর তিনি ॥৪১॥
শীতলনাথ শিলার শুনহ নিরূপণ।
শেষস্থ শেষ আকৃতি বর্ণ নবঘন ॥
চন্দ্র সূর্য্য হনুমান গরুড় তাহায়।
পণ্ডিত চক্রাব্জ বনমালা শোভা পায় ॥৪২॥
দশ ইন্দীবর-দলে কমঠ আকৃতি।
চতুর্থ আমিনী চারি পণ্ডিত মূরতি ॥
পুষ্পধনু পুষ্পবাণ পাদপদ্মাকার।
কহিনু মদনরায় শিলার আকার ॥৪৩॥
বঙ্কাস্থ্য কমঠ ষোল দল পদ্মাসন।
শশাঙ্ক রবি রুদ্রাংশ বিনতানন্দন ॥
মধ্যে পাদপদ্ম বনমালাতে বেষ্টিত।
রসিকরায় ধর্ম্মশিলা হয় এই মত ॥৪৪॥
শিলা গঙ্গাধর নাম জাহ্নবী-বেষ্টিত।
আমিনী কমঠ দ্বারী মূরতি শোভিত ॥
ত্রিশূল শেষ মাল্যাদি আর পদদ্বয়।
শ্যামল শ্বেতাভাযুক্ত পদ্মপর্ণ ছয় ॥৪৫॥
বার দল পদ্ম শঙ্খ শেষ গোষ্পদাদি।
সিদ্ধিরায় শিলা নাম রহে সূর্য্য আদি ॥৪৬॥

বংশী চক্র গদা শেষ পদ্ম দশপর্ব্ব ।
মাল্যযুক্ত শিলা কালাচাঁদ শ্যামবর্ণ ॥৪৭॥
নবম নলিনীদলে কমঠ শোভিত ।
রূপরায় শিলার বামেতে নাগ স্থিত ॥
বসুয়া চরিত্রা গঙ্গা [১৭খ] দুর্গা শোভা পায় ।
নীলাব্জ জ্যোতিঃ শঙ্খ গোষ্পদ তাহায় ॥৪৮॥
দশদল পদ্মে স্থিত দশ অবতার ।
সূর্য্যাদি শেতাই রহে পরপৃষ্ঠে তার ॥
মনোহর শিলা বনমালানুবেষ্টিত ।
সেই শিলা দশনরায় শুনহ পণ্ডিত ॥৪৯॥
অষ্টপর্ণ অরবিন্দ স্থিত বর্ণ শ্যাম ।
পাদপদ্ম যাহাতে পরমনাথ নাম ॥৫০॥
কূর্ম্মাকৃতি চতুর্দ্দিকে পন্নগ যাহায় ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সে অনন্তরায় ॥৫১॥
পঞ্চপর্ণ পদ্ম যাহে কূর্ম্ম শোভা পায় ।
ঝর্ঝরী অঙ্কিত শিলা সে ঝর্ঝরীরায় ॥৫২॥
অতিগুহ্য ধর্ম্মতত্ত্ব শিলার লক্ষণ ।
সর্ব্বতীর্থফল পায় করিলে শ্রবণ ॥
রোগ [শোক] দূরে যায় ধর্ম্মে হয় মতি ।
অতুল সম্পদ বাড়ে লভয়ে সন্ততি ॥
এই কহিলাম তোমা শিলার আকার ।
চিহ্ন দেখি নির্ব্বাচন করিবে শিলার ॥
স্বনামে পূজিলে শিলা সমধিক ফল ।
মম প্রীতি হয় অতি সকল মঙ্গল ॥
এ সব আকৃতিযুক্ত আরও অন্ত রূপ ।
আছয়ে অনেক শিলা পরব্রহ্মরূপ ॥

যাহার লক্ষণ নাহি হইল কীর্ত্তন।
চিহ্ন অনুসারে নাম করিবে স্থাপন ॥
যে সব লক্ষণ নাহি পারিবে বুঝিতে।
পূজিবে সে সব শিলা পূর্ব্বোক্ত নামেতে ॥
তাহাতেও না ঘটিবে কোন প্রত্যবায়।
কহিব বিশেষ তত্ত্ব শুন পুনরায় ॥
অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব ইহা শুন সাবধানে।
ধর্ম্মপদ ভাবিয়া ময়ূরভট্ট ভণে ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

কহে পুন করতায় শুনহ দ্বিজকুমার
যাহ তুমি বল্লুকা-কূলেতে।
পূর্ব্ব উক্ত শিলা লয়ে যতনে [১৮ক] পূজা করিয়ে
প্রচার করহ পৃথিবীতে ॥
যেরূপ বিধানক্রমে শ্রীধর্ম্ম শিলার বামে
আত্তা শক্তি করিয়া স্থাপন।
জীব-মুক্তি-স্বরূপিণী কামিস্থা কামদায়িনী
ধ্যানেতে পূজিবে বাছাধন ॥
যিনি পূর্ণ নারায়ণ নির্ব্বিকার নিরঞ্জন
মনেতে জানিবে সেই ধর্ম্ম।
ব্রহ্ম নির্গুণ নিষ্ক্রিয় শক্তি তাহার আশ্রয়
সাবধানে বুঝ এর মর্ম্ম ॥
ব্রহ্ম শক্তি এক ঠাঞি ব্রহ্ম ছাড়া শক্তি নাঞি
শক্তি ছাড়া নাহি রয় ব্রহ্ম।
অতএব মহাশক্তি পূজা কর করি ভক্তি
সফল হইবে তব কর্ম্ম ॥

গণ্ডকী শিলাতে যথা তুলসী সর্ব্বদা স্থিতা
গৌরীপট্ট যথা শিবলিঙ্গে।
সেইরূপ হে ব্রাহ্মণ কামিন্যা ঘট স্থাপন
করিবে ধর্ম্মশিলার সঙ্গে॥
সেই ত্রিগুণ আধার শক্তি ভিন্ন শবাকার
ব্রহ্মশক্তি ভেদ কিছু নাই।
অতএব হে ব্রাহ্মণ কহি শুন বিবরণ
ধর্ম্মশক্তি পূজার উপায়॥
অষ্টধাতু-বিনির্ম্মিত লয়ে ঘট সুশোভিত
নবরত্ন করিবে প্রদান।
পূজিবে বিধানমতে দেবী কামিন্যা নামেতে
প্রতিষ্ঠা করিবে তার প্রাণ॥
শুনহ ধ্যান সম্প্রতি নীলাঞ্জন সম দ্যুতি
নীলোৎপলদল নেত্রপ্রভা।
রক্ত বস্ত্রে সুশোভিতা মৌলী চন্দ্র-বিভূষিতা
সোমাদিত্য সম নেত্র আভা॥
সর্ব্বালঙ্কার-শোভিতা রক্তচন্দন-চর্চ্চিতা
বরাভয়ধারিণী দ্বিভুজা।
প্রকৃতাদ্যা সনাতনী সর্ব্বকামপ্রদায়িনী
এই ধ্যানে হবে দেবীপূজা॥
[১৮খ] প্রণবাদি শ্যামাকাম চতুর্থ্যন্ত দেবী নাম
অন্তে দিবে বহ্নির অঙ্গনা।
সর্ব্বসঙ্কটনাশন এই মন্ত্রেতে ব্রাহ্মণ
করিবে কামিন্যা আরাধনা॥
শতাষ্ট কলসে স্নান ষোড়শ উপচার দান
বিধানেতে প্রকাশ যেমন।

পূজা করি সেই মতে ধর্ম্মশিলা[র] রামেতে
কামিন্যায় করিবে স্থাপন ॥
বল্লুকা নদীতে গিয়া ধর্ম্মশিলা আরাধিয়া
প্রকাশ করহ মহীতলে।
বিধ্বংস করিতে পাপে সাবিত্রীর অভিশাপে
ধর্ম্মশিলা হইনু ভূতলে ॥
অশেষ মঙ্গলধাম যেবা করয়ে প্রণাম
তার মহাপুণ্য লাভ হয়।
করে যেবা দরশন সর্ব্ব পাপেতে মোচন
পূজিলে বিপদ-বিঘ্ন-ক্ষয় ॥
একবার পরশনে বাড়ে পুত্র-ধনে মানে
সর্ব্ব দুঃখ-ব্যাধি দূরে যায়।
খায় শিলা-স্নান-জল নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল
বাঞ্ছার অধিক ফল পায় ॥
যেবা করে দৃঢ় ভক্তি অন্তকালে পায় মুক্তি
সাধ্য হয় অসাধ্য-সাধন।
শুনহ দ্বিজতনয় ইহাতে নাহি সংশয়
শ্রীধর্ম্মের মাহাত্ম্য এমন ॥
যিনি শিলাময় ধর্ম্ম তিনি পূর্ণ পরব্রহ্ম
ইহাতে সংশয় কিছু নাই।
গৃহাভরণ নামেতে পূজিবে এ পৃথিবীতে
তম মত রহিবে ধরায় ॥
বেশী কি কহিব আর শুনহ দ্বিজকুমার
যাহ তব গুরুর সাক্ষাতে।
ধর্ম্মতত্ত্ব সুবিস্তর কহিবেন মুনিবর
বহু তত্ত্ব পাইবে তাহাতে ॥

শুনিয়া দ্বিজ-নন্দন হোল হরষিত মন
নিরঞ্জন শূন্যেতে মিশিল।
[১৯ক] রামাঞি আনন্দ মনে মার্কণ্ডের নিকেতনে
ত্বরিত গমনে উত্তরিল॥
শিষ্য সহ মুনিবর ছিল কুটীর ভিতর
রামাঞি করিল দণ্ডবৎ।
মার্কণ্ডেয় মহামুনি আনন্দ হয়ে অমনি
কোলে করি নিল পুত্রবৎ॥
রামাঞি আনন্দ হয়ে সর্ব্ব তত্ত্ব বিস্তারিয়ে
গুরু অগ্রে কৈল নিবেদন।
শুনি মুনি প্রীত অতি কহেন রামাঞি প্রতি
ধর্ম্ম-তত্ত্ব-মাহাত্ম্য-বর্ণন॥
ধর্ম্ম-উপদেশ পেয়ে রামাঞি আনন্দ হয়ে
বিদায় লইল গুরু-স্থানে।
প্রণমিল মার্কণ্ডেরে মুনি আনন্দ অন্তরে
আশীর্ব্বাদ কৈল কায়মনে॥
ধর্ম্মশিলা উদ্ধারিতে রামাঞি আনন্দ চিতে
বল্লুকাতে করিল গমন।
ধর্ম্মপদ অরবিন্দ ভাবিয়া ত্রিপদী ছন্দ
ময়ূ[র]ক-ভট্ট-বিরচন॥

পয়ার॥

ধর্ম্ম উপদেশ পেয়ে মার্কণ্ডের স্থানে।
রামাঞি চলিল ধর্ম্মশিলা আরাধনে॥

তুলিতে ধর্ম্মের শিলা রামাঞি পণ্ডিত।
বল্লুকা নদীতে গিয়া হৈল উপনীত॥
দেবতার বাঞ্ছিত পবিত্র অতিশয়।
মধ্যস্থলে হেমগিরি চতুর্দ্দিকে পয়॥
শ্বেতদ্বীপ বলিয়া আছয়ে দিব্য স্থল।
স্নানে পানে পাপ নাশে সুপবিত্র জল॥
দেখিয়া রামাই প্রীত হৈল অতিশয়।
কভু শ্বেত কভু নীল নানাবর্ণ পয়॥
প্রণমিল বল্লুকায় ভক্তিযুত মনে।
দেখিল তীরেতে তপ করে কত জনে॥
শ্রীধর্ম্ম স্মরিয়া স্নান করি শুভ বেলা।
গভীর নীর হইতে তুলে ধর্ম্মশিলা॥
নিরখি ধর্ম্মে[র] শিলা করিয়া প্রণাম।
চিহ্ন দেখি পূজিল যাহার যেই নাম॥
[১৯খ] অষ্টক বিংশতিসংখ্য তুলিয়া পাষাণ।
পূজিল বিধান মতে দ্বিজের সন্তান॥
সর্ব্বদা পণ্ডিত রহে ধর্ম্মের ধিয়ানে।
সন্তোষ হইল ধর্ম্ম গোলোকভুবনে॥
ত্বষ্টায় ডাকিয়া কহিলেন দেবগণ।
বল্লুকাতে কর ধর্ম্ম-মন্দির-গঠন॥
বিশ্বকর্ম্মা শুনিয়া হইল আনন্দিত।
সুবর্ণমন্দির গড়ে অতি সুশোভিত॥
দেখিয়া পণ্ডিত অতি আনন্দ মনেতে।
ধর্ম্মশিলা তুলি পূজা করে মন্দিরেতে॥
যথালব্ধ ফলমূল করিয়া ভোজন।
কেবল ধর্ম্মের ধ্যানে রহে সর্ব্বক্ষণ॥

এই মতে প্রতিদিন আটাশ করিয়া।
পূজা করে ধর্ম্মশিলা মন্দিরে তুলিয়া॥
চল্লিশ বরষ অন্য কার্য্য নাহি আর।
তুলে শিলা চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার॥
শ্রীধর্ম্মের আজ্ঞামত বিধানক্রমেতে।
করিল কামিন্যা পূজা আনন্দমমেতে॥
পূজা করি ধর্ম্মশিলা চল্লিশ বৎসর।
ধর্ম্মশিলা প্রকাশিল সংসার ভিতর॥
যে যাহা প্রার্থনা করি আসে বল্লুকাতে।
রামাঞি পণ্ডিত কহে ধর্ম্ম আরাধিতে॥
ধর্ম্ম পূজে পূর্ণ করে যে যার কামনা।
ধর্ম্ম নাম পৃথিবীতে হইল ঘোষণা॥
বুঝিল সকলে এই রামাঞি পণ্ডিত।
ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন নাহিক কিঞ্চিত॥
গৃহাভরণ নামে ব্রত করিতে প্রচার।
যতেক দেবতাগণ করিয়া বিচার॥
পূজিতে ধর্ম্মের পদ আসি বল্লুকাতে।
করিল ধর্ম্মগাজন আনন্দমনেতে॥
ধর্ম্মাংশে ধর্ম্মপণ্ডিত দ্বিজের নন্দন।
[২০ক] ধর্ম্ম অধিকারী ব্রহ্মা হইল তখন॥
নারায়ণ কর্ম্মী হইল মহেশ দেউলী।
পাঠভক্ত্যা ইন্দ্র হইল নীলাম্বর মালী॥
চন্দ্র সূর্য্য হনূমান্ গরুড় মহাবীরে।
চারি জনে দ্বারী হোল এ চারি দুয়ারে॥
চরিত্রা নামেতে লক্ষ্মী ভারতী বসুয়া।
হইল আম্মিনী চারি গঙ্গা মহামায়া॥

কিন্নর গায়ক বাদক গজানন।
সন্ধ্যাবটু হইল নারদ তপোধন॥
ভোগবটু বৃহস্পতি নাঠী-পাত্র যম।
নবদণ্ডবটু যে হইল বিশ্বকর্ম্ম॥
জলাধিপ বরুণ হইল সেবা করিবারে।
কুবের ভাণ্ডারী হোল ধর্ম্মের ভাণ্ডারে॥
ভকিতা হইল তেত্রিশ কোটি দেবগণ।
মহামহোৎসবে পূজে ধর্ম্মের চরণ॥
জয় ধর্ম্ম শব্দ সদা বল্লুকার তীরে।
হরি-হর-বিরিঞ্চি ধর্ম্মের সেবা করে॥
কত শত ঋষি আসে কত শত মুনি।
পুষ্পাঞ্জলি দেয় দেবগণের রমণী॥
চারি দ্বারে রহে সদা এ চারি কোটাল।
অমূল্য চাঁদুয়া উড়ে মণ্ডপ বিশাল॥
আদ্যপূজা সারিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ।
সায়ংকালে কৈল নবদণ্ডের অর্চ্চন॥
কুজবারে নিশাকালে কামিন্যা পূজিয়া।
গাম্ভারী ছেদিল বিশ্বকর্ম্মারে লইয়া॥
মুক্তাহার ধান্য ভানে আপনি পার্ব্বতী।
সযতনে মুক্তি দিলেন পশুপতি॥
মুক্তি নিম্মঞ্চিয়া নিল দেবকন্যাগণ।
করি[ল] মুক্তির পূজা যত দেবগণ॥
পরদিনে ধর্ম্ম লয়ে বল্লুকার কূলে।
মহাস্নান করাইল সর্ব্বতীর্থজলে॥
পূর্ণিমাতে বাণপূজা সেবাদি সকল।
করিল ভকিতাগণ মহাকুতূহল॥

[২০খ]

মহাপূজা সারিলেন কমল-আসন।
বিশ্বরূপে বিশ্বরূপ দিল দরশন॥
বিস্ময়েতে বিশ্বরূপ দেখিল সবাই।
আপনাকে ধন্য মানে পণ্ডিত রামাঞি॥
চারি দিকে স্তব করে দেবতা সকল।
অনিবার দু নয়নে বহে অশ্রুজল॥
হইল পরম প্রীত ত্রিদশ-ঈশ্বর।
লভিলেন নিজ নিজ মনমত বর॥
বিশ্বরূপ সম্বরণ কৈল নিরঞ্জন।
যথাবিধি কৈল ব্রহ্মা ব্রত-সমাপন॥
আরম্ভ করিয়া ব্রত যুগাদ্যা তিথিতে।
সমাপন করিল পূর্ণিমা দিবসেতে॥
ব্রতের মাহাত্ম্য এত দেখিয়া নয়নে।
চমৎকার লাগিল সকল দেবগণে॥
কহেন কমলাসন রামাঞের প্রতি।
প্রকাশ করহ এই গাজনপদ্ধতি॥
ইহা হতে শ্রেষ্ঠ ব্রত আর কিছু নাই।
যে যাহা প্রার্থনা করে পাইবে সবাই॥
অসাধ্য-সাধন ইথে হইবে নিশ্চয়।
লভিবে ধর্ম্মের প্রীতি নাহিক সংশয়॥
সর্ব্বযজ্ঞাধিক পুণ্য পাপ-বিনাশন।
সর্ব্বকামফলপ্রদ সম্পদ-বর্দ্ধন॥
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-কল্যাণদায়ক।
অবিলম্বে রোগ-শোক-দুঃখাদিনাশক॥
দ্বাদশাশ্বমেধ যজ্ঞে যত পুণ্য হয়।
ততোধিক ফল ইথে জানিবে নিশ্চয়॥

গৃহাভরণ নাম ব্রত করে যেই জন।
শত কুল উদ্ধার করয়ে সেই জন॥
ধর্ম্মপদ-লাভ সেই করে অন্তিমেতে।
ব্রতের মাহাত্ম্য এই বুঝহ মনেতে॥
ধর্ম্ম অংশে জন্ম তব ধর্ম্ম প্রচারিতে।
কলির মানবকুলে উদ্ধার করিতে॥
সেই কর্ম্ম [২১ ক] সাবধানে কর দ্বিজসুত।
সতত তোমার অঙ্গে রহিবে অচ্যুত॥
এত শুনি রামাঞি করিছে নিবেদন।
কৃপা করি আমারে বলহ পদ্মাসন॥
পূর্ব্বে এই ব্রত কেবা করিল প্রচার।
কিরূপে হইল ধর্ম্মশিলা অবতার॥
শুনিয়া কমলাসন কহে রামাঞেরে।
চারি যুগ এই ব্রত আছয়ে সংসারে॥
শ্বেতাই পণ্ডিত সত্যে ত্রেতাতে নীলাই।
দ্বাপরে কংশাই কলিযুগেতে রামাঞি॥
চারি যুগ আছে এই ধর্ম্মের গাজন।
সংক্ষেপে কহিব তুমি করহ শ্রবণ॥
সত্যেতে শ্বেতাঞি নামে পণ্ডিত সুজন।
প্রকাশিল ধর্ম্মব্রত এ গৃহাভরণ॥
করিয়াছিলাম আমি পূর্ব্বে এই ব্রত।
গৃহাভরণ করি রবি লাভ কৈল সুত॥
ত্রেতাতে ধর্ম্মপণ্ডিত আছিল নীলাঞি।
ধর্ম্মব্রত প্রচারিয়া জগতে বেড়াই॥
দৈত্যবধ কামনাতে সহস্রলোচন।
ধর্ম্মব্রত করিয়া বধিল দৈত্যগণ॥

হইল সফল-কাম দেব শতক্রতু ।*
দ্বাপরে কংশাই হৈল ধর্ম্মপূজা হেতু ॥
যুধিষ্ঠির আদি করি যত রাজাগণ ।
গৃহাভরণ নামে কৈল ধর্ম্মের গাজন ॥
বলি বিরাট নন্দ আদি রাজাগণ যত ।
কামনা পূরণ কৈল করি ধর্ম্মব্রত ॥
সত্যাদি যুগেতে ধর্ম্মশিলা নাহি ছিল ।
তোমা হতে ধর্ম্মশিলা প্রচার হইল ॥
সাবিত্রীর শাপে শিলারূপী নিরঞ্জন ।
পূর্ব্বযুগে ঘটেতে করিত আবাহন ॥
[২১খ] কলিতে ধর্ম্ম পূজিতে হইল তব জন্ম ।
করহ পূজন সদা শিলারূপী ধর্ম্ম ॥
ধর্ম্মেতে জগত স্থিত কহে বুধগণ ।
ধর্ম্ম না থাকিলে লয় হবে ত্রিভুবন ॥
শাশ্বত পুরুষ ধর্ম্ম অচ্যুত অক্ষয় ।
কোন যুগে কোন কালে নাহি তার ক্ষয়
ধর্ম্মেতে যে রহে ধর্ম্ম রক্ষা করে তারে ।
ধর্ম্ম বিনা কিছু ধন নাহি এ সংসারে ॥
মোহঘোরে ধর্ম্ম নিন্দা করে যেই জন ।
অতি শীঘ্র হয় রোগ-শোকাদি-ব্যসন ॥
ইহকালে মহাপাপে নানা কষ্ট পায় ।
অন্তিমেতে অনন্ত নরকে সেই যায় ॥
ধর্ম্মই পরম তপ ধর্ম্ম মহাধন ।
ধর্ম্মই পরম শান্তি সুখের কারণ ॥

---

* মূলে 'সফল হইল কাম দেব শতক্রতু ।'

ধর্ম্ম বিনা বন্ধু নাই ধর্ম্ম বিনা গতি।
অন্তকালে ধর্ম্ম বিনা নাহি অব্যাহতি ॥
ধর্ম্ম হতে শ্রেষ্ঠ ভবে কিছু নাহি আর।
ধর্ম্মই পরমদেব সংসারের সার ॥
ধর্ম্মের অসাধ্য কিছু নাহি ধরাতলে।
কোন বিঘ্ন ধার্ম্মিকের নাহি কোন কালে
যথা ধর্ম্ম তথা জয় কহে বুধগণ।
অতএব কর সদা ধর্ম্ম আচরণ ॥
এত বলি উপদেশ দিল বহুতর।
শুনিল রামাঞি সহ যতেক অমর ॥
শুনিয়া পণ্ডিত রাম হইল হরষিত।
প্রণমিল পদ্মাসনে ভক্তির সহিত ॥
দেবগণে দণ্ডবৎ করিল রামাঞি।
হর্ষমনে আশীর্ব্বাদ করিল সবাই ॥
ধর্ম্মমণ্ডপেতে সবে করি স্তুতি নতি।
দেব সহ স্বরগে চলিল প্রজাপতি ॥
ধর্ম্ম লয়ে পণ্ডিত রহিল ধর্ম্মধ্যানে।
[২২ক] [শ্রী]ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ব্যাপিল ত্রিভুবনে ॥
বন্দিয়া ধর্ম্মের পদ ভক্তিযুত মনে।
শ্রীধর্ম্মপুরাণ ভট্ট ময়ূরক ভণে ॥
রহিল পণ্ডিত রাম বল্লুকার তীরে।
আসে কত মুনি ঋষি ধর্ম্ম পূজিবারে ॥
পুত্র-কামনাতে আসে কত মহাজন।
ধর্ম্মব্রতফলে পায় উত্তম নন্দন ॥
অসাধ্য রোগেতে কেহ শীর্ণকলেবর।
পণ্ডিতের কাছে আসে হইয়া কাতর ॥

করিয়া ধর্ম্মের ব্রত ধর্ম্মের কৃপায়।
অতি শীঘ্র আরোগ্য হইয়া ঘরে যায়॥
কাহারও কামনা অর্থ কারু রাজ্যপ্রাপ্তি।
কারো বিদ্যা কারু যশ কারু ধর্ম্মপ্রীতি॥
সকলের আশা পূর্ণ হয় ধর্ম্মব্রতে।
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার হইল মহীতে॥
পণ্ডিতে করয়ে সবে ধর্ম্মসম জ্ঞান।
রামাঞি করেন সদা শ্রীধর্ম্মের ধ্যান॥
ছিল রাজা হরিশ্চন্দ্র অমরানগরে।
অপুত্রক বলিয়া সকলে ঘৃণা করে॥
এক দিন বসি রাজা উদ্যান-মহলে।
নির্ব্বংশ হইনু বলি ভাবিছে বিরলে॥
বুঝিলাম রাজ্য ধন সকলি অসার।
পুত্র বিনা এ জগত হেরি অন্ধকার॥
এই চিন্তা করে নৃপ বসি নিরজনে।
দূর হতে লোক-মুখে নিন্দাবাদ শুনে॥
পথে যেতে যেতে যত অন্ত্যজ রমণী।
রাজারে নিরখি সবে করে কাণাকাণি॥
সবে কহে দেখিলাম আঁটকুড়ামুখ।
সারাদিন দুঃখে যাবে না পাইব সুখ॥
চণ্ডাল-রমণী-বাক্য যেন বজ্রপাত।
শুনিয়া রাজার [২২খ] প্রাণে লাগিল আঘাত॥
কারে কিছু না বলিয়া গেল অন্তঃপুরে।
ভেসে গেল বক্ষঃস্থল আঁখির আসারে॥
হেরিয়া কহিছে রাণী মদনাসুন্দরী।
কে কহিল মন্দ কথা কহ ত্বরা করি॥

শুনিয়া বলিল নৃপ সব বিবরণ।
পুত্রহীন জীবনেতে নাহি প্রয়োজন ॥
রাণী কহে মহারাজ দেখেছি স্বপন।
পুত্র কোলে পাইয়াছি পূজি নিরঞ্জন ॥
বরিষাতে বৃষ্টি যেন জ্ঞাতিদলে ভয়।
শেষ-নিশি স্বপন তেমনি মিথ্যা নয় ॥
রাজা বলে তবে আমি বল্লুকাতে যাই।
তথায় আছয়ে ধর্ম্ম পণ্ডিত রামাঞি ॥
তার কাছে উপদেশ করিয়া গ্রহণ।
উভয়ে করিব মোরা ধর্ম্ম আরাধন ॥
এত বলি হরিশ্চন্দ্র গিয়া বল্লুকাতে।
উপনীত হইলেন রামাঞি সাক্ষাতে ॥
রামাঞি কহিল রাজা কর অবধান।
পাইবে পুত্রের বর না হইবে আন ॥
গৃহাভরণ নামে কর ধর্ম্মের গাজন।
মনের বাসনা তব হইবে পূরণ ॥
বৈশাখী শুক্ল-তৃতীয়ায় করি অধিবাস।
সস্ত্রীক করহ ব্রত পূর্ণ হবে আশ ॥
পূর্ণিমাতে এই ব্রত কর উদ্‌যাপন।
ঘুচিবে নিশ্চয় তব মনের বেদন ॥
এত বলি হরিশ্চন্দ্র হরষিত হয়ে।
করিল ধর্ম্মের ব্রত রাণীরে লইয়ে ॥
বিধিমতে গৃহাভরণ কৈল সমাপন।
হইল ধর্ম্মের দয়া পাইল নন্দন ॥
দ্বিতীয় চরিত্রখণ্ড সুধার সমান।
শুনিবে বিস্তৃত হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান ॥

[২৩ক] ধুসদত্ত বণিক্ সে অপুত্রক ছিল।
শ্রীধর্ম্মগাজন দিয়া পুত্রবর পাইল॥
এইরূপে ধর্ম্ম-গাজন হইল প্রচার।
পৃথিবীতে পড়ে গেল জয় জয়কার॥
সাম ঋক্ যজু অথর্ব্ব আয়ুর্ব্বেদ মতে।
পূজিল ধরমশিলা রামাঞি জগতে॥
ভাবিয়া শ্রীধর্ম্মপদ-যুগলারবিন্দ।
রচিল ময়ূর ভট্ট হইয়া আনন্দ॥
ধর্ম্ম আরাধনা করে পণ্ডিত রামাঞি।
একদিন মার্কণ্ডেয় আইল তথায়॥
পূজিতে পরমব্রহ্ম দেখিতে পণ্ডিতে।
উপনীত হইলেন বল্লুকা-তীরেতে॥
রামাই আনন্দ অতি গুরু দরশনে।
প্রণমিল সভক্তিতে গুরুর চরণে॥
হৃষ্টমনে আশীর্ব্বাদ কৈল মহামতি।
জিজ্ঞাসিল রামায়েরে কুশল ভারতী॥
ধর্ম্মের দেউল দেখে বল্লুকার তীরে।
পূজিল ধরমশিলা ভকতি অন্তরে॥
ধন্য ধন্য রামাঞে কহেন তপোধন।
জগতে উত্তম কীর্ত্তি করিলে স্থাপন॥
এত বলি মহামুনি আনন্দিত অতি।
বহু উপদেশ দিল রামাঞের প্রতি॥
আধ্যাত্মিক যোগ আদি যম নিয়ম আদি।
ধর্ম্মের লক্ষণ কহিলেন যথাবিধি॥
বাহাল্য কারণ নাহি কহিনু ভাষায়।
ধর্ম্মতত্ত্ব মূল কথা শুন নররায়॥

শুনিয়া পরমতত্ত্ব রামাঞি পণ্ডিত।
জিজ্ঞাসিল গুরুদেবে হয়ে আনন্দিত॥
কৃপা করি আমারে বলহ তপোধন।
ধর্ম্মশিলা কূর্ম্মমূর্ত্তি হৈল কি কারণ॥
আরও দেখি ধর্ম্ম-[২৩খ]-শিলা অতি সুলক্ষণ।
কেন নাহি দেখি তাহে কূর্ম্মের গঠন॥
ইহার কার[ণ] কিবা বল দয়া করে।
অবিদিত কিছু তব নাহি এ সংসারে॥
শুনিয়া কহিছে মার্কণ্ডেয় মহামতি।
শ্রবণ করহ দ্বিজ পূর্ব্বের ভারতী॥
পুরাকালে দেবাসুর মিলি সর্ব্বজনে।
সাগরে মন্থন কৈল সুধার কারণে॥
মন্দর পর্ব্বত মন্থ[ন]র দণ্ড হৈল।
কূর্ম্মরূপ ধরি হরি মন্দরু ধরিল॥
পুষ্পবৎ পৃষ্ঠে রহে সচল মন্দর।
জলমগ্ন তাহাতে না হৈল গিরিবর॥
বাসুকি মন্থন-রজ্জু হইল তাহায়।
সাগর মথিয়া সবে নানা রত্ন পায়॥
কৌস্তুভ রতন অশ্ব মনোহর অতি।
চন্দ্র লক্ষ্মী পারিজাত ঐরাবত হাতী॥
উঠিল অমৃতভাণ্ড বিষ ভয়ঙ্কর।
দ্রব্য দেখি হরষিত যতেক অমর॥
সকল দেবতা মেলি সুধা পান কৈল।
বিষ পানে মহাদেব নীলকণ্ঠ হোল॥
সমাপিয়া মন্থন আনন্দে দেবগণ।
পূজিলেন কূর্ম্মরূপী দেব জনার্দ্দন॥

করিয়া বাস্থকি পূজা নানা উপচারে।
করিল অনেক স্তব কূর্ম্ম অবতারে॥
সদয় হইয়া কূর্ম্মরূপী নারায়ণ।
দেবতাগণের প্রতি বলেন বচন॥
লহ বর দেবগণ মনোনীত যাহা।
মম বাক্যে অবশ্য পূরণ হবে তাহা॥
শুনিয়া দেবতাগণ সবিনয়ে কয়।
অন্য বরে প্রয়োজন নাহি দয়াময়॥
তোমার কৃপায় হৈল সুধার উদ্ধার।
ইহার অধিক বর কি চাহিব আর॥
এক ইচ্ছা পূরণ করহ [২৪ক] দয়াময়।
কূর্ম্মমূর্ত্তি পূজা যেন পৃথিবীতে রয়॥
বাস্থকি হইতে পাইনু বহু উপকার।
নাগমূর্ত্তি রহে যেন সঙ্গে আপনার॥
পূর্ব্বেতে কমঠ নাগ হইয়া শ্রীহরি।
সৃষ্টির কারণেতে রাখিলে ধরা ধরি॥
অতএব কূর্ম্ম আর নাগের মূরতি।
পূজে যেন সকলেতে ভক্তি করি অতি॥
সমুদ্র মন্থনকালে কূর্ম্মের পূজন।
প্রকাশ থাকয়ে যেন এ তিন ভুবন॥
সর্ব্বদেব তুষ্ট হবে কূর্ম্মের পূজনে।
এ কীর্ত্তি রাখিতে হবে আপনার গুণে॥
তথাস্তু বলিয়া হরি করিল স্বীকার।
কলি যুগে এই মূর্ত্তি হইবে প্রচার॥
ধর্ম্ম নামে কূর্ম্মমূর্ত্তি হইবে পূজিত।
এত শুনি সকল দেবতা আনন্দিত॥

স্বর্গধামে চলিল যতেক দেবগণ।
গোলোকে গেলেন হরি আনন্দিতমন ॥
তারপর সাবিত্রীর শাপে ভগবান।
বল্লুকাতে রহিলেন হইয়া পাষাণ ॥
আমিনী ভক্তাদি শঙ্খ চক্র পদ্মাসন।
পাদপদ্মযুক্ত শিলা হৈল অগণন ॥
পরে দেবতার বাক্য স্মরণ করিল।
অধিকাংশ নাগ সহ কূর্ম্মাকৃতি হৈল ॥
কেহ নাগ কেহ কূর্ম্ম কেহ অন্যরূপ।
সকলে সমান পরব্রহ্মের স্বরূপ ॥
পূরণ করিতে দেবতার অভিলাষ।
ধর্ম্ম নামে সর্ব্বশিলা হইল প্রকাশ ॥
পূর্ণব্রহ্মময় সবে সর্ব্বকামপ্রদ।
সকল কল্যাণদাতা নাশে সর্ব্বাপদ ॥
এই কহিলাম ধর্ম্মশিলা বিবরণ।
[২৪খ] শুনিয়া রামাঞি হইল আনন্দে মগন ॥
কহিল অনেক তত্ত্ব মৃকণ্ডু-নন্দন।
পূজিলেন ভক্তিভাবে শ্রীধর্ম্মচরণ ॥
রামাঞি গুরুর সেবা করে সযতনে।
আশীর্ব্বাদ করি মুনি চলিল স্বস্থানে ॥
ভাবি ধর্ম্ম অবতারচরণারবিন্দ
ময়ূরক ভট্টে কয় হইয়া আনন্দ ॥**॥
এইরূপে ধর্ম্ম পূজে পণ্ডিত রামাঞি।
ধর্ম্ম ধ্যান ধর্ম্ম জ্ঞান বিনা কিছু নাঞি ॥
যৌবন হইল গত বৃদ্ধকাল আসে।
তথাপি পূজয়ে ধর্ম্ম মনের হরিষে ॥

ক্রমে ক্রমে রামাঞি হইল বলহীন।
শ্রীধর্ম্ম সেবার তরে ভাবে নিশিদিন ॥
এত দিনে পণ্ড বুঝি হৈল সব কর্ম্ম।
প্রকাশ করিতে বুঝি নারিনু শ্রীধর্ম্ম ॥
শিলারূপী নিরঞ্জনে কেমনে পূজিব।
ভাবিয়া ধর্ম্মের [রূপ] দেহ ত্যায়াগিব ॥
স্থবির জীবনে আর প্রয়োজন নাঞি।
মুক্তি-ভিক্ষা চাহি লব শ্রীধর্ম্মের ঠাঁঞি ॥
সার্থক হইল জন্ম ধর্ম্ম সেবা করি।
পূজিল সকল জনে শিলারূপী হরি ॥
বলহীন দেহ লয়ে কি করিব আর।
নির্ব্বিকল্প সমাধিতে ছাড়িব সংসার ॥
আর একবার দুই নয়ন ভরিয়া।
নিরখি ধর্ম্মের রূপ ত্যজিব এ কায়া ॥
এত ভাবি মহাযোগী পণ্ডিত রামাঞি।
একমনে চিন্তা [২৫ক] করে অনাদ্য গোসাঞি
মনে অর্ঘ্য মনে পুষ্প মনে উপচার।
মানসোপচারে পূজে আদি করতার ॥
মিশায়ে মানসপুষ্পে ভক্তির চন্দন।
শ্রীধর্ম্মের পাদপদ্মে করে নিবেদন ॥
যথাবিধি মানসেতে পূজিল শ্রীধর্ম্ম।
সদয় হইল দেব বুঝি ভক্তমর্ম্ম ॥
সদয় হইয়া কহে রামাঞের প্রতি।
কোন্ বর প্রয়োজন বলহ সম্প্রতি ॥
শুনিয়া ধর্ম্মের বাণী কহিছে রামাই।
দয়া করি মুক্তি দিন এই বর চাই ॥

এ জীবনে আর মম নাহি প্রয়োজন।
দয়া করে দেহ দাসে অভয়-চরণ॥
এত বলি দ্বিজসুত কাঁদিয়া পড়িল।
শান্ত মূর্ত্তি হয়ে ধর্ম্ম সেবকে তুলিল॥
পালট হইবে দেহ জাহ্নবী-তরঙ্গে।
সে দিন আসিবে তুমি আমার শ্রীঅঙ্গে॥
এই বর দিনু তোমা শুনহ রামাই।
তোমার বাক্যেতে আমি তুষ্ট সর্ব্বদাই॥
পঞ্চম বেদোক্ত কর পূজার বিধান।
কলিতে বাড়াবে তুমি আমার সম্মান॥
তোমার কথিত ধর্ম্ম ব্রতের বিধানে।
ধর্ম্মশিলা পূজন করিবে সর্ব্বজনে॥
কিছু দিন অবনীতে কর অবস্থিতি।
অন্তেতে হইবে তব মম ধামে গতি॥
কলিতে হইবে জীব পাপ-কর্ম্মে রত।
কলির মাহাত্ম্য কই শুন দ্বিজসুত॥
পাপ কর্ম্মে রত হবে যত সব নর।
ময়ূরক ভট্ট ভণে [২৫খ] স্মরি মায়াধর॥

ত্রিপদী।

রামায়ে কহিছে ধর্ম্ম বুঝহ কলির মর্ম্ম
পাপ কর্ম্মে রত হবে নর।
কলির দাপটে সবে ধর্ম্মাধর্ম্ম না মানিবে
দ্বিজ হবে শূদ্রের নফর॥
না রহিবে জাতিভেদ দ্বিজ না পঠিবে বেদ
হবে খেদ কামিনী কাঞ্চনে।

লভিলে সামান্য ধন গুপ্ত ভাবে দ্বিজগণ
লিপ্ত হবে অন্ত্যজ-ওদনে ॥
কামে হয়ে আত্মহারা হরিবে শূদ্রের দারা
নিজ দারা যেন ভুজঙ্গিনী ।
নিরখিলে বিষ্ণুশিলা মনেতে বাসিবে ঢেলা
ফুলমালা ভুঞ্জিবে আপনি ॥
বিজাতির ভাষা গান করিবে দ্বিজ-সন্তান
জাতিমান আপনি খোয়াবে ।
দুহিতার লবে পণ হরিবে দেবের ধন
সদা মন বিষয় বিভবে ॥
দেবতা ব্রাহ্মণে মতি না করিবে শূদ্র জাতি
দিবা রাতি লোভেতে কাতর ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যায়াগিয়ে ধন কড়ি অর্থ লয়ে
কোন্দল বাড়াবে পরস্পর ॥
ভাঙ্গিয়া দেবের ভিটা রচিবে আপন কোঠা
খোঁটা দিবে করি উপকার ।
না কহিবে মিষ্ট বোল গুরুশিষ্যে গণ্ডগোল
দুগ্ধ ঘোল সমান পশার ॥
মিলিয়া যতেক গণ্ড পণ্ডিতে কহিবে ভণ্ড
রাজদণ্ড কড়িতে এড়াবে ।
নীচকুলে হবে রাজা সদায় পীড়িবে প্রজা
লঘু পাপে গুরু সাজা দিবে ॥
হইতে অর্থের দাস করিবে সকলে আশ
মিথ্যা ভাষ কহিবে বিচারে ।
নরহত্যা করি গুপ্ত সঙ্গেতে পুরুষ সপ্ত
[২৬ক] হবে লিপ্ত নরক ভিতরে ॥

বসুদেবাত্মজসুত বিচরিয়া অভিভূত
আহত করিবে নরকুলে ।
কামেতে হইয়া মগ্ন করিবে শরীর ভগ্ন
রুগ্ন দেহে ভুগিবে সকলে ॥
তথাপি মানব যত কামেতে হইয়া রত
আত্মাহিত* বাসনা করিবে ।
হরিতে পরের বধূ মনেতে চিন্তিবে শুধু
মধুলোভে যেন মক্ষি সবে ॥
ভগিনী হরিবে ভ্রাতা দুহিতা হরিবে পিতা
বিমাতা সহিত রসরঙ্গে ।
শাশুড়ী জ্যেঠাই মাসী গুরুজায়া খুড়ী পিসী
রসিকতা ভাগ্নেবৌ সঙ্গে ॥
পিতার জননী সহ প্রণয়ে মজিবে কেহ
গুপ্তদেহ দেখাবে সকলে ।
পুত্রবধূ প্রণয়েতে বাসনা শ্বশুর চিতে
কি রূপেতে লভিব বিরলে ॥
এই সব কদাচারে রত হলে যত নরে
সুরপুরে যাবে সুরধুনী ।
দেবদেবী না পূজিবে পূর্ব্বকীর্ত্তি উঠে যাবে
তীর্থ ছাড়া হইবে অবনী ॥
গাভীতে হরিবে পয় দেশে হবে দস্যুভয়
জলাশয় রবে বহু দূরে ।
নাহি মুঞ্জরিবে তরু জলধি হইবে মরু
চারু শোভা না রবে সংসারে ॥

---

* মূলে 'আত্মাহত' ।

ভাবিয়া ভবিষ্যবাণী চক্ষেতে পড়িল পাণি
কেমনে অবনী সবে ভার।
কলুষে করিতে ধ্বংস সৃজিনু পণ্ডিতবংশ
মম অংশে তোমার আকার॥
হরিতে ধরণী-ভার আমি ধর্ম্ম অবতার
[২৬খ] শিলাকার সাবিত্রী শাপেতে।
শুনহ তাহার মর্ম্ম প্রচার করিতে ধর্ম্ম
জন্ম তব হইল কলিতে॥
কলুষিত ধরাধাম বিতরিতে ধর্ম্মনাম
তব নাম পণ্ডিত রামাই।
জীবন ছাড়িলে তুমি মরু হবে মর্ত্ত্যভূমি
নীচগামী হইবে সবাই॥
তাই সবিশেষ কহি উদ্ধার করিতে মহী
সহি রহ জীবের কারণ।
নরগণে দিতে মুক্তি ধর পুনঃ নবশক্তি
মম যুক্তি শুন বাছাধন॥
রাখহ আমার বাণী অবীরা কন্যারে আনি
পাণি তার করহ গ্রহণ।
বৈদিক বিধান মতে বাধা নাহি বিবাহেতে
সর্ব্বশাস্ত্রে আছয়ে লিখন॥
রাখিতে আমার কীর্ত্তি জন্মাহ তাহে সন্ততি
খ্যাতি রাখ ভারত ভুবনে।
তুমি ধার্ম্মিকের শ্রেষ্ঠ পূরাব তব অভীষ্ট
হৃষ্টচিত্তে ময়ূরক ভণে॥

পয়ার।

এত শুনি রামাঞি করিছে নিবেদন।
কেন হেন আদেশ করিছ নিরঞ্জন॥
বৃদ্ধকালে হৈল মোর জীর্ণ শরীর।
আপনার কায়াতে আপনিহ অস্থির॥
বয়স হইল মোর এক শত চার।
বিবাহ-বন্ধনে প্রভু কেন বাঁধ আর॥
সেবিয়া চরণ তব কেটে গেল কাল।
বৃদ্ধকালে কেন আর বাড়াবে জঞ্জাল॥
জরাতে হইল জীর্ণ মম কলেবর।
মুক্তি দাও আমারে ঠাকুর মায়াধর॥
এতেক শুনিয়া ধর্ম্ম কহেন তখন।
শুনহ আমার বাক্য দ্বিজের নন্দন॥
[২৭ক] দেবগণ সাগর মথিল যেই কালে।
কূর্ম্মরূপে ধরেছিনু মন্দর অচলে॥
তাহাতে হইয়া প্রীত যতেক অমর।
পূজা করি আমায় চাহিল শেষে বর॥
কূর্ম্মরূপ হইতে পাইনু বহু উপকার।
কূর্ম্মমূর্ত্তি পূজা যেন থাকয়ে প্রচার॥
এই কীর্ত্তি তা হলে জানিবে জগজনে।
মথিল সমুদ্রনীর যত দেবগণে॥
দেবতার সেই আশা করিতে পূরণ।
কূর্ম্মরূপী ধর্ম্মশিলা আমি নিরঞ্জন॥
কলিযুগে সেই শিলা করিতে প্রচার।
তোমারে সৃজন কৈনু পণ্ডিত আকার॥

সেই শিলা সকলেরে করি বিতরণ।
রাখহ আমার কীর্ত্তি দ্বিজের নন্দন॥
তুমি যদি দেহত্যাগ কর এই ক্ষণে।
কিরূপেতে মম কীর্ত্তি থাকিবে ভুবনে॥
এখনও তোমার বাকি আছে বহু কর্ম্ম।
তব বংশধর বিনা কে পূজিবে ধর্ম্ম॥
তব বংশধর হতে যত পাব প্রীত।
গৃহাভরণ ব্রতেতে নাহিক হবে তত॥
শুনহ রামাঞি মম কথা সাবধানে।
ধর্ম্মশিলা উদ্ধারিলে অনেক যতনে॥
সর্ব্বস্থলে না হইল ধর্ম্মের প্রচার।
কে পূজিবে সেই শিলা দেহান্তে তোমার
বার্দ্ধক্যের তরে চিন্তা না কর অন্তরে।
মম বাক্যে জরা ক্ষয় হইবে সত্বরে॥
কিন্তু এই মহাকীর্ত্তি রাখিতে ভুবনে।
[২৭খ] অবশ্যই চাই বিপ্র তোমার নন্দনে॥
অতএব শুন তুমি আমার ভারতী*।
পুত্র জন্মাইয়া রাখ তব বংশ খ্যাতি॥
বাড়িবে ধর্ম্মমাহাত্ম্য অবনী মাঝার।
উদ্ধার হইবে পূর্ব্বপুরুষ তোমার॥
সকল জানহ তুমি আগম পুরাণ।
যাযাবর বংশে জরৎকারু উপাখ্যান॥
অগস্ত্য বশিষ্ঠ ব্যাস আদি মুনিগণ।
বিবাহ করিয়া কৈল পুত্র উৎপাদন॥

---

* মূলে 'ভারথি'।

অতএব রামাঞি করহ পরিণয়।
শুনিয়া দ্বিজের সুত নিরঞ্জনে কয়॥
করেছি প্রতিজ্ঞা উপবীত সময়েতে।
ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব বিধিমতে॥
যতক্ষণ জীবন রহিবে এ শরীরে।
কামভাবে না ভাবিব কোন রমণীরে॥
অতএব হেন কথা কেন নিরঞ্জন।
শুনিয়া কহেন ধর্ম্ম রামায়ে তখন॥
রাখিতে তোমার বংশ আমার বাসনা।
তব বংশ বিনা মম না হবে অর্চ্চনা॥
তব বংশে সদত প্রসন্ন হব আমি।
তাই বলি মম বাক্য রাখ দ্বিজ তুমি॥
দাসীভাবে কন্যা এক করহ গ্রহণ।
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত তব না হবে লঙ্ঘন॥
করিবে পূজা উদ্‌যোগ গন্ধ পুষ্পমালা।
শুশ্রূষা করিবে তব না করিবে হেলা॥
[২৮ক] যথাকালে ধর্ম্ম অর্ঘ্য করাইও পান।
তাহাতে জন্মিবে তব উত্তম সন্তান॥
রামাঞের পুত্র তারে কহিবে সকলে।
ধর্ম্মশিলা প্রচার হইবে ধরাতলে॥
তাহা হইতে তব নাম রহিবে ধরায়।
সন্তোষ হইব আমি তাহার পূজায়॥
এবমস্তু বলিয়া রামাই সায় দিল।
শুনিয়া পরমেশ্বর অতি প্রীত পাইল॥
আপনি আপন কীর্ত্তি রাখিতে সংসারে
দক্ষিণ চরণে এক কন্যা জন্ম করে॥

জন্মমাত্র সেই কন্যা যুড়ি দুই কর।
কি কার্য্য সাধিব তব কহ মায়াধর ॥
ধর্ম্ম বলে তব নাম দিনু কেশবতী।
রামাই নিকটে তুমি থাকহ সম্প্রতি ॥
রামায়ের সেবা পূজা কর ভালমতে।
উদ্‌যোগ করিয়া দিবে ধর্ম্ম আরাধিতে ॥
তোমার সেবাতে তুষ্ট হইলে রামাঞি।
পুত্রবর চাহি লবে পণ্ডিতের ঠাঞি ॥
রামায়ের সেবা কর যাবৎ জীবন।
অন্তকালে মম অঙ্গে হইবে মিলন ॥
দাসী দিয়া রামায়েরে চলিলেন ধর্ম্ম।
ধর্ম্মের আদেশ মতে করে দাসী কর্ম্ম ॥
পুষ্প তুলে আনি দেয় পূজার কারণে।
রামায়ের সেবা পূজা করে নিশিদিনে ॥
রামায়েরে তুষ্ট করে দাসী কেশবতী।
হেরিয়া পণ্ডিত রাম আনন্দিত অতি ॥
বন্দিয়া ধর্ম্মের পদ ভক্তিযুত মনে।
শ্রীধর্ম্মপুরাণ দ্বিজ ময়ূরকে ভণে ॥

[২৮খ] দীর্ঘ ত্রিপদী।

সুচরিত্রা কেশবতী মনেতে আনন্দ অতি
ভাবে সদা ধর্ম্মের চরণ।
শাস্ত্রের বিধান মত পূজার উদ্‌যোগ যত
রামাঞে যোগায় অনুক্ষণ ॥
সদা রহে শুদ্ধভাবে পূজা করে ধর্ম্ম দেবে
ব্রহ্মচর্য্য পালে যতনেতে।

যাজ্ঞসেনী বাসুদেবে পূর্ব্বে সেবিল যে ভাবে
সেইরূপ সেবিল পণ্ডিতে ॥
রামাই নব উদ্যমে ধর্ম্মের আদেশ ক্রমে
পুনঃ ধর্ম্মব্রতে কৈল মতি।
করিতে গৃহাভরণ কৈল নানা আয়োজন
হেরিয়া আনন্দ কেশবতী ॥
বল্লুকা তীর্থপ্রধান ধর্ম্মশিলা অধিষ্ঠান
মহাসিদ্ধ পণ্ডিত রামাই।
ধর্ম্মবরে জরা হত দিব্য দেহ সুগঠিত
তাম্র উপবীত শোভে তায় ॥
দ্বিতীয় সূর্য্য সমান ব্রহ্মতেজ দীপ্যমান
দেখিবারে আসে কত জন।
পূজিয়া পরম ঈশ্বরে মনস্কাম পূর্ণ করে
জয় ধর্ম্ম শব্দ ঘনে ঘন ॥
ধর্ম্মব্রত বল্লুকায় করিছে পণ্ডিত রায়
শুনি সবে আইসে সত্বর।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ বৈশ্য শূদ্র অগণন
আনে পূজাদ্রব্য মনোহর ॥
ভক্তা হৈল চারি জাতি ছদ্মবেশে ভগবতী
আমিনী হইল কুতূহলে।
ধর্ম্মোক্ত সাংজাত মত সেবা করে ভক্তা যত
মহানন্দ দেবতা সকলে ॥
আসি দেবদেবীগণ পূজা করে নিরঞ্জন
পারিজাতপুষ্প বৃষ্টি করে।
[২৯ক] শঙ্খ ঘণ্টার শব্দে ঘন 'জয় ধর্ম্ম' নাদে
মহোৎসব বল্লুকার তীরে ॥

রামাই পণ্ডিত মুখে ধর্ম্মতত্ত্ব শুনি সুখে
সবে মনে করিল কল্পনা।
যাহার এত মাহাত্ম্য সকলে হইল মত্ত
সেই শিলা করিব অর্চ্চনা॥
হইল ব্রত সমাপন মহা প্রীত নিরঞ্জন
কহে সবে রামাই পণ্ডিতে।
শুনহ দ্বিজের সুত করহ মোদের হিত
ইচ্ছা হয় ধর্ম্ম আরাধিতে॥
শিলারূপী ধর্ম্ম দেবে স্বয়ং পূজিব সবে
প্রতি জনে দেহ ধর্ম্মশিলা।
ভক্তাধীন নিরঞ্জন সবার সমান ধন
আমাদিকে না করিবে হেলা॥
শুনিয়া পণ্ডিত কহে ধর্ম্মপূজা সোজা নহে
রক্ত লৌহে করহ ধারণ।
শূদ্রাদি সঙ্কর তবে ধর্ম্মশিলা পরশিবে
না ঘটিবে দোষ কদাচন॥
ধর্ম্মের আদেশ মতে কূর্ম্ম-মূর্ত্তি প্রচারিতে
রামাঞের মনেতে পড়িল।
ধর্ম্মশিলা বিলাইতে হইল উৎসুক চিতে
তাম্র দিতে মনন করিল॥
শুনি যত দ্বিজগণ রামায়ে কহে তখন
বিবরণ না পারি বুঝিতে।
যিনি শিলারূপী ধর্ম্ম নিরঞ্জন পরব্রহ্ম
শূদ্রে তাহা পূজিবে কি মতে॥
বিধি করিল নির্ণয় বিনা ব্রাহ্মণ-তনয়
বেদে কারু নাহি অধিকার।

তাহা বুঝি মিথ্যা হয় ঘটিল মনে সংশয়
ভেদাভেদ না রহিল আর ॥
শূদ্রাদি সঙ্করগণ করিয়া তাম্র ধারণ
উচ্চারিয়া প্রণবাদি বেদ।
কেমনে পূজিবে ধর্ম্ম বুঝিতে নারিনু মর্ম্ম
কিরূপে রহিবে জাতিভেদ ॥
শুনিয়া কহে রামাই তাথে কোন দোষ নাই
শুন সবে তাহার কারণ।
পূর্ব্বে কূর্ম্ম অবতারে অমরে প্রার্থনা করে
এ মূর্ত্তি পূজিবে সর্ব্বজন ॥
রাখিতে দেবের বাণী পরাৎপর চক্রপাণি
কূর্ম্মাকার হৈল বল্লুকাতে।
করিয়া তাম্রধারণ পূজিবেক সর্ব্বজন
প্রণবাদিবর্জ্জিত মন্ত্রেতে ॥
সকল জাতিতে যেন করি নম উচ্চারণ
পূজা করে লিঙ্গরূপী হর।
সেইরূপ তাম্র ধরি নমো ধর্ম্মায় উচ্চারি
পূজিবেক শূদ্র আদি নর ॥
জাতিভেদ কেন যাবে যে যার স্বভাবে রবে
পণ্ডিতের পালিবে বিধান।
কেবল তাম্রের গুণে পরশিবে নিরঞ্জনে
ধর্ম্মবরে হইবে কল্যাণ ॥
আর কেশবতীসুত জন্মিবে ধর্ম্ম পণ্ডিত
বংশ যত বাড়িবে তাহার।
যে বিধি আছয়ে তন্ত্রে প্রণবাদি বেদমন্ত্রে
পূজিবেক সবে করতার ॥

রামাই-বংশ-সম্ভূত জগতে হইবে খ্যাত
কেশবতী-গর্ভে জনমিবে।
আর যত দ্বিজগণ করি বেদ উচ্চারণ
আসি নিরঞ্জনে পুষ্প দিবে॥
শুনি যত দ্বিজগণ হৈল হরষিত মন
রামাই কহিল সর্ব্বজনে।
ব্রাহ্মণাদি সর্ব্বজন শুনহ মম বচন
যদ্যপি পূজিবে নিরঞ্জনে॥
ব্রাহ্মণ সকল ভিন্ন আর যত জাতি অন্য
রক্ত-লৌহ করহ ধারণ।
আছয়ে যাহা সাংজাতে সেইরূপ বিধিমতে
সুপবিত্র কর দেহ মন॥
বিনা তাম্র উপবীত ধর্ম্ম না হইবে প্রীত
অতএব শুন সর্ব্বজন।
করিয়া তাম্র ধারণ পূজা কর নিরঞ্জন
সদাচারে থাকি সর্ব্বক্ষণ॥
শুনিয়া এতেক বাণী আপনাকে ধন্য মানি
হরষিত হোল সর্ব্বজন।
করিয়া ভকতি অতি কহে পণ্ডিতের প্রতি
রক্তায়স করাহ ধারণ॥
[৩০ক] যেমত আছে বিধান কর সবে তাম্রদান
প্রকাশহ আচার বিচার।
অদ্যাবধি সকলেতে রহিব তোমার মতে
তন্ত্র মন্ত্র শিখাও পূজার॥
পূজা করি নিরঞ্জন করি সার্থক জীবন
পরকালে হইবে উদ্ধার।

শুনি রামাই পণ্ডিত হৈল অতি হরষিত
তাম্রদান করিল সবার ॥
বিনা যত দ্বিজগণ করিল তাম্র ধারণ
যথাবিধি সাংজাত মতে ।
তন্ত্র মন্ত্রাদি পূজার পণ্ডিতে[র] সদাচার
উপদেশ দিল বিধিমতে ॥
শিলারূপী নিরঞ্জনে দিলেন প্রত্যেক জনে
আনন্দিত হইল সবাই ।
ভকতি পূর্ব্বক অতি পণ্ডিতে করিয়া নতি
শিলা লয়ে নিজ ঘরে যায় ॥
এইরূপে কত জন করে সদা আগমন
লয়ে যায় ধর্ম্মরূপী শিলা ।
পূজে সবে ভক্তিচিতে প্রকাশিল পৃথিবীতে
অনাদি ধর্ম্মের যত লীলা ॥
এইরূপে বল্লুকায় আনন্দে রহে রামাই
ধর্ম্মশিলা প্রকাশে জগতে ।
হরষিত কেশবতী ধর্ম্ম সেবে দিবারাতি
গুরু জ্ঞানে সেবয়ে পণ্ডিতে ॥
সাংজাত পুরাণখণ্ড ধর্ম্মনাম সুধাভাণ্ড
শ্রবণে কলুষ বিনাশন ।
ধর্ম্মপদ অরবিন্দে ভাবিয়া ত্রিপদী ছন্দে
আনন্দে ময়ুর বিরচন ॥

———

পয়ার ॥

সুপবিত্রা কেশবতী অতিহৃষ্টমন ।
ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপণ্ডিতে সেবে সর্ব্বক্ষণ ॥
নানামতে সেবা করে বিংশতি বৎসর ।
হর্ষ হয়ে রামাঞি চাহিল দিতে বর ॥
কেশবতী কহে প্রভু করি নিবেদন ।
অন্য [৩০খ] বরে এ দাসীর নাহি প্রয়োজন
তব সম পুত্র এক মম গর্ভে হবে ।
অনুগ্রহ করি এই বর দিতে হবে ॥
তথাস্তু বলিয়া রামাই কৈল বর দান ।
স্মরিল ধর্ম্মের বাক্য পূর্ব্বের বিধান ॥
ধর্ম্ম স্মরি অর্ঘ্য-বারি আনিল ত্বরায় ।
কেশবতী-হস্তে দিল পণ্ডিত রামাই ॥
যথাকালে পান কোর এ অর্ঘ্য-জীবন ।
ধর্ম্মবরে হবে তব উত্তম নন্দন ॥
পুরাকালে যুবনাশ্ব নৃপতি যেমন ।
যজ্ঞজল পানে গর্ভ করিল ধারণ ॥
সেইরূপ ধর্ম্ম বরে তুমি কেশবতী ।
ধর্ম্ম অর্ঘ্য পানেতে হইবে গর্ভবতী ॥
নাহিক সংশয় পুত্র পাবে সুপণ্ডিত ।
এত শুনি কেশবতী হৈলা আনন্দিত ॥
যথাকালে ধর্ম্ম স্মরি অর্ঘ্য পান কৈল ।
সেই শুভ দিনে গর্ভ ধারণ করিল ॥
দশ মাস দশ দিন হইল তাহার ।
প্রসবিল কেশবতী উত্তম কুমার ॥

পুত্র দেখি কেশবতী আনন্দিত অতি।
জাতকর্ম্ম রামাই সারিল শীঘ্রগতি॥
ধাত্রী আসি নাভিচ্ছেদ করিল তাহার।
পত্রের কুটীরে শিশু ব্রাহ্মণ আকার॥
হেরিয়া সুন্দর শিশু আনন্দ রামাই।
সযতনে নামকরণ কর্ম্ম কৈল সায়॥
ধর্ম্ম সেবি কেশবতী পাইল তনয়।
ধর্ম্মদাস নাম রাখে যত মুনিচয়॥
যথাকালে রামাঞি সারিল নিষ্ক্রামণ।
কেশবতী মহাসুখী পাইয়া নন্দন॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু অতি চমৎকার।
ষষ্ঠ মাসে অন্ন দিল মুখেতে তাহার॥
দেখিবারে আসে মুনিঋষি কত জন।
স্নেহেতে রামাঞি করে বদন চুম্বন॥
পঞ্চম বৎসরে [৩০ক] শিশু যখন পড়িল।
নানা বিদ্যা রামাঞি তাহারে শিখাইল॥
অল্প দিনে শেষ কৈল শাস্ত্র সমুদায়।
কেশবতী রামাই আনন্দ অতিশয়॥
কেশবতী প্রতি কহে পণ্ডিত রামাই।
দিয়াছে সুন্দর পুত্র তোমারে গোসাঞি॥
ধর্ম্মের লক্ষণ দেখি বালক-শরীরে।
করিবে শ্রীধর্ম্মপূজা অবনী মাঝারে॥
ধর্ম্মদাস প্রকাশিবে ধর্ম্ম অবতার।
পঞ্চম বেদোক্ত পূজা করিবে প্রচার॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু অতি চমৎকার।
হইল নবম বর্ষ বয়[ঃ]ক্রম তার॥

তাম্র দিতে বিধি করে পণ্ডিত রামাঞি।
মনে মনে কেশবতী ভাবে সর্ব্বদায় ॥
মম পুত্রে তাম্র দিতে করিলে মনন।
ধর্ম্মদাস কেমনে পূজিবে নিরঞ্জন ॥
শিশুমতি ধর্ম্মদাস অতি জ্ঞানহীন।
ধর্ম্মের পূজা-পদ্ধতি বড়ই কঠিন ॥
পণ্ডিত করিল পূজা শুদ্ধ চিত্ত মনে।
বালক হইয়া পূজা করিবে কেমনে ॥
রামাঞি পণ্ডিত কহে শুন কেশবতী।
বলিব তোমায় কিছু বিশেষ ভারতী* ॥
তাম্র উপবীত দিব তোমার কুমারে।
পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি রহিবে সংসারে ॥
দেখিলাম ন্যায় শ্রুতি করিয়া বিচার।
ধর্ম্মদাস ধর্ম্মশিলা করিবে প্রচার ॥
বাড়াইবে ধরা মাঝে ধর্ম্মের সম্মান।
শিখাই[বে]ব যথাবিধি পূজার বিধান ॥
কেশবতী কহে প্রভু নিবেদি চরণে।
দিও না তাম্রের সূত্র আমার নন্দনে ॥
আপনারে শাপিল দুর্ব্বাসা তপোধন।
তায় তাম্র উপবীত করিলে ধারণ ॥
ধর্ম্মদাসে কেহ নাহি দিল শাপবাণী।
সূত্র উপবীত দিতে বাধা কিবা শুনি ॥
[৩১খ] যথাবিধি উপবীত করিয়া গ্রহণ।
পূজিবে ধরমশিলা আমার নন্দন ॥

---

* মূলে ভারথি।

এইরূপ বিধান করহ মহাশয়।
তোমার বাক্যেতে ধর্ম্ম হইবে সদয়॥
পণ্ডিতের নানারূপ আচার বিচার।
পালিতে নারিবে তাহা আমার কুমার॥
শুনেছি তোমার মুখে আগম পুরাণে।
অহং জ্ঞান না রহিবে পণ্ডিতের মনে॥
পণ্ডিত হইয়া যেবা ধর্ম্ম মানে নাই।
অভিমানে পরিপূর্ণ ফেটে মরে তাই॥
পণ্ডিত হইয়া যেবা শূদ্রজল খাবে।
কোপদৃষ্টে ধর্ম্ম তারে অভিশাপ দিবে॥
কাম-ক্রোধ-পরবশ কিম্বা লোভিজন।
না পারিবে ধর্ম্মশিলা করিতে পূজন॥
মাৎসর্য্যে স্পর্শিবে শিলা যেই দুরাচার।
ব্যাধিগ্রস্ত হবে মূঢ় না পাবে নিস্তার॥
তাম্রসূত্র পরি যেবা করে প্রবঞ্চনা।
ডুবিবে নরককুণ্ডে সেই পাপী জনা॥
তাই পদে ধরে কহি করিয়া বিনয়।
যজ্ঞসূত্র ধর্ম্মদাসে দাও মহাশয়॥
আমার সন্তানে দাও সূত্র উপবীত।
এই ভিক্ষা দিতে মোরে কর না বঞ্চিত॥
এত দিন রাখিয়াছি তব পদে মতি।
করুণা নয়নে চাহ অভাগিনী প্রতি॥
শুনিয়া রামাঞি তবে করিল উত্তর।
বাসনা পূরাব তব না হও কাতর॥
শুভদিন রামাঞি করিল নিরূপণ।
যজ্ঞ-উপবীত দিতে করিল মনন॥

উপনয়নের দ্রব্য করি আয়োজন।
নিমন্ত্রিয়া আনিল যতেক মুনিগণ॥
আছয়ে অকৃতচূড়া কেশবতীপুত্র।
সমাপিয়া চূড়াকর্ম্ম দিবে যজ্ঞসূত্র॥
কেশবতী মহাসুখী পুত্রের সংস্কারে।
উদ্‌যোগ করিয়া দিল হরিষ অন্তরে॥
[৩২ক] বসিল ব্রাহ্মণগণ রামাঞি সহিত।
করিল পিতার কার্য্য রামাঞি পণ্ডিত॥
কৃত অধিবাস কেশবতীর তনয়।
করেতে মঙ্গলসূত্র আনন্দ হৃদয়॥
রামাঞি বসিল কর্ম্মে মনে মহাসুখ।
করিয়া মাতৃকা পূজা সারে নান্দীমুখ॥
করিতে ধর্ম্মদাসের শুভ চূড়াকর্ম্ম।
যোড়শ উপচারে পূজা করিল শ্রীধর্ম্ম॥
বেদবিধি মতে কৈল অগ্নির স্থাপন।
সত্য নামে অগ্নিকে করিল আবাহন॥
মন্ত্র পঠি স্বর্ণক্ষুর করিল দর্শন।
পরেতে রজত-ক্ষুরে করে পরশন॥
তাম্র-ক্ষুর আনিলেন শুদ্ধ করিবারে।
কুশযুক্ত কেশ মুড়াইল লৌহ-ক্ষুরে॥
সমাপিয়া চূড়াকর্ম্ম কর্ণবেধ কৈল।
উপনয়নের কর্ম্ম আরম্ভ হইল॥
সমুদ্ভব নামে কৈল অগ্নির অর্চ্চন।
যথাবিধি কর্ম্ম করাইছে মুনিগণ॥
প্রণবভূর্ভুবস্বাদি বেদের বিহিত।
মেখল মৃগচর্ম্মের দিল উপবীত॥

প্রণব গায়ত্রী পাঠ করিয়া সকলে।
ধর্ম্মদাসে যজ্ঞসূত্র দিল কুতূহলে॥
মুণ্ডিত মস্তক রক্তবস্ত্র পরিধান।
বসিলেন ধর্ম্মদাস পিতৃ-সন্নিধান॥
করাইল যতনে সাবিত্রী অধ্যয়ন।
ব্রহ্মচারী বেশ করাইলেন ধারণ॥
ভিক্ষা দিল কেশবতী আপন নন্দনে।
যথাবিধি কর্ম্ম করাইল মুনিগণে॥
সদস্য মার্কণ্ড আদি যত মুনিগণ।
ধর্ম্মদাসে ব্রহ্মতেজ করিল অর্পণ॥
রামাঞি পণ্ডিত হবি দেয় হুতাশনে।
পঞ্চ শত আহুতি দিলেন নিরঞ্জনে॥
বেদমতে হোমকর্ম্ম [৩২খ] করে মহামতি।
প্রতি দেবে পঞ্চ করি প্রদানে আহুতি॥
কাত্যায়নী আহুতি দিলেন শত আট।
আমন্ত্রিত ঋষিগণ করে বেদপাঠ॥
এমত সময় এক ভয়ঙ্কর স্বরে।
হইল আকাশবাণী মস্তক উপরে॥
শূন্য হতে স্বয়ং কহিছে নিরঞ্জন।
রামাই আদি মুনিগণ করহ শ্রবণ॥
তাম্রসূত্র ধর্ম্মদাসে দেহ সকলেতে।
নতুবা পড়িবে সবে ধর্ম্মের কোপেতে॥
স্থাপিত পণ্ডিতবংশ ধর্ম্মপূজা তরে।
পাঠাইনু ধর্ম্মদাসে অবনী মাঝারে॥
তাই কহি মুনিগণ না করিহ আন।
ধর্ম্মদাসে তাম্রসূত্র কর সবে দান॥

ধর্ম্মদাসে যজ্ঞসূত্র দিলে সকলেতে।
রক্তলৌহ যোগ কর পঞ্চ বেদ মতে॥
যজ্ঞ উপবীত থাক স্কন্ধের উপরি।
অনামিকাঙ্গুলে দেহ তাম্রের অঙ্গুরি॥
ধর্ম্মপূজা ধরা মাঝে করিতে প্রচার।
হইবে পণ্ডিত কেশবতীর কুমার॥
এত বলি ধর্ম্মরাজ চলিল স্বস্থানে।
শুনিয়া বিস্ময় হইল যত মুনিগণে॥
কেশবতী শুনি সেই শূন্যের বচন।
সকল সংশয় তার হইল ভঞ্জন॥
রামাঞি পণ্ডিত অতি আনন্দিত মনে
বিশুদ্ধ তাম্রের সূত্র আনিল যতনে॥
সার্দ্ধ ত্রিগুণ সূত্রেতে করি তাম্রাঙ্গুরী।
শোধন করিল তাহা পূর্ব্ববিধি ধরি॥
যজ্ঞের ভস্মেতে তাম্র করিয়া মার্জ্জন।
হোমহুতাশনেতে করিল সমর্পণ॥
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত পঞ্চ কষায়েতে।
করিল অঙ্গুরী ধৌত প্রত্যেক মন্ত্রেতে॥
সপ্রণব শতাষ্ট গায়ত্রী উচ্চারণ।
ধর্ম্মমন্ত্র শত অষ্ট করিল জপন॥
পুনর্ব্বার অনলে নিক্ষেপি তাম্রাঙ্গুরী।
ছুঁয়ায় বেদোক্ত মন্ত্রে ললাট উপরি॥
[৩৩ক] এইরূপে চারি বার করায়ে স্পর্শন।
অনামিকাঙ্গুলে তাম্র করাল ধারণ॥
পণ্ডিত হইল কেশবতীর তনয়।
পাইল পরম প্রীত ধর্ম্ম দয়াময়॥

রামাঞি পণ্ডিত তবে ভাবি মনে মন।
সমাবর্ত্তনের কর্ম্ম কৈল সমাপন ॥
কুটীরেতে ধর্ম্মদাস রহে তিন দিন।
দুগ্ধ রম্ভা ভোজন করিল অন্নহীন ॥
চারি দণ্ড বেলা গতে সূর্য্য দেখাইল।
হস্তের মঙ্গলসূত্র খুলিয়া ফেলিল ॥
ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা দিল রামাই পণ্ডিত।
সোমশ্র ঋষির কাছে হইল দীক্ষিত ॥
কেশবতী আনন্দিত ধর্ম্মদাস গুণে।
ধর্ম্মদাস ধর্ম্ম পূজে আনন্দিত মনে ॥
বল্লুকার জল হইতে তুলে বহু ধর্ম্ম।
মনেতে ভাবিল সাধিবারে তপ কর্ম্ম ॥
রামায়েরে পিতা বলি ডাকে ধর্ম্মদাস।
শুনিয়া মধুর বাক্য রামাই উল্লাস ॥
পিতার নিকটে শিক্ষা করি উপদেশ।
ধরিলেন ধর্ম্মদাস সন্ন্যাসীর বেশ ॥
শীতকালে গঙ্গাজলে ডুবায়ে শরীর।
অধ্যক্ষর মন্ত্র জপে ধর্ম্মদাস ধীর ॥
গ্রীষ্মকালে চারি দিকে জ্বালি হুতাশন।
একমনে চিন্তা করে ধর্ম্মের চরণ।
হেরিয়া তপস্যা তার কলি ভীতমনে।
শ্রীধর্ম্ম স্মরিয়া ময়ূরভট্টে ভণে ॥

ত্রিপদী।

কলুষে করিতে নাশ তপ করে ধর্ম্মদাস
ভীত হয়ে কলির ঈশ্বর।
ষড় রিপু আমন্ত্রিয়া বসিল বারাম দিয়া
বিচার করিতে পরস্পর॥
কি হইবে রিপুগণ যুক্তি কর নিরূপণ
বিচক্ষণ [৩৩খ] তোমরা সকলে।
মম যুগ অধিকারে ধর্ম্ম আচরণ করে
যুগধর্ম্ম দেয় রসাতলে॥
কাম ক্রোধ ত্যায়াগিয়া ধর্ম্মশিলা প্রতিষ্ঠিয়া
কর্ম্মযোগ শিক্ষা দেয় সবে।
অকালে কালের ভয় মর্ত্ত্যভূমে নাহি রয়
ধর্ম্মদাস তপস্যা প্রভাবে॥
শুনিয়া কলুষ কয় নাহি চিন্তা মহাশয়
যাব আমি যথা ধর্ম্মদাস।
প্রদানি আসব মাংস করিব তাহারে ধ্বংস
যুগপতি না ভাবিহ ত্রাস॥
শুনিয়া পাপের বুলি আনন্দে মাতিয়া কলি
কলুষেরে দিল গুয়া পান।
কলুষ হইয়া সুখী রাজমান্য শিরে রাখি
মহানন্দে করিল পয়ান॥
ধর্ম্মদাস যেইখানে বসিয়াছে ধর্ম্মধ্যানে
পাপ তথা করিল গমন।
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি সুরাপাত্র হাতে করি
ধর্ম্মদাসে দিল দরশন॥

ধর্ম্মদাস হেরি তারে বসাইল সমাদরে
বসিতে দিলেন কুশাসন।
করিল পরে জিজ্ঞাসা কি হেতু এখানে আসা
বল দ্বিজ কিবা প্রয়োজন॥
ছদ্মবেশী পাপ কয় কলিতে কলুষ ভয়
ক্ষয় হেতু করিয়া মনন।
ধর্ম্মব্রত আচরিয়া প্রতিযোগী অন্বেষিয়া
দেশে দেশে ভ্রমি অনুক্ষণ॥
শুনি কহে ধর্ম্মদাস কলুষে করিতে নাশ
আমি তব হইব সহায়।
সানুকূল বুঝি বিধি তাই তুমি গুণনিধি
মম সনে মিলিলে হেথায়॥
উপদেশ কর দান তুমি অতি জ্ঞানমান
জ্ঞানহীন আমি অতিশয়।
আমারে দেখাও পথ পূর্ণ কর মনোরথ
[৩৪ক] যাহাতে কলুষ নষ্ট হয়॥
পাপ কহে শুন তবে যদি পাপে বিনাশিবে
শক্তি আগে করহ সঞ্চয়।
ধর এই সঞ্জীবনী পান কর গুণমণি
নাহি রবে কলুষের ভয়॥
এতেক বলিয়া দুষ্ট করে তার ধর্ম্ম নষ্ট
সুরা মাংস প্রদানিয়া তায়।
উপদেশ দিয়া ছলে নিজ স্থানে পাপ চলে
ধর্ম্মদাস পিতৃকাছে যায়॥
জপ সন্ধ্যা সমাপনে আসিয়াছে নিকেতনে
মহাযোগী রামাই পণ্ডিত।

ধর্ম্মদাস ধর্ম্মপুত্র করে লয়ে সুরাপাত্র
হেন বেলা হৈল উপনীত ॥
পাইয়া সুরার গন্ধ রামাঞি হয়ে ক্রোধান্ধ
কটু বাণী কহে ধর্ম্মদাসে।
এ কি তোর কদাচার করিলি কি কুলাঙ্গার
রত হলি নিজ ধর্ম্মনাশে ॥
হইয়া আমার পুত্র করে তোর সুরাপাত্র
কিছুমাত্র নাহি তোর জ্ঞান।
কি আর কহিব মূর্খ খাইলি ডোমের ভক্ষ্য
নিজ হস্তে খুয়াইলি মান ॥
করিয়া কদর্য্য কার্য্য আপনি হলি অনার্য্য
শাস্তি তোরে দিব সমুচিত।
করিলি গর্হিত কর্ম্ম নষ্ট হোল জাতিধর্ম্ম
হইবি ডোমের পুরোহিত ॥
শুনি অভিশাপ-বাণী বজ্র সম অনুমানি
কান্দিয়া কহিছে ধর্ম্মদাস।
দেখ পিতা যোগে বসি নহি আমি কোন দোষী
মিছে কেন কর সর্ব্বনাশ ॥
পুত্রের বচন শুনি যোগেতে সকল জানি
বিস্তর করিল মনস্তাপ।
না বুঝিনু কোন মর্ম্ম করিনু গর্হিত কর্ম্ম
বিনা দোষে দিনু অভিশাপ ॥
কোথা কলি দুরাশয় [৩৪খ] কিছুমাত্র নাহি ভয়
ব্রাহ্মণের কৈলি জাতি নাশ।
দেখিবি ব্রাহ্মণ ক্ষোভে দর্প তোর চূর্ণ হবে
ব্রাহ্মণে করিবে সর্ব্বনাশ ॥

ধর্ম্মদাস প্রতি কয় কিছু মাত্র নাহি ভয়
করিব শাপের প্রতিকার।
ধর্ম্মেতে রাখিলে ভক্তি শাপেতে পাইবে মুক্তি
পূজা কর ধর্ম্ম অবতার ॥
নগরে নগরে ভ্রমি বিতরহ শিলা তুমি
জাতিভেদ কিছুমাত্র নাই।
দান করি তাম্রবালা শিখাবে পূজিতে শিলা
কোন দোষ ঘটিবে না তায় ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি সকলে দানিবে বিধি
ধর্ম্মশিলা করিয়া অর্পণ।
বাগদী হাড়ি মুচি ডোম সকলে শিখাবে ক্রম
তাম্রবালা করাবে ধারণ ॥
হইবে পণ্ডিত রায় কহিনু আমি তোমায়
ধর্ম্মপূজা সবে শিক্ষা দিবে।
তুমি পণ্ডিতের শ্রেষ্ঠ জগতে হইবে রাষ্ট্র
তব মতে সকলে পূজিবে ॥
যার যে প্রার্থনা হবে সাধ্যমত পূরাইবে
কোন জনে কোর না বঞ্চিত।
ধার্ম্মিকের ব্যবহার করিও না অত্যাচার
করিবে পরের সদা হিত ॥
পেয়ে পিতৃ-উপদেশ পালিতে পিতৃ-আদেশ
গমন করিল ধর্ম্মদাস।
শ্রীধর্ম্মপুরাণ কথা অমৃতলহরি গাথা
ভণে ভট্ট হইয়া উল্লাস ॥

———

পয়ার।

ধর্ম্মদাস পিতৃকাছে উপদেশ পেয়ে।
নগরে নগরে ভ্রমে শিলা বিতরিয়ে॥
আপনি তাম্রের বালা করিয়া শোধন।
সকল জাতিকে তাহা করয়ে অর্পণ॥
শিলা আর বালা দান করে সকলেরে।
[৩৫ক] তাম্র দিতে জাতিভেদ কিছু নাহি করে॥
কিছু মাত্র জাতিভেদ না করি বিচার।
শিখায় সকল জেতে পদ্ধতি প্রচার॥
সদ্‌গোপ কৈবর্ত্ত আর গোয়ালা তাম্বুলি।
উগ্রক্ষেত্রী কুম্ভকার একাদশ তিলী॥
যোগী ও আশ্বিনতাঁতি মালা মালীকর।
নাপিত রজক ছুলে আর শঙ্খধর॥
হাড়ি মুচি ডোম কলু চণ্ডাল প্রভৃতি।
মাজি ও বাগদী মেটে নাহি ভেদ জাতি॥
স্বর্ণকার সুবর্ণ-বণিক্ কর্ম্মকার।
সূত্রধর গন্ধবেনে ধীবর [ে]প[া]দ্দার॥
ক্ষত্রিয় বারুই বৈদ্য পোদ পাকমারা।
পরিল তাম্রের বালা কায়স্থ কেওরা॥
এইরূপে নানা দেশ করিয়া ভ্রমণ।
ধর্ম্মদাস ধর্ম্মশিলা করে বিতরণ॥
দৈব দুর্ব্বিপাকে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
কন্যাদায়ে পড়ি করে পাত্র অন্বেষণ॥
অবন্তী নগরে ঘর দ্বিজ অতি দীন।
ব্রহ্মদত্ত নাম ধরে সম্বল-বিহীন॥

ভিক্ষান্নে জীবন যাপে পত্নী কন্যা সহ।
দরিদ্র কন্যারে কেহ না করে বিবাহ॥
সত্যবতী নাম ধরে দ্বিজের নন্দিনী।
রূপের মাধুরী তার শশিকলা জিনি॥
ঢাকিতে লাবণ্য তার না মিলে বসন।
হেরিয়া দ্বিজের মাথে অশনিপতন॥
মলিন অম্বরে রূপ কতক্ষণ থাকে।
অমানৈশাকাশে যেন চিকুর ঝলকে॥
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা হেরি [৩৫খ] দ্বিজবর।
পাত্র অন্বেষণ করে হইয়া কাতর॥
হেরিলে সম্মুখে কোন দ্বিজের নন্দন।
বলে মম কন্যা-পাণি করহ গ্রহণ॥
এইরূপে কত পাত্রে করিল বিনয়।
দরিদ্র বলিয়া কেহ স্বীকার না হয়॥
ললাটে হানিয়া কর বিষাদিত মনে।
ফিরিতেছে ব্রহ্মদত্ত নিজ নিকেতনে॥
সেই পথে ধর্ম্মদাস করিছে গমন।
ব্রহ্মদত্ত আসি তার আগুলে সরণ॥
ধর্ম্মদাসে হেরি দ্বিজ ব্রাহ্মণ আকার।
সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসিল তার॥
ধর্ম্মদাস কহে তবে দ্বিজের গোচর।
বল্লুকাতে রহি আমি ধর্ম্মের কিঙ্কর॥
রামাশ্রিও আমার পিতা নাম ধর্ম্মদাস।
পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আমি শুন ইতিহাস॥
ধর্ম্মশিলা লয়ে ভ্রমি পিতার আদেশে।
বিতরি ধর্ম্মের শিলা প্রতি দেশে দেশে॥

কলুষ কালিমা আমি করিতে মোচন।
ভিক্ষার তণ্ডুলে করি জীবন যাপন ॥
পিতৃ-অভিশাপ হতে হইতে উদ্ধার।
পিতার আদেশে করি পর-উপকার ॥
ধর্ম্মপূজা শিক্ষা দিই জাতিভেদ নাই।
পরের মুক্তির জন্য ঘুরিয়া বেড়াই ॥
পরহিত মহাব্রত সঙ্কল্প আমার।
পিতার আদেশে তাই ভ্রমি অনিবার ॥
পরহিতে প্রাণ দিতে পিতৃ-উপদেশ।
সাধ্যমত চেষ্টা করি ভ্রমি নানা দেশ ॥
শুনি দ্বিজ ব্রহ্মদত্ত সবিনয়ে কয়।
দরিদ্রের বাঞ্ছা পূর্ণ কর মহাশয় ॥
শুনিলাম পরহিত সঙ্কল্প তোমার।
বিপদে পড়েছি আমি করহ উদ্ধার ॥
মম দুঃখে কারু প্রাণে [৩৬ক] না লাগে আঘাত।
বিধির কৃপায় তব পাইনু সাক্ষাত ॥
বিপাকে পড়েছি* বড় দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
উদ্যত হইনু অদ্য ত্যজিতে জীবন ॥
বিপদসাগরে মোরে কর পরিত্রাণ।
নতুবা পথের মাঝে ত্যজিব পরাণ ॥
শুনি ধর্ম্মদাস কহে শুনহ ঠাকুর।
কি কর্ম্ম সাধিলে হবে তব দুঃখ দূর ॥
প্রাণ দিলে হয় যদি তব উপকার।
প্রস্তুত হইব তাহে করি অঙ্গীকার ॥

* পুথিতে 'পড়েছে'।

কি কর্ম্ম সাধিতে হবে কহ মহাশয় ।
সাধ্যমত চেষ্টা তাহে করিব নিশ্চয় ॥
ব্রহ্মদত্ত দ্বিজ কহে শুন মহাশয় ।
কন্যা এক আছে মম বিবাহ না হয় ॥
পাত্র অন্বেষণ করি নগরে নগরে ।
দরিদ্র বলিয়া সবে ঘৃণা করে মোরে ॥
বহু দিন করি আমি পাত্র অন্বেষণ ।
কেহ না করিল মম কন্যারে গ্রহণ ॥
বয়স্থা দুহিতা নাহি করিলে পাত্রস্থ ।
পূর্ব্ববংশ সহ আমি হব নরকস্থ ॥
যদিও মিলিল পাত্র দুই একজন ।
পঞ্চ শত রৌপ্য-মুদ্রা চাহে বরপণ ॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণ অত অর্থ কোথা পাব ।
নাহি মম পিতৃধন বিষয় বিভব ॥
কন্যাদায়ে পড়িয়াছি* দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।
উদ্ধার করিতে হবে এই নিবেদন ॥
ধর্ম্মকর্ম্ম পিত্রাদেশ সব রক্ষা হবে ।
আশীর্ব্বাদ করি তব উন্নতি হইবে ॥
আমার তনয়া আছে নাম সত্যবতী ।
প্রদান করিব তোমা শুনহ সম্প্রতি ॥
আমার কন্যার পাণি করিয়া গ্রহণ ।
কন্যাদায় মহাভার করহ মোচন ॥
দ্বিজের বচন শুনি কহে ধর্ম্মদাস ।
কেমন করিয়া তব পূর্ণ হবে আশ ॥

---

* পুথিতে 'পড়িয়াছে' ।

বাল্য হতে ব্রহ্মচর্য্য করেছি ধারণ।
কিরূপে কন্যারে তব করিব গ্রহণ॥
বল্লুকাতে আছে পিতা পণ্ডিত রামাই।
[৩৬খ] চল দোঁহে পিতার নিকটে তবে যাই॥
পিতা যদি এ বিষয় করে মত দান।
তবে ত রাখিতে পারি তোমার সম্মান॥
এত শুনি ব্রহ্মদত্ত হরিষ অন্তরে।
ধর্ম্মদাস সহ গেল রামাঞি গোচরে॥
ব্রহ্মদত্ত দ্বিজবর রামায়েরে কয়।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি শুন মহাশয়॥
তব পুত্র ধর্ম্মদাসে কন্যা সমর্পিতে।
আসিয়াছি বাসনা করিয়া এখানেতে॥
শুনিয়া রামাই হাসি কহিছে বচন।
সংসারী করিব পুত্রে করেছি মনন॥
পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ করহ মহাশয়।
মনের বাসনা তব পূরিবে নিশ্চয়॥
যথাবিধি মাস তিথি করিয়া বিচার।
সাধিব বিবাহ কার্য্য কহিলাম সার॥
রামায়ের বচন শুনিয়া দ্বিজবর।
হরষিত হয়ে গেল আপনার ঘর॥
বিবাহের লগ্ন নিজে করি নিরূপণ।
ঋষিগণে রামাঞি করিল নিমন্ত্রণ॥
এখানে পণ্ডিত রায় দিন স্থির কোরে।
সমাচার পাঠাইল অবন্তী নগরে॥
রামাই বিবাহরাত্রে পাত্র লয়ে গেল।
ধর্ম্মদাসে দ্বিজবর কন্যা সমর্পিল॥

বেদবিধিমতে কার্য্য করে সমাধান।
বরকন্যা বাসরেতে করিল প্রয়াণ ॥
পরদিনে পুত্রবধূ লইয়া পণ্ডিত।
আপন আলয়ে আসি হৈল উপনীত* ॥
পুত্রবধূশ্রীমুখ দেখিয়া কেশবতী।
আনন্দে কোলেতে নিল ভাবিয়া সন্ততি ॥
এইরূপে কেশবতী আনন্দ অন্তর।
পুত্রবধূ লয়ে সতী সুখে করে ঘর ॥
ধর্ম্মদাস ধর্ম্মশিলা করে বিতরণ।
আনন্দে রামাঞি পূজে শ্রীধর্ম্মচরণ ॥
নানা জাতি আইসে কত বল্লুকার তীরে।
কেহ ধর্ম্ম পূজে কেহ লয়ে যায় ঘরে ॥
আনন্দ উৎসব সদা রামাই-ভবনে।
ধর্ম্মশিলা প্রচার [৩৭ক] হইল সর্ব্বস্থানে ॥
সংজাত খণ্ড ধর্ম্মপুরাণের সার।
রচিল ময়ূরভট্ট ভাবি করতার ॥

ত্রিপদী।

শুন শুন রায় ধর্ম্মের কৃপায়
কহি পুরা ইতিহাস।
রামাই চরিত অতি সুললিত
শ্রবণে পাতকনাশ ॥
সর্ব্বগুণযুত রামাঞি পণ্ডিত
সদা হরষিত মনে।

* পুথিতে 'উপস্থিত'

রহে বল্লুকাতে পুত্রের সহিতে
পূজিবারে নিরঞ্জনে ॥
বল্লুকার তীরে ধর্ম্মের মন্দিরে
বসিয়াছে এক দিন।
হেন সময়েতে ধর্ম্মশিলা হাতে
আইল এক প্রবীণ ॥
বসুপুরে স্থিতি বণিক্-সন্ততি
সুচন্দ্র নামেতে খ্যাত।
পাগলের প্রায় ধূলা কাদা গায়
নিরখি দগধচিত ॥
শোকেতে চঞ্চল চক্ষে বহে জল
ব্যাকুল হৃদয় অতি।
ধর্ম্মশিলা কায় রাখিয়া তথায়
পণ্ডিতে করিল নতি ॥
সবিনয়ে কয় শুন মহাশয়
লহ তব ধর্ম্মশিলা।
করেছি মনন ত্যজিব জীবন
ঘুচাব সকল জ্বালা ॥
আমার অন্তেতে এ শিলা পূজিতে
আর মোর কেহ নাই।
তোমার এ ধন করহ গ্রহণ
আর মোর কেহ নাই ॥
শুনিয়া পণ্ডিত হইয়া দুঃখিত
জিজ্ঞাসা করিল তারে।
কিসের কারণ ত্যজিবে জীবন
বল প্রকাশিয়া মোরে ॥

হলে আত্মঘাতী নাহি অব্যাহতি
সে পাপেতে কোন কালে।
কোর না এমন পাতক কখন
কি দুঃখে এখানে এলে ॥
কহে সেই জন করহ শ্রবণ
বাস মোর বসুপুরে।
বণিক্ জাতিতে এলাম পূর্ব্বেতে
এই বল্লুকার তীরে ॥
দেখিয়া গাজন করিতে পূজন
করিয়া ধারণ তাম্র।
এই শিলা লয়ে নিজ ঘরে গিয়ে
যতনে স্থাপিনু ধর্ম্ম ॥
আমার বনিতা দুঃশীলা [৩৭খ] গর্ব্বিতা
সর্ব্বদা কলহে মতি।
ধর্ম্মশিলা দেখি হয়ে মহাদুঃখী
ভৎর্সিল আমারে অতি ॥
আছিল নন্দন [সর্ব্ব] সুলক্ষণ
ভক্তি কৈল ভগবানে।
বিরক্তা বনিতা বলে কটুকথা
নিন্দা করে নিরঞ্জনে ॥
সে মহাপাপেতে তাহার অঙ্গেতে
ধরিল ধবল ব্যাধি।
তবু না বুঝিল নিন্দা না ছাড়িল
না মানিল সে অনাদি ॥
কিছু দিন পরে কি পাপের তরে
কি জানি এমন হোল।

অতি সচ্চরিত্র একমাত্র পুত্র
সাপিনী দংশনে মোল ॥
পুত্র মৃত দেখি পত্নী মহাদুখী
উন্মাদিনী হয়ে গেল ।
খুজি বহু স্থান না পাই সন্ধান
বুঝি প্রাণ ত্যায়াগিল ॥
কহিতে এ বাণী চক্ষে পড়ে পানি
কান্দে মহা শোক পেয়ে ।
কহিছে পণ্ডিতে না পারি রহিতে
পত্নী-পুত্র-হারা হয়ে ॥
এ জীবনে আর কি কাজ আমার
সহিতে না পারি মর্ম্মে ।
দারুণ শোকেতে বাসনা মরিতে
তাই দিতে আসি ধর্ম্মে ॥
মাস দুই হোল সন্তান মরিল
এ বৃদ্ধ কোথায় রহে ।
কিছু না শুনিব জলে ঝাঁপ দিব
সদত জীবন দহে ॥
ফিরাইয়া তায় কহিছে রামাঞি
মরিতে বাসনা যদি ।
আমার বচন করহ শ্রবণ
কহি প্রাণ-ত্যাগ-বিধি ॥
ধর্ম্মের মন্দিরে নব খণ্ড কোরে
ত্যজহ আপন প্রাণ ।
এ এক পদ্ধতি পাবে ধর্ম্ম-প্রীতি
খ্যাতি রবে মতিমান ॥

বণিক্ তাহায় অতি প্রীতি পায়
দিল সায় দিতে প্রাণ।
না চাহি বাঁচিতে ধর্ম্মের আগেতে
করিব জীবন দান॥
রামাই তখন বিধান যেমন
কহিল বণিক্‌সুতে।
দিল নব বাণ বণিক্-সন্তান
বসিল জীবন দিতে॥
[৩৮ক] বণিক্* সুচন্দ্র হইয়া আনন্দ
রামায়ের মত ধরে।
দেহে নব স্থানে ভেদি নব বাণে
ভাবে ধর্ম্ম অবতারে॥
শোকার্ত্ত অঙ্গেতে নব অস্ত্রাঘাতে
হইল চেতন হত।
প্রাণহীন প্রায় রহিল তথায়
সেই সে বণিক্-সুত॥
নবখণ্ড ব্রত কৈল বিধিমত
জানিলেন মায়াধর।
বৃদ্ধ দ্বিজ-বেশে মন্দিরেতে এসে
বলে লহ ভক্ত বর॥
এ কথা শুনিয়া চেতন পাইয়া
সুচন্দ্র মিলিল আঁখি।
হেরি দিব্য জ্যোতিঃ করিয়া ভকতি
প্রণমিল হয়ে সুখী॥

* পুথিতে 'বর্ণিক'।

দেখি ভগবান খসে জিহ্বা বাণ
বিস্তর করিল স্তুতি।
যদি দয়াময় হইলে সদয়
চাহ অভাগার প্রতি॥
একমাত্র পুত্র সর্পে কৈল হত
বাঁচাইয়া দেহ তারে।
নতুবা জীবন দিব বিসর্জ্জন
গভীর বল্লুকা-নীরে॥
কহে মায়াধর এ বড় দুষ্কর
প্রার্থনা করহ অন্য।
শুনি ভক্ত কয় ওহে দয়াময়
না চাহি তনয় ভিন্ন॥
আপনার গুণে দয়া করি দীনে
বাসনা পূরণ কর।
ভক্ত-বাক্য হরি খণ্ডিতে না পারি
কহে দিনু পুত্রবর॥
কহিয়া এ বাণী চলে চক্রপাণি
পূর্ব্বেতে যেমন কৈল।
সান্দীপনী-সুতে যমপুরী হতে
আনিয়া মুনিরে দিল॥
সেইরূপ ধর্ম্ম কৈল ভক্ত কর্ম্ম
তিনি সর্ব্ব সারাৎসার।
যেবা এক মনে ভাবে ভগবানে
বিপদ না রহে তার॥
প্রভু চিরদিন ভক্তের অধীন
ভক্তের কার্য্যের তরে।

যমপুরী গিয়া প্রেতাত্মা আনিয়া
দেহের নির্ম্মাণ করে ॥
দিল প্রাণ দান পূর্ব্বের সমান
হইল সুচন্দ্রসুত।
সঙ্গে লয়ে তারে দিলেন ভক্তেরে
হেরি বেণে আনন্দিত ॥
অঙ্গে বিদ্ধ অস্ত্র খসিল সমস্ত
হইল সুন্দর দেহ।
পণ্ডিত [৩৮খ] নিকটে চলে করপুটে
আঁখিতে ঝরিছে লোহ ॥
শুনি বিস্তারিত রামাই পণ্ডিত
ধন্য ধন্য কহে তাহে।
বণিক্-বনিতা আসি মিলে তথা
শ্বেতকুষ্ঠ সর্ব্ব দেহে ॥
স্বামী পুত্র দেখি মনে মহাসুখী
পূর্ব্বের স্বভাব গেল।
পূজি নিরঞ্জনে স্নান জল পানে
ব্যাধিতে নিষ্কৃতি হোল ॥
শুনিয়া সকল চক্ষে বহে জল
কহে ভকতি অন্তরে।
আমি পাপী অতি কহে স্বামী প্রতি
ক্ষমা কর নাথ মোরে ॥
পুন শিলা লয়ে আনন্দ-হৃদয়ে
পত্নী পুত্র একত্রেতে।
সাধুর নন্দন পূজি নিরঞ্জন
গেল আপন গৃহেতে ॥

সকলেতে শুনি তাহার কাহিনী
বল্লুকায় আসে সবে।
পরি তাম্র-বালা লয়ে যায় শিলা
পূজা করে ধর্ম্মদেবে॥
শ্রীধর্ম্মপুরাণ বিচিত্র আখ্যান
কলুষ নাশন শুনে।
শ্রীধর্ম্মচরণ করিয়া চিন্তন
দ্বিজ ময়ূরকে ভণে॥

পয়ার॥

অতঃপর নররায় করহ শ্রবণ।
জাতিভ্রষ্ট ধর্ম্মদাস হৈল যে কারণ॥
সেইরূপ ধর্ম্মদাস ধর্ম্মশিলা করে।
ছত্রিশ জাতিকে ধর্ম্মশিলা দান করে॥
জাতিভেদ কিছুমাত্র না করি বিচার।
সকলেরে শিখাইল পদ্ধতি পূজার॥
আপনি তাম্রের বালা করিয়া শোধন।
ধর্ম্মশিলা তাম্রবালা করে বিতরণ॥
সম্মুখে যাহারে দেখে দেয় তারে বালা।
শিখায়ে পূজা-পদ্ধতি দান করে শিলা॥
আগম পুরাণ আর শিলা লয়ে করে।
[৩৯ক] উত্তরিল ধর্ম্মদাস সদা ডোমের ঘরে॥
বাড়ীর দক্ষিণে দেখে পুষ্পের কানন।
নানা পুষ্প বিকসিত অতি সুশোভন॥
সদা বলে বাড়ী কোথা জিজ্ঞাসি তোমায়।
ধর্ম্মদাস কহে মম বাড়ী বল্লুকায়॥

ধর্ম্মদাস নাম মম রামাঞি-নন্দন।
জাজপুরে থাকি করি শিলা বিতরণ॥
তাম্র দিয়া ধর্ম্মপূজা শিখাব তোমারে।
তাই আমি আসিয়াছি কালিন্দীর ধারে॥
পরম ধার্ম্মিক তুমি বুঝিয়াছি মন।
ধর্ম্মশিলা তোমারে করিব সমর্পণ॥
সদা কহে ঘটিয়াছে পিতার মরণ।
পারি নাহি করিবারে শ্রাদ্ধাদি তর্পণ॥
ডোম জাতি আমাদের পুরোহিত নাই।
কেমনে পিতার শ্রাদ্ধ করিব গোসাঞি॥
পুরোহিত বিনা মুক্ত কেমনে হইব।
অশৌচেতে ধর্ম্মশিলা কেমনে পূজিব॥
ধর্ম্মদাস বলে সদা নাহি তোর ভয়।
আমি তোর পিতৃশ্রাদ্ধ করাব নিশ্চয়॥
এত শুনি সদা ডোম হরষিত হয়ে।
সারাইল পিতৃশ্রাদ্ধ ধর্ম্মদাসে লয়ে॥
করিয়া চতুর্থ শান্তি দিল শান্তিজল।
সদা ভাবে সর্ব্ব কর্ম্ম হইল সফল॥
দান উৎসর্গ একোদ্দিষ্ট পিণ্ডদান দিয়া।
যথাবিধি ধর্ম্মদাস সারে যত ক্রিয়া॥
ক্রিয়া শেষে সদা ডোম দক্ষিণা যে দিল।
ভ্রান্তিবশে ধর্ম্মদাস গ্রহণ করিল॥
সেই হতে হইল ডোমের পুরোহিত।
কহিনু তোমারে এই শাস্ত্রের বিহিত॥
তার পরে সদারে তাম্রের বালা দিয়ে।
ধর্ম্মপূজা শিক্ষা দিল যতন করিয়ে॥

[৩৯খ] ধর্ম্মপূজা করে সদা কালিন্দী-সন্তান।
দক্ষিণা সহিত ছত্র করে সদা দান॥
সদার দক্ষিণা লয়ে করিল গমন।
বল্লুকার তীরে গিয়ে দিল দরশন॥
সদা ডোমে ধর্ম্মদাস দান করি শিলা।
পিতৃ সন্নিধানে গিয়ে নিল পদধূলা॥
পিতৃ কাছে ধর্ম্মদাস সমস্ত কহিল।
শুনিয়া রামাঞি বলে সর্ব্বনাশ হোল॥
করিলি ডোমের শ্রাদ্ধ বেদের বিহিত।
দক্ষিণা গ্রহণ করি হলি পুরোহিত॥
তোমার নাহিক দোষ বিধির লিখন।
কলিতে হইবে তুমি ডোমের ব্রাহ্মণ॥
শুনিয়া এরূপ বাণী বিমর্ষ বিষাদে।
বিনয়ে কহিছে ধরি রামাঞের পদে॥
আপনার বাক্যে করি পর উপকার।
কেন তবে হেন দশা ঘটিল আমার॥
বল পিতা বল মোরে কোন কার্য্য তরে।
আনিলে সংসার-ধর্ম্মে আমা অভাগারে॥
ঘৃণা করি সমাজের যত দ্বিজগণ।
ডোমের ব্রাহ্মণ বলি না দিবে আসন॥
এত বলি ধর্ম্মদাস সজল-নয়নে।
পরাণ ত্যজিতে ইচ্ছা করিলেন মনে॥
রামাঞি পণ্ডিত তাহা মনেতে জানিয়া।
ধর্ম্মদাসে মিষ্ট ভাষে কহে সম্বোধিয়া॥
ধৈর্য্য ধর ধর্ম্মদাস বুদ্ধে বিচক্ষণ।
আত্মহত্যা মহাপাপ না আছে খণ্ডন॥

শ্রীধর্ম্মচরণ-পদ্ম সদা কর ধ্যান।
কলিতে বাড়িবে বাপু তোমার সম্মান॥
পণ্ডিতে করিলে নিন্দা ধর্ম্মনিন্দা হবে।
ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে সেই নরকে ডুবিবে॥
যত দিন ধর্ম্ম নাম রহিবে ধরায়।
বাড়িবে তোমার মান ধর্ম্মের কৃপায়॥
তব বংশে যেই জন [৪০ক] ধর্ম্ম না মানিবে।
সেই জন সভাস্থলে সম্মান না পাবে॥
হইবে ধার্ম্মিক যেবা ধর্ম্মপদে মতি।
দ্বিজসম তাহারে মানিবে সর্ব্ব জাতি॥
মম অভিশাপ তরে এ দশা ঘটিল।
ডোমের ব্রাহ্মণ তাই হইতে হইল॥
পণ্ডিত পদ্ধতি তব হইবে কলিতে।
ক্রিয়াদি চলিবে তব বেদবিধিমতে॥
ডোমের ব্রাহ্মণ বলি হবে পরিচিত।
হইবে পণ্ডিত রায় জগতে বিদিত॥
তার তরে ধর্ম্মদাস না কর চিন্তন।
সকলি ধর্ম্মের কর্ম্ম শোন বাছাধন॥
বংশরক্ষা তরে বাপু সংসারেতে রহ।
ব্রাহ্মণের কন্যা তুমি করেছ বিবাহ॥
রহিবে পণ্ডিতবংশ ধর্ম্মপূজা তরে।
ধর্ম্ম চিন্তা কর তুমি থাকিয়া সংসারে॥
সেইরূপ ধর্ম্মশিলা কর বিতরণ।
সহায় হইবে তব আদি নিরঞ্জন॥
পিতার বচনে শিলা করিতে প্রচার।
ধর্ম্মদাস অগ্রসর হোল পুনর্ব্বার॥

ধর্ম্মের চরণ-পদ্ম বন্দি করপুটে ।
রচিল ধর্ম্মপুরাণ ময়ূরক ভট্টে ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী ॥

ধর্ম্মদাস ধর্ম্ম করে ভ্রমি নগরে নগরে
মগধেতে হৈল উপনীত* ।
সে দেশের অধিপতি মহাবাহু নরপতি
দৈব দোষে নিতান্ত দুঃখিত ॥
দারুণ অনাবৃষ্টিতে খাদ্য জল অভাবেতে
দুর্ভিক্ষ হইল ঘোরতর ।
তিন চারি বর্ষ গেল বারিবিন্দু না হইল
প্রজাগণ হইল কাতর ॥
বহু দৈব কর্ম্ম কৈল কোন ফল না হইল
ভাবে রাজা বসি সিংহাসনে ।
ধর্ম্মদাস ধর্ম্ম লয়ে আইল হেন সময়ে
দেখি রাজা বসাল যতনে ॥
পেয়ে তার পরিচয় অতি আনন্দ হৃদয়
ধর্ম্মদাসে কহে নরবর ।
[৪০খ] জানি রামাই পণ্ডিতে ধর্ম্ম সেবি বল্লুকাতে
অসাধ্য সাধিল বহুতর ॥
তুমি রামাঞিসন্তান ধর্ম্মশীল গুণবান
ধর্ম্মকীর্ত্তি রাখহ জগতে ।
অনাবৃষ্টি করি নষ্ট ঘুচাও আমার কষ্ট
প্রজাদুঃখ না পারি দেখিতে ॥

* পুথিতে 'উপনিত' ।

শুনি ধর্ম্মদাস [কয়]   অনাবৃষ্টি হবে ক্ষয়
        ধর্ম্মপূজা করহ রাজন।
শুনি রাজা আনন্দিত   পণ্ডিতের কথামত
        আরম্ভিল ধর্ম্মের গাজন॥
দেখিয়া রাজার কর্ম্ম   প্রসন্ন হইল ধর্ম্ম
        ভক্তবাক্য পালিবার তরে।
আরম্ভ দিবস হতে   বৃষ্টি হইল রাজ্যেতে
        ভাসে রাজা আনন্দসাগরে॥
সুনিয়ম বৃষ্টি দেখি   প্রজাগণ মহাসুখী
        মৃত বৃক্ষ পাইল জীবন।
জলেতে ডুবিল স্থল   জনমিল শস্য ফল
        ধন্য ধর্ম্ম কহে সর্ব্বজন॥
সম্পূর্ণ গৃহাভরণ   মহা সুখী সর্ব্বজন
        রাজা বহু করি সমাদর।
ব্রতের দক্ষিণা দিতে   আনয়ে ভাণ্ডার হতে
        মাণমুক্তা স্বর্ণ বহুতর॥
ইত্যাদি বহু ধনেতে   তুষিল ধর্ম্ম পণ্ডিতে
        ধর্ম্মদাস কহে নরবরে।
কি করিব এত ধন   নাহি মোর প্রয়োজন
        বিতরণ কর দরিদ্রেরে॥
রাজা না শুনিল বাণী   সভক্তিতে দিল আনি
        গ্রহণ করিল ধর্ম্মদাস।
ধর্ম্মশিলা লয়ে হাতে   চলিল নিজ কর্ম্মেতে
        অন্তরেতে পাইয়া উল্লাস॥
ধর্ম্মদাসে দিতে ধন   নেহারিল কত জন
        দস্যুগণ ভাবে অন্তরেতে।

নাশিয়া এর জীবন করিব গ্রহণ ধন
এত ভাবি চলে অদৃশ্যেতে ॥
[৪১ক] অরণ্য মাঝারে এসে আক্রমিয়া ধর্ম্মদাসে
সর্ব্ব ধন কাড়িয়া লইল।
করিয়া দারুণ সন্ধি হস্তে পদে করি বন্দী
গভীর কূপেতে ফেলে দিল ॥
ধন লয়ে দস্যুগণ অতি আনন্দিত মন
নিজ ঘরে গেল সকলেতে।
গভীর কূপেতে পড়ি ধর্ম্মদাস ধর্ম্ম স্মরি
মনে মনে লাগিল চিন্তিতে ॥
কি পাপেতে ধর্ম্মরাজ এত কষ্ট দিলে আজ
কি দোষ করিনু চরণেতে।
মনেতে আছিল আশ করিব ধর্ম্মপ্রকাশ
পিতৃভাষ নারিনু পালিতে ॥
ধর্ম্মশিলা বান্ধা গলে ধর্ম্মদাস ভাসে জলে
মহাভক্ত প্রহ্লাদের প্রায়।
শ্রীধর্ম্ম সেবার বলে মগ্ন না হইল জলে
উঠিবার নাহিক উপায় ॥
অতি ভকতি অন্তরে স্মরে ধর্ম্ম অবতারে
অন্তরে জানিল নিরঞ্জন।
ধর্ম্ম ভক্তে উদ্ধারিতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশেতে
ধর্ম্মদাসে দিলেন দর্শন ॥
করিতে ধর্ম্মদর্শন খসিল অঙ্গ-বন্ধন
কিছুমাত্র নাহিক যাতনা।
ধর্ম্মদাসে ধর্ম্ম কয় উদ্ধারিব সুনিশ্চয়
যদি মোর শুনহ মন্ত্রণা ॥

একে আমি বৃদ্ধ অতি দেহেতে নাহি শকতি
তাহে কণ্ঠে বেন্ধেছ কি তুমি।
যেন পাথরের প্রায় খুলিয়া ফেল ত্বরায়
চেষ্টা করে দেখি তবে আমি॥
শুনি ধর্ম্মদাস কয় ঘরে যাহ মহাশয়
আমার উদ্ধারে কাজ নাই।
বরঞ্চ জলে ডুবিব এই শিলা না ফেলিব
এর মর্ম্ম কি জান গোঁসাঞি॥
শুনিয়া এতেক বাণী হাসিলেন চক্রপাণি
উথলিয়া পড়ে কূপজল।
জলের সহিত ভেসে ধর্ম্মদাস অনায়াসে
[৪১খ] উঠিয়া পাইল দিব্য স্থল॥
হেরিয়া দ্বিজের কর্ম্ম মনেতে ভাবিয়া ধর্ম্ম
স্তব করি কহে নারায়ণে।
দাসে হইয়া সদয় নিজ গুণে দয়াময়
স্বমূর্ত্তি দেখাও দীন জনে॥
দেখিয়া ভক্তের ভক্তি প্রকাশিল নিজ মূর্ত্তি
বলে ভক্ত লহ বরদান।
ধর্ম্মদাস জোড়কর বলে কি চাহিব বর
অন্তে চরণেতে দিও স্থান॥
এক বর দেহ দাসে যেন কেহ মম বংশে
অতি ধনবান নাহি হয়।
পেয়ে আমি বহু ধন ঘটিয়াছিল মরণ
বাঁচাইলে তুমি কৃপাময়॥
থাকিলে বহু সম্পদ না ভাবিবে তব পদ
আপদে কিরূপে ত্রাণ পাবে।

এ জন্য না চাহি ধন কিন্তু প্রভু নিরঞ্জন
মম বংশে প্রসন্ন হইবে ॥
বুঝিয়া ভক্তের মন মহাপ্রীত নিরঞ্জন
তথাস্তু বলিয়া বর দিল।
ভক্তেরে করিয়া ত্রাণ হইল ধর্ম্ম অন্তর্দ্ধান
ধর্ম্মদাস নিজ কর্ম্মে গেল ॥
পরে সেই দস্যুগণ লয়েছিল যত ধন
সেই সব লয়ে সকলেতে।
খুজি বহু ধর্ম্মদাসে আসিয়া তাহার পাশে
কহে সবে বিনয় বাক্যেতে ॥
তব এ সকল ধন তুমি করহ গ্রহণ
ক্ষমা কর অপরাধ যত।
এত বলি দস্যুগণ ধরিল তার চরণ
ধর্ম্মদাস হইল বিস্মিত ॥
কহে দস্যুগণ প্রতি ধনরত্নে নাহি মতি
লয়ে যাও তোমরা সকলে।
দস্যুগণ কহে প্রভু না লইব ধন কভু
ভিক্ষা মাগি খাব সবে মিলে ॥
যেই দিনে এই ধন করিনু সবে গ্রহণ
গৃহদাহ হইল সেই দিনে।
এই ধনে হাত দিতে ভুজঙ্গে আসে দংশিতে
তাহাতে মরিল কত জনে ॥
[৪২ক] দেখিনু স্বপন পরে ধন ফিরে দাও তারে
নহে রক্ষা নাহি তোমাদের।
তাই কহি মহাশয় লহ ধন সমুদয়
কল্যাণ করহ আমাদের ॥

ধর্ম্মদাস এত শুনি কিছু না কহিয়া বাণী
সর্ব্ব ধন গ্রহণ করিল।
সুগভীর নদীজলে সব ধন দিল ফেলে
দস্যুগণ আশ্চর্য্য হইল॥
হেরিয়া তাহার কর্ম্ম সবে বলে এই ধর্ম্ম
বিবেক আসিল হৃদয়েতে।
ধর্ম্মদাস প্রতি কয় যদি অনুগ্রহ হয়
ধর্ম্ম পূজি মোরা সকলেতে॥
ধর্ম্মদাস সুখী হয়ে সকলে সঙ্গেতে লয়ে
বল্লুকায় করিল গমন।
দিয়া সবে তাম্রবালা দান কৈল ধর্ম্মশিলা
আনন্দে চলিল দস্যুগণ॥
পূজা করি জ্যোতির্ম্ময় সবে মহাসুখে রয়
রামাঞি শুনিল বিবরণ।
মনেতে পাইল প্রীতি আনন্দিত কেশবতী
ময়ূরভট্টের বিরচন॥

পয়ার॥

পুনর্ব্বার ধর্ম্মদাস ধর্ম্মশিলা করে।
সেইরূপে ভ্রমে সদা নগরে নগরে॥
যারে দেখে সম্মুখেতে দেয় তাম্রবালা
পূজা করিবার তরে দান করে শিলা॥
এইরূপে নানা দেশে ভ্রমিতে ভ্রেমিত
উপনীত ধর্ম্মদাস কলিঙ্গ দেশেতে॥
রণজিৎ নাম ধরে কলিঙ্গ ঈশ্বর।
করেন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ পঞ্চম বৎসর॥

পৌ[রো]হিত্য পদে রত গালব মহর্ষি।
সদস্য হোত্রবাহন আর পঞ্চ ঋষি ॥
যজ্ঞপূর্ণ কালে তথা গিয়া ধর্ম্মদাস।
রণজিতে সম্বোধিয়া কহে মিষ্ট ভাষ ॥
ধর্ম্মশিলা মহারাজ করহ পূজন।
মনের বাসনা তব হইবে পূরণ ॥
[৪২খ] শুনি রণজিৎ রায় হয়ে হরষিত।
ধর্ম্মশিলা গ্রহণ করিল ত্বরান্বিত ॥
দেখিয়া গালব মুনি রাজপুরোহিত।
যজ্ঞস্থল হতে উঠে হয়ে ক্রোধান্বিত ॥
এ যজ্ঞের ফলাফল না বুঝে নৃপতি।
বিশ্বাস নাহিক হোল আমাদের প্রতি ॥
না করিয়া যজ্ঞেতে অর্পণ পূর্ণাহুতি।
এখান হইতে সবে চল শীঘ্রগতি ॥
খণ্ডব্রতে রণজিৎ হোক নিমগন।
এ স্থান হইতে চল যত মুনিগণ ॥
এ কঠোর যজ্ঞ নাহি হতে সমাধান।
ধর্ম্মশিলা পূজিতে করিল মত দান ॥
বিমনা রাজার কর্ম্ম সিদ্ধ নাহি হবে।
এ রাজার যজ্ঞ করি কি ফল ফলিবে ॥
এতেক বলিয়া যত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ।
যজ্ঞাগার ছাড়ি ক্রোধে করিল গমন।
দেখি রণজিৎ রায় কাতর অন্তরে।
পুরোহিত গালবের চরণেতে ধরে ॥
সকরুণ ভাষে কহে রণজিৎ রায়।
দয়া করি মুনিগণ ক্ষমিবে আমায় ॥

বিস্তর বিনয় করি কহিল সবারে।
তথাপি চলিছে তারা অতিক্রোধভরে॥
পেছন ফিরিয়া আর কেহ নাহি চায়।
দেখি রণজিৎ রাজা ধরণী লোটায়॥
মনে মনে যুক্তি করে কলিঙ্গরাজন।
খণ্ডব্রত মহাপাপে হইনু মগন॥
পুত্র কামনাতে আমি যজ্ঞ আরম্ভিনু।
ব্রাহ্মণের ক্রোধে বুঝি সবংশে মরিনু॥
যজ্ঞেতে আহুতি কে বা করিবে অর্পণ।
সর্ব্বভুকে শীতল করিবে কোন জন॥
পূর্ণাহুতি দিয়ে যজ্ঞ কে করে নির্ব্বাণ।
মম প্রতি রুষ্ট হোল যতেক গীর্ব্বাণ॥
[৪৩ক] রাজারে কাতর দেখি রামাঞ্জিনন্দন।
রণজিৎ প্রতি কহে অভয় বচন॥
শুনহ কলিঙ্গরাজ আমার ভারতী*।
আমি তব যজ্ঞানলে দিব পূর্ণাহুতি॥
অতি ক্রোধে পরিপূর্ণ যত মুনিগণ।
ক্রোধী যারা নহে তারা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ॥
একমনে চিন্তা কর ধর্ম্ম অবতার।
বিপদ-সাগরে তিনি করিবেন পার॥
ধর্ম্মদাস প্রতি রাজা সবিনয়ে কয়।
পুরোহিত মম প্রতি পাছে রুষ্ট হয়॥
তাহাদেরে ছাড়ি যজ্ঞে দিলে পূর্ণাহুতি।
মনোদুঃখে অভিশাপ দিবে আমা প্রতি॥

* মূলে 'ভারথি'।

তাই কহি যাহাতে ব্রাহ্মণ তুষ্ট হয়।
ধর্ম্ম কর্ম্ম দুই দিক থাকে মহাশয়॥
সেই মত উপদেশ করহ প্রদান।
নষ্ট যেন নাহি হয় ব্রাহ্মণের মান॥
ইহা শুনি ধর্ম্মদাস কহে পুনরায়।
গালবের আশ্রমেতে যাহ নররায়॥
[মুনি-]পদে সান্ত্বনা করিবে পুনর্ব্বার।
ইহা বই উপায় দেখি না কিছু আর॥
এতেক শুনিয়া কহে রণজিৎ রায়।
আপনার বাক্যেতে যাইব পুনরায়॥
কিন্তু [এক] আছে প্রভু মম নিবেদন।
আপনি করহ যজ্ঞে আহুতি অর্পণ॥
যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি মহাশয়।
যজ্ঞবহ্নি যেমন নির্ব্বাণ নাহি হয়॥
এতেক শুনিয়া ধর্ম্মদাস মহামতি।
ব্রতী* হইলেন যজ্ঞে দিতে ঘৃতাহুতি॥
শশব্যস্তে চলিলেন কলিঙ্গরাজন।
মুনিদের কুটীরেতে দিল দরশন॥
রাজারে হেরিয়া সেই যত মুনিগণ।
ক্রোধভরে বিস্তর কহিল কুবচন॥
তথাপি চরণে ধরি পড়িয়া রহিল।
হেরিয়া তাঁদের মনে দয়া উপজিল॥
[৪৩খ] মুনিগণ কহে তবে চলহ রাজন।
এক্ষণে করিব তব যজ্ঞ সম্পূরণ॥

---

* পুথিতে 'ব্রহি'।

কিন্তু যতক্ষণ যজ্ঞ না হইবে শেষ।
না পাইবে শুনিবারে কারু উপদেশ ॥
এত বলি রাজার সহিত মুনিগণ।
যজ্ঞস্থলে আসিয়া দিলেন দরশন ॥
রামাঞিনন্দন যজ্ঞে দেয় ঘৃতাহুতি।
হেরিয়া সবার মনে ক্রোধ হৈল অতি ॥
সম্মুখেতে ধর্ম্মশিলা করিয়া স্থাপন।
ঘৃতাহুতি দেয় হোমে রামাঞিনন্দন ॥
হেরিয়া গালব মুনি হইয়া ক্রোধিত।
ধর্ম্মদাসে বিস্তর কহিল অনুচিত ॥
আমরা করিনু এই অগ্নির স্থাপন।
কার উপদেশে কর আহুতি অর্পণ ॥
কি নাম কোথায় ঘর কাহার সন্তান।
পরিচয় বিনা না পাইবে পরিত্রাণ ॥
ধর্ম্মদাস কহে আমি রামাঞিনন্দন।
ধর্ম্মদাস নাম জাতি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ॥
কলিকালে বাড়াইতে ধর্ম্মের সম্মান।
ছত্রিশ জাতিকে ধর্ম্মশিলা করি দান ॥
পরিচয় শুনিয়া মুনির হৈল ক্রোধ।
আমাদের মান নষ্ট করিলি নির্ব্বোধ ॥
কোন কালে নাহি শুনি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।
ধর্ম্মশিলা পূজা শাস্ত্রে দেখি না কখন ॥
কোন দেব হন ধর্ম্ম ভাবিয়া না পাই।
ব্রাহ্মণে পূজিতে ধর্ম্ম কভু দেখি নাই ॥
শালগ্রাম শিলা পূজি উচ্চারিয়া বেদ।
অন্য শিলা ব্রাহ্মণের পূজিতে নিষেধ ॥

[৪৪ক] কোন গুণ ধরে তোর এই শিলাখণ্ড।
কি জানিস ধর্ম্মতত্ত্ব মূঢ়মতি ভণ্ড॥
যজ্ঞ ছাড়ি ক্রোধে পূর্ণ হৈল মুনিগণ।
ধর্ম্মদাসে বিস্তর বলিল কুবচন॥
দেখে তথা ধর্ম্মশিলা কমঠআকৃতি।
শালগ্রাম শিলাপ্রায় ক্ষুদ্রাকার অতি॥
ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে মুনিগণ বলে।
অপবিত্র স্থানে ধর্ম্মশিলা দেহ ফেলে॥
এত বলি শিলা ধরি যায় ফেলিবারে।
ক্ষুদ্র শিলা হৈল ভারি তুলিতে না পারে॥
তাহা দেখি দ্বিজগণ সকলে ধরিল।
তথাপি সে শিলাখণ্ড নাড়িতে নারিল॥
প্রাণপণে টানাটানি করে সকলেতে।
তবু না বুঝিল সবে দারুণ ক্রোধেতে॥
পরাভব হয়ে পুন ধায় ক্রোধবশে।
গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইল ধর্ম্মদাসে॥
দাঁড়াইয়া দেখে রাজা করে হায় হায়।
ধর্ম্মশিলা লয়ে ধর্ম্মদাস ঘরে যায়॥
অপমান করি তাড়াইল ধর্ম্মদাসে।
অন্তরযামিন ধর্ম্ম মনে মনে হাসে॥
দুঃখিত হইয়া ধর্ম্মদাস গেল ঘরে।
এখানেতে মুনিগণ যজ্ঞ পূর্ণ করে॥
যজ্ঞ সাঙ্গ করি সবে গেল নিকেতনে।
শ্রীধর্ম্মপুরাণ দ্বিজ ময়ূরকে ভণে॥

যজ্ঞ সমাপিয়া রাজা আনন্দহৃদয় ।
মনে ভাবে কত দিনে পাইব তনয় ॥
নিশি দিন চিন্তা করে স্থির নহে মন ।
ঘরে গিয়া বিপত্তে পড়িল মুনিগণ ॥
ধর্ম্মশিলা নিন্দা ধার্ম্মিকের অপমান ।
এ মহাপাতকে কেবা পায় পরিত্রাণ ॥
ধর্ম্ম নিন্দা করেছিল যত মুনিগণ ।
গলিত কুষ্ঠেতে পায় বিষম বেদন ॥
[৪৪খ] গালব মুনির অঙ্গে মহাব্যাধি ফুটে ।
হস্তপদাঙ্গুলিঅগ্রে রস পড়ে ফেটে ॥
পচিয়া গায়ের মাংস খসিয়া পড়িল ।
হস্তপদ তিন দিনে অবশ হইল ॥
কীটের দংশনে মুনি করিছে চীৎকার ।
বৃশ্চিকদংশনজ্বালা সহে অনিবার ॥
দুর্গন্ধে নিকট দিয়া কেহ নাহি যায় ।
ফুৎকার করিয়া অঙ্গে মক্ষিকা তাড়ায় ॥
হস্তপদহীন হইল গাত্রমাংস ক্ষত ।
ক্ষত হতে ক্লেদ রক্ত ঝরে অবিরত ॥
সঙ্গেতে আছিল তার চারি জনা মুনি ।
সকলে[(]র ঐ রোগ দিল চক্রপাণি ॥
সবে বলে হেন রোগ না দেখি কখন ।
যোগবলে জরারোগ দিনু বিসর্জ্জন ॥
জনমি ব্রাহ্মণকুলে শিশুকাল হতে ।
কাম ক্রোধ ত্যায়াগিনু তপস্যাফলেতে ॥
তবে কেন আমাদের আক্রমিল ব্যাধি ।
কীটের দংশনে কষ্ট পাই নিরবধি ॥

হেরিতে না চাহে মুখ অন্য দ্বিজগণ।
সবে বলে মহাব্যাধি পাপের কারণ॥
এত চিন্তি নানা মত উপায় করিল।
জপ হোম স্বস্ত্যয়ন বাকি না রহিল॥
কিছুতে না কমে রোগ বাড়য়ে যন্ত্রণা।
এইরূপে এক বর্ষ ভুগে সর্ব্বজনা॥
না পায় উপায় কিছু হতাশ হৃদয়।
সহিতে না পারে কষ্ট কান্দে অতিশয়॥
এইরূপে রোগভোগ করে মুনিগণ।
হেন কালে মার্কণ্ড দিলেন দরশন॥
মুনিগণে সম্বোধিয়া [৪৫ক] কহিছে মার্কণ্ড।
তপ জপ তোমাদের সব হোল পণ্ড॥
করিয়াছ ধর্ম্মনিন্দা হইয়া ব্রাহ্মণ।
না জানহ ধর্ম্মশিলা স্বয়ং নারায়ণ॥
সাবিত্রীর শাপে বিষ্ণু শিলা অবতার।
পালিতে দেবের বাক্য কমঠ আকার॥
সর্ব্ব মনস্কাম পূর্ণ যে বা ভজে শিলা।
হেন নিরঞ্জনে করিয়াছ অবহেলা॥
ব্রহ্মাদি দেবতা যারে পূজিল যতনে।
হেন শিলা দিতে চাহ অপবিত্র স্থানে॥
অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম করেছ ক্রোধেতে।
বিনা দোষে অপমান করিলে পণ্ডিতে॥
সেই পাপে কুষ্ঠ রোগে কষ্ট পাও সবে।
পণ্ডিতেরে ক্ষমা চাহ পরিত্রাণ পাবে॥
ব্রাহ্ম[}]ণ পণ্ডিতে কিছু ভেদাভেদ নাই।
পণ্ডিতের কাছে ধর্ম্ম আছয়ে সদাই॥

অঙ্গুলিতে তাম্রাঙ্গুরী স্কন্ধে উপবীত।
ব্রহ্মকুলে সমুদ্ভূত ধর্ম্মের পণ্ডিত॥
পিতৃঅভিশাপে হোল ডোমের ব্রাহ্মণ।
তার জন্য ঘৃণ্য বলি ভেব না কখন॥
পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর আদি নিরঞ্জন।
সর্ব্ব জীবে বিরাজিত তিনি সর্ব্বক্ষণ॥
জীবে নিন্দা করিলে তাহার নিন্দা হবে।
এত দিন তপ করি কি শিখিলে তবে॥
আমিত্বের অহং জ্ঞানে সর্ব্বদায় রত।
এখনও ধাঁধাঁর ঘোরে আছহ পতিত॥
জ্ঞানবাতি নিভাইয়া চলেছ কুপথে।
তাই ত পড়িলে সবে ব্যাধিকণ্টকেতে॥
ধর্ম্মদ্রোহীর এই কুষ্ঠব্যাধি হয়।
ধর্ম্মকৃপা বিহনে নাহিক হবে ক্ষয়॥
মার্কণ্ডের বচন শুনিয়া মুনিগণ।
চিন্তা করে হৃদয়েতে [৪৫খ] ধর্ম্মের চরণ॥
মার্কণ্ডেয় মহামুনি চলে নিজ স্থানে।
ভক্তিভাবে মুনিগণ স্মরে নিরঞ্জনে॥
রোগের জ্বালায় সবে কাতর অন্তরে।
ভাসিয়া চক্ষের জলে ধর্ম্মে স্তুতি করে॥
প্রসীদ পরমব্রহ্ম সত্য সনাতন।
এ ঘোর পীড়াতে প্রভু করহ তারণ॥
অপরাধ অশেষ করেছি অজ্ঞানেতে।
ক্ষমা কর দয়াময় আপন গুণেতে॥
ভকতবৎসল তুমি অগতির গতি।
ব্যাধির যাতনা হতে কর অব্যাহতি॥

তুমি ধর্ম্ম বৃষধ্বজ বিরিঞ্চি কেশব ।
অনাদি অনন্ত নাম অনাথবান্ধব ॥
যতুঘরে পাণ্ডবে রাখিলে ভগবান ।
ক্ষীরোদসমুদ্রে গজে দিলে প্রাণদান ॥
বিষপানে প্রহ্লাদে রাখিলে নিরঞ্জন ।
সুধন্বারে তপ্ত তৈলে করিলে তারণ ॥
সভামধ্যে দ্রৌপদীর লজ্জা কৈলে নাশ ।
পূর্ণ কর প্রভু আমাদের অভিলাষ ॥
বিরিঞ্চি নারদ ভব দিতে নারে সীমা ।
নরাধম মোরা তব কি জানি মহিমা ॥
দয়া কর দয়াময় দীন দ্বিজগণে ।
হের হে পতিতগণে করুণানয়নে ॥
তোমা ভিন্ন কেহ নাহি এ রোগে তারিতে ।
দারুণ যন্ত্রণা আর না পারি সহিতে ॥
এইরূপে স্তব করে যত মুনিগণ ।
প্রসন্ন হইল ধর্ম্ম ভক্তির কারণ ॥
বিস্তর করিল স্তুতি কহনে না যায় ।
স্বপ্নযোগে [৪৬ক] নিরঞ্জন পণ্ডিতে জানায় ॥
যাহ বৎস ধর্ম্মদাস মুনিদের কাছে ।
কর্ম্মফলে বিষফল তাদের ফলেছে ॥
ধর্ম্মশিলা স্নানজল করাইলে পান ।
দূরে যাবে কুষ্ঠব্যাধি পাবে পরিত্রাণ ॥
এত বলি ধর্ম্মরাজ করিল পয়াণ ।
দ্বিজ ময়ূরকে ভণে অনাদিপুরাণ ॥

লঘু ত্রিপদী।

স্বপনের ভাষ শুনি ধর্ম্মদাস
মনেতে বিস্ময় গণি।
নিদ্রা ত্যায়াগিয়া বৈসে গা তুলিয়া
স্বপনকাহিনী শুনি॥
রজনী প্রভাতে ধর্ম্মশিলা হাতে
মুনিদের কাছে যায়।
হেরিয়া পণ্ডিত্বে মুনিরা ত্বরিতে
চরণের দিকে ধায়॥
অহং জ্ঞানে মোরা হয়ে আত্মহারা
ধর্ম্মনিন্দা করি সবে।
সে পাতক ফলে ব্যাধিতে সকলে
কষ্ট পাই মোরা এবে॥
কুষ্ঠের যাতনা প্রাণেতে সহে না
কর আমাদেরে ত্রাণ।
শ্রীধর্ম্ম অংশেতে পণ্ডিত কুলেতে
জন্ম তব মতিমান॥
পণ্ডিত সদনে কাতর রোদনে
ভূতলে লোটায় সবে।
কহে ধর্ম্মদাস শুন মম ভাষ
পরিত্রাণ সবে পাবে॥
ধর্ম্মশিলা লয়ে স্নান করাইয়ে
সকলেরে দিব জল।
ভক্তিযুত মনে সেই নীর পানে
হাতে হাতে পাবে ফল॥

এতেক বলিয়ে স্নানজল লয়ে
বদনে তাদের দিল।
পান করি সবে সুস্থ হোল তবে
সকল যন্ত্রণা গেল॥
তিন দিবা গতে চলিতে ফিরিতে
পারিল সকল মুনি।
রামাঞি [৪৬খ]নন্দন করিল গমন
রোগমুক্ত সবে জানি॥
সেখান হইতে চলিল ত্বরিতে
পিতার নিকটে গেল।
করিয়া প্রণতি করি পিতৃস্তুতি
পদধূলি মাথে নিল॥
পুত্রেরে নিরখি মনে হ'য়ে সুখী
রামাঞি পণ্ডিত বলে।
কোন বর চাই কহ মোর ঠাঁই
দিব তোমা কুতূহলে॥
বিনয় বচনে পিতার সদনে
ধর্ম্মদাস তবে কয়।
অন্য বরে কোন নাহি প্রয়োজন
ধর্ম্মে যেন মতি রয়॥
পুত্রের বচন করিয়া শ্রবণ
রামাই হইয়া প্রীতি।
কহে অতঃপর দিনু তোমা বর
ধর্ম্মপদে হবে মতি॥
ধর্ম্মে হবে ভক্তি অন্তে পাবে মুক্তি
ধর্ম্ম তব গৃহে রবে।

তব বংশ [সুত ?] হইবে পণ্ডিত
কলিতে সম্মান পাবে ॥
আমার বারতা না হবে অন্যথা
কহিনু তোমারে সার ।
কোন চিন্তা নাই শ্রীধর্ম্ম গোঁসাঞি
সঙ্গে রবে অনিবার ॥
পিতৃবচনেতে হরষিত চিতে
পুন পদধূলি নিল ।
পিতা পুত্রে দোঁহে আনন্দিত হয়ে
ধর্ম্মে মন মজাইল ॥
এই রোগ মুক্তি করি অতি ভক্তি
এক মনে যেবা শুনে ।
রোগ দূরে যায় অন্তে মোক্ষ পায়
দ্বিজ ময়ূরকে ভণে ॥

পয়ার ॥

তার পর ধর্ম্ম সেন করহ শ্রবণ ।
রণজিত কলিঙ্গ রাজের বিবরণ ॥
[৪৭ক] যে জন্য করিল যজ্ঞ কলিঙ্গ ঈশ্বর ।
ফল না পাইয়া তার হইল কাতর ॥
বিরলে বসিয়া রাজা ভাবে মনে মন ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম বৃথা সব বুঝিনু এখন ॥
বৃথা যজ্ঞ করিলাম পঞ্চম বৎসর ।
আমার অদৃষ্টে আর নাহি বংশধর ॥
কিবা করে ধন জন কিসের সংসার ।
সেই জন অভাগিয়া পুত্র নাহি যার ॥

বৃথা জন্ম তার যে না দেখে পুত্রমুখ।
এইরূপ ভাবে নৃপ মনে মহা দুঃখ ॥
বহু দিন গত হোল না হ'ল সন্তান।
জীবন ত্যজিতে রাজা করে অনুমান ॥
নিশিযোগে স্বপনে কহিল নিরঞ্জন।
মন দিয়া শুন রাজা ধর্ম্মের বচন ॥
ধর্ম্মশিলা লয়ে নাহি করিলে পূজন
পণ্ডিতের অপমান তোমার কারণ ॥
সে মহাপাতকে তব না হইল সুত।
পুত্র যদি চাহ তবে কর ধর্ম্মব্রত ॥
গৃহাভরণ ব্রত করি লইয়া পণ্ডিতে।
নব খণ্ড সেবা যদি পারহ করিতে ॥
তবে ত হইবে তব সর্ব্ব পাপক্ষয়।
বৎসরের মধ্যে পুত্র পাইবে নিশ্চয় ॥
পুত্র ধন মান বৃদ্ধি হইবে তোমার।
কলিযুগে হই আমি ধর্ম্ম অবতার ॥
এত বলি নিরঞ্জন অন্তর্ধান হৈল।
নিদ্রা ভাঙ্গি নরপতি উঠিয়া বসিল ॥
পরদিন প্রভাতে উঠিয়া নরপতি।
স্বপন-কাহিনী কহে সভাজন প্রতি ॥
শুনিয়া বিস্ময় হৈল যত সভাজন।
স্থির কৈল রণজিত করিব গাজন ॥
এমন সময়ে মুনিগণের [৪৭খ] সহিত।
আইল গালব মুনি রাজপুরোহিত ॥
দেখি রণজিত নৃপ হরষিত মনে।
প্রণাম করিল মুনিগণের চরণে ॥

আশীর্ব্বাদ রাজারে করিল মুনিগণ।
অভ্যর্থনা করি রাজা দিলেন আসন॥
রণজিতে কহিল গালব তপোধন।
মন দিয়া শুন রাজা আমার বচন॥
ক্রোধবশে মোরা সবে নিন্দি নিরঞ্জন।
পাইলাম যে যন্ত্রণা না যায় বর্ণন॥
পণ্ডিতের কৃপাতে উদ্ধার পাই শেষে।
তাই আসিলাম পুন তোমার সকাশে॥
আমাদের দোষে পুত্র না পাইলে তুমি।
করিতে ধর্ম্মের পূজা নিষেধিনু আমি॥
সেই হেতু আসিয়াছি বলিতে তোমায়।
ধর্ম্মপূজা কর রাজা পুত্র কামনায়॥
ধর্ম্মের কোপেতে পড়িয়াছ নরবর।
শ্রীধর্ম্ম পূজিলে তব হবে বংশধর॥
জানিয়াছি ধর্ম্মশিলা পূর্ণ নারায়ণ।
ধর্ম্মদাস হতে শ্রেষ্ঠ না হয় ব্রাহ্মণ॥
অতএব ধর্ম্ম ভিন্ন নাহি গতি আর।
ধর্ম্মের বরেতে পাবে উত্তম কুমার॥
এত শুনি হরষিত কলিঙ্গঈশ্বর।
স্বপ্নবিবরণ কহে মুনির গোচর॥
মুনি কহে মহারাজ আন ধর্ম্মদাসে।
শুনেছ ধর্ম্মের বাক্য আর ভয় কিসে॥
নিশ্চয় হইবে তব উত্তম নন্দন।
[৪৮ক] যত শীঘ্র পার কর ধর্ম্মের গাজন॥
এত বলি মুনিগণ চলিল স্বস্থানে।
কহে রাজা রণজিত অনুচরগণে॥

কোথায় পণ্ডিত আছে করহ সন্ধান।
রাজদূত প্রেরণ করহ নানা স্থান ॥
কেহ যাহ বল্লুকায় রামাঞি নিকটে।
এত শুনি দূতগণ চারি দিকে ছুটে ॥
নানা স্থান রাজদূত সন্ধান করিয়া।
ধর্ম্মদাস সন্নিধানে উত্তরিল গিয়া ॥
দূতমুখে পাইয়া সকল সমাচার।
ধর্ম্মদাস পণ্ডিত হইল অগ্রসার ॥
পণ্ডিতে দেখিয়া রাজা বিনয় বচনে।
জিজ্ঞাসিছে নরবর ধরিয়া চরণে ॥
অধীনের অপরাধ ক্ষম মহামতি।
কিরূপে পূজিব ধর্ম্ম বলহ সম্প্রতি ॥
আপনার বাক্য আমি করিয়া হেলন।
করিলাম যজ্ঞ পূর্ণ লয়ে মুনিগণ ॥
যাগ যজ্ঞ সব কর্ম্ম হইল নিষ্ফল।
ত্যজিব জীবন পান করি হলাহল ॥
শুনি ধর্ম্মদাস কহে [শুন] নরবর।
ধর্ম্মের গাজন কর পাবে পুত্রবর ॥
নিশ্চয় হইবে তব বাসনা পূরণ।
একমনে ধর্ম্মশিলা করহ পূজন ॥
দ্বাদশ সেবাতে যেবা স্মরে নিরঞ্জনে।
তাহার দুষ্প্রাপ্য কিছু নাহি ত্রিভুবনে ॥
গাজনে দ্বাদশ সেবার আছয়ে পদ্ধতি।
নবখণ্ড সেবায় অধিক ধর্ম্ম প্রীতি ॥
নব অঙ্গে ভেদি যেই স্মরে নিরঞ্জন।
অসাধ্য [৪৮খ] সুসাধ্য তার ধর্ম্মের বচন ॥

রাজা কহে নবখণ্ডে সেবিব ঈশ্বরে।
স্বপনকাহিনী বলে পণ্ডিত গোচরে॥
শুনিয়া সন্তোষ হইলেন ধর্ম্মদাস।
অতিশীঘ্র পুরিবে তোমার অভিলাষ॥
শুনিয়া হইল রাজা আনন্দ অন্তর।
স্থাপিল ধরমশিলা মন্দির ভিতর॥
ধর্ম্মদাস কথামত রণজিত রায়।
পুরোহিত মুনিগণে আনিল ত্বরায়॥
প্রণমিয়া দ্বিজগণে দিলেন আসন।
ধর্ম্মদাসে দেখি আনন্দিত মুনিগণ॥
জিজ্ঞাসে কুশল প্রশ্ন মুনিগণ যত।
ধর্ম্মদাস মুনিগণে কৈল দণ্ডবত॥
গালব মুনিকে ধর্ম্মদাস নিবেদিল।
ধর্ম্মব্রত করিবারে রাজা ইচ্ছা কৈল॥
আপনারা অনুমতি করহ প্রদান।
পুরোহিত বিনা না হইবে সমাধান॥
শুনিয়া আনন্দমনে কহে মুনিগণ।
এতকালে সার্থক হইল এ জীবন॥
কিন্তু এক নিবেদন শুন মহামতি।
নাহি জানি মোরা এই গাজন-পদ্ধতি॥
ধর্ম্মের বিশেষ তত্ত্ব কিছুই না জানি।
ধর্ম্ম কারে কহে তাহা কহ মহাজ্ঞানি॥
কি করেন তিনি কিবা মাহাত্ম্য তাঁহার।
কেমন বরণ মূর্ত্তি ধ্যান কি প্রকার॥
কে করিল এই ব্রত পাইল কি ফল।
ধর্ম্মতত্ত্ব শুনিবারে বাসনা সকল॥

[৪৯ক] ধার্ম্মিকের শ্রেষ্ঠ তুমি জগতে বিদিত।
শিক্ষা দাও সবে ধর্ম্মমাহাত্ম্য কিঞ্চিত ॥
রাজা কয় বলহ পণ্ডিতশিরোমণি।
জনম সার্থক করি ধর্ম্মতত্ত্ব শুনি ॥
ধর্ম্মদাস কহে তবে শুন সর্ব্বজন।
ময়ূর ভট্টেতে ভণে ভাবি নিরঞ্জন ॥

ত্রিপদী ॥

রামাঞ্জিনন্দন কহিছে তখন
শুন শুন সর্ব্বজন।
কারে বলে ধর্ম্ম কিবা তার কর্ম্ম
কে জানে তার বর্ণন ॥
পূজিলে তাহায় কিবা ফল পায়
কে জানে ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য।
বেদ বিধি শেষ না জানে মহেশ
ভারতী* না পায় তত্ত্ব ॥
পূর্ব্বে তপোবনে পিতার সদনে
শ্রবণ করেছি যাহা।
শুনহ সবায় ধর্ম্মের কৃপায়
কহিব সকলে তাহা ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যদংশে উদ্ভব
[যে] সূর্য্যমণ্ডলে স্থিত।
চতুর্ভুজ ধরে ধর্ম্ম বলে তারে
শঙ্খ চক্রাদি শোভিত ॥

*পুথিতে 'ভারথি'।

যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা আর পাতা হর্ত্তা
যোগী যারে ধ্যান করে।
জনম মরণ বিহীন যে জন
শাস্ত্রে ধর্ম্ম বলে তারে॥
দুষ্টের দমন করয়ে যে জন
সাধুগণে করে ত্রাণ।
যাহাতে জগত আছয়ে সদত
শ্রীধর্ম্ম তাহার নাম॥
সদা সত্যময় অক্ষয় অব্যয়
বিশুদ্ধ অপরাজিত।
আদিদেব যিনি ধর্ম্ম হন* তিনি
সদা চিন্তে লোকহিত॥
জপ হোম আদি তপস্যা সমাধি
সকল পুণ্য কর্ম্মেতে।
পাওয়া যায় যাঁকে ধর্ম্ম বলে তাঁকে
মুনিগণ সকলেতে॥
শাস্ত্রাম্মু[৪৯খ]মোদিত কর্ম্ম আছে যত
জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাসেতে।
করিলে সকল পায় যেই ফল
সেই ধর্ম্ম বেদাদিতে॥
সত্যে শুক্লপ্রভা ত্রেতায় রক্তাভা
দ্বাপরে পীত বরণ।
যে জন কলিতে কৃষ্ণাবর্ণান্বিতে
সেই ধর্ম্ম নিরঞ্জন॥

* পুথিতে 'হয়'।

কখন সাকার কভু নিরাকার
কি তার রূপ বর্ণন।
শাস্ত্রে যাহা কয় ধ্যানেতে নির্ণয়
কহি শুন মুনিগণ ॥
সত্যে শুক্লজ্যোতি ধর্ম্ম যুগপতি
শ্বেতসিংহাসনস্থিত।
রজতবরণ প্রসন্ন বদন
হৃদয়ে কৌস্তুভ দীপ্ত ॥
জিনি নীলোৎপল নয়ন যুগল
শান্তময় চতুর্ভুজ।
বনমালা ধৃত করেতে শোভিত
শঙ্খ-চক্র-গদাম্বুজ ॥
প্রকৃতাখ্যা মাতা বামে সদা স্থিতা
স্তব করে দেবগণ।
কোটি দিবাপতি সম অঙ্গজ্যোতিঃ
সর্ব্বসাক্ষী নিরঞ্জন ॥
যে ধ্যানে যে জন করে আরাধন
সেই রূপ ধরে তিনি।
অযোধ্যাতে রাম গোকুলেতে শ্যাম
সেই এক চিন্তামণি ॥
জগত আশ্রয় সেই বিশ্বময়
ধর্ম্ম বিনা গতি নাই।
যে ভজে ধর্ম্মেরে ধর্ম্ম রাখে তারে
অন্তকালে দেন ঠাঞি ॥
ভকতির ধন সেই নিরঞ্জন
শুন নৃপ একচিতে।

পূজিলে শ্রীপদ যায় সর্ব্বাপদ
পারে অসাধ্য সাধিতে ॥
সেবিয়া চরণ দেব ত্রিলোচন
যোগীন্দ্রগণের* গুরু ।
সবার ঈশ্বর জন্মমৃত্যুহর
সর্ব্বান্তক কল্পতরু ॥
জগতের ধাতা ব্রহ্মা বরদাতা
সেবিয়া [৫০ক] ধর্ম্মচরণ ।
আছয়ে পুরাণে যার এক দিনে
চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পতন ॥
সহস্রবদন করিয়া যতন
সেবি ধর্ম্মশ্রীচরণ ।
তিলতুল্য ভাবি শিরেতে পৃথিবী
যতনে কৈল ধারণ ॥
বাঙ্মনাগোচরা লক্ষ্মী পরাৎপরা
সকল সম্পৎপ্রদা ।
করিয়া যতন ধর্ম্মের চরণ
কেশেতে মুছায় সদা ॥
বিদ্যা অধিষ্ঠাত্রী দেবী জ্ঞানদাত্রী
শ্রুতিমাতা সরস্বতী ।
পূজ্যা সকলের কেবল ধর্ম্মের
পদাম্বুজে করি স্তুতি ॥
রত্নগর্ভা ধরা সর্ব্বশস্যকরা
সে পাদপদ্ম সেবিয়া ।

*পুথিতে 'যোগেন্দ্রগণের' ।

প্রকৃতিরূপিণী ধর্ম্মসনাতনী
শ্রীধর্ম্মপদ পূজিয়া ॥
শ্রীধর্ম্ম সেবিয়া দুর্গা মহামায়া
সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী ।
সর্ব্বগুণাত্মিকা জগত পালিকা
হৈল শিবসীমন্তিনী ॥
সাবিত্রী বিখ্যাতা দেবী বেদমাতা
ব্রাহ্মণের গতিরূপা ।
পবিত্রকারিণী ব্রহ্মার রমণী
লভিয়া ধর্ম্মের কৃপা ॥
দেব দিবাকর পূজি মায়াধর
লভিল সুন্দর সুত ।
ধার্ম্মিকপ্রধান ধর্ম্মের [৫০খ] সমান
যম ধর্ম্ম নামে খ্যাত ॥
গাজনপদ্ধতি শুন নরপতি
প্রকাশিল যেই মতে ।
শুনেছি যেমন করাব শ্রবণ
গৃহাভরণ নামেতে ॥
পূর্ব্বে সত্যকালে ব্রাহ্মণের কুলে
শ্বেতাইয়ে[র] জন্ম হোল ।
ব্রহ্মাংশসম্ভূত শ্বেতাই পণ্ডিত
গাজন প্রকাশ কৈল ॥
দেব প্রজাপতি পূজে যুগপতি
প্রজাবৃদ্ধি কামনাতে ।
করিল গাজন যত মুনিগণ
ভক্ত হইল তাহাতে ॥

বসুয়া রমণী হইল আমিনী
সঙ্গে চারি শত গতি।
পূজি নিরঞ্জন বাসনা পূরণ
করিলেন সৃষ্টিপতি॥
পরেতে ত্রেতায় জন্মিল নীলাই
বিষ্ণু-অংশ-সমুদ্ভূত।
করি ধর্ম্মপূজা হৈল মহাতেজা
করিল কর্ম্ম অদ্ভুত॥
দানব উৎপাতে বাসবের চিতে
জনমিল মহাশয়।
উদ্ধার হইতে নীলাই সাক্ষাতে
উপনীত গিয়ে হয়॥
নীলাইবচনে আনন্দিত মনে
শত্রুনাশ কামনাতে।
[৫১ক] ইন্দ্র সুরপতি পূজে যুগপতি
গৃহাভরণ নামেতে॥
দেবগণ সবে মহা মহোৎসবে
ভক্তা হইল তাহাতে।
আমিনী চরিত্রা অতি সুপবিত্রা
আট শত গতি সাথে॥
স্ববাঞ্ছিত বর লভি পুরন্দর
গাজন সম্পূর্ণ কৈল।
দ্বাপর যুগেতে শিবের অংশেতে
কংশায়ের জন্ম হৈল॥
ধর্ম্মে মতি স্থির নৃপ যুধিষ্ঠি
করিল গৃহাভরণ।

রাজ্যলাভ কামে পূজিল ধরমে
ভক্তা হোল রাজগণ ॥
শ্রীধর্ম্ম সেবিতে ভকতি মনেতে
গঙ্গা হলেন আমিনী ।
বার শত গতি রহে দিবারাতি
সেবিবারে চিন্তামণি ॥
পাণ্ডুর নন্দন করিল গাজন
হইল সফলকাম ।
পাইল সর্ব্ব রাজ্য করি রাজকার্য্য
অন্তে লভে মোক্ষধাম ॥
ধর্ম্মের অংশেতে শ্রীধর্ম্ম সেবিতে
কলির আদি সন্ধ্যায় ।
সর্ব্ব গুণান্বিত জন্মিল পণ্ডিত
মম পিতা সে রামাঞ ॥
বল্লুকার তীরে ভকতি অন্তরে
শ্রীধর্ম্মের প্রীতি কামে ।
লয়ে ধর্ম্মশিলা গাজন স্থাপিলা
কামিন্যা দিলেন ধামে ॥
সকল ব্রাহ্মণ ভক্তিযুত মন
ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আদি ।
মহা মহোৎসবে ভক্ত হৈল সবে
পূজা করিতে অনাদি ॥
দেবী কাত্যায়নী [৫১খ] হইল আমিনী
পূজিতে ধর্ম্মের পদ ।
পণ্ডিত তখন আনন্দিত মন
ভক্তিভাবে গদগদ ॥

ষোল শত গতি　　　　সেবে দিবারাতি
　　সম্পূর্ণ হোল গাজন।
বর মনোনীত　　　　লভিল পণ্ডিত
　　তুষ্ট হোল নিরঞ্জন॥
হরিশ্চন্দ্র রাজা　　　　করি ধর্ম্মপূজা
　　পুত্র পাইল গুণাধিক।
ধর্ম্মের* কৃপায়　　　　মৃত পুত্র পায়
　　সুচন্দ্র নামে বণিক॥
বলি দৈত্যপতি　　　　বিরাট নৃপতি
　　নন্দ যশোমতী রাণী।
বেণু নৃপবর　　　　ভোজের ঈশ্বর
　　পূরদত্ত মহাজ্ঞানী॥
পূর্ব্বকালে সবে　　　　মহা মহোৎসবে
　　করিল ধর্ম্মগাজন।
যার যেই মত　　　　বর মনোনীত
　　প্রাপ্ত হইল সর্ব্বজন॥
অহংকার মনে　　　　নিন্দে নিরঞ্জনে
　　সুচন্দ্র-বণিক-স্ত্রী।
সে মহাপাপেতে　　　　দারুণ ব্যাধিতে
　　হারাইল দেহশ্রী॥
কুষ্ঠ অষ্টাদশ　　　　ধরিল ক্রমশ
　　ধবল পাথর সাথে।
হস্ত পদদ্বয়　　　　ক্রমে হোল ক্ষয়
　　কীটের যন্ত্রণা তাথে॥

* পুথিতে 'ধর্ম্মেক কৃপায়'।

বুঝিয়া কুকর্ম্ম পুন সেবি ধর্ম্ম
ধার্ম্মিকে করিয়া নতি।
ক্ষত কলেবর হইল সুন্দর
রোগে হয় অব্যাহতি ॥
অতএব রাজা কর ধর্ম্মপূজা
ভাব ধর্ম্ম অবতারে।
ধর্ম্ম বিনা আর অন্তিমে নিস্তার
কেহ না করিতে পারে ॥
ধর্ম্ম মহাধন সুখের কারণ
ধর্ম্মেতেই শান্তি হয়।
সংসারের সার ধর্ম্ম অবতার
যথা ধর্ম্মস্তথা জয় ॥
কলুষনাশন শ্রীধর্ম্মচরণ
ভাবিয়া হৃদয়পটে।
অমিয় সমান অনাদিপুরাণ
রচিল ময়ুর ভট্টে ॥

[পয়ার ॥]

যথাশাস্ত্র ধর্ম্মতত্ত্ব কহিল পণ্ডিত।
শুনিয়া যতেক মুনি হইল বিস্মিত ॥
আনন্দে রাজার চক্ষে বহে অশ্রুজল।
পূর্ব্বকথা স্মরি ভাবে মুনিরা সকল ॥
[৫২ক] আপন কুকর্ম্ম ভাবি অনুতাপ আসে।
শত প্রণিপাত করে ধর্ম্মের উদ্দেশে ॥

পণ্ডিতের প্রতি কহে যত মুনিগণ।
জানিলাম ধর্ম্মদেব পূর্ণ নারায়ণ ॥
অধম পতিতগণে করিতে উদ্ধার।
ধর্ম্ম নামে পূজা নিতে শিল[া] অবতার ॥
না বুঝিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব আমরা তখন।
বলিয়াছিলাম কত কুৎসিত বচন ॥
নিজগুণে ক্ষমিয়া সকল অপমান।
করিলে দারুণ রোগে আমাদিকে ত্রাণ ॥
মহতের শ্রেষ্ঠ তুমি ধার্ম্মিক সুজন।
তব তুল্য নহে এ সকল মুনিগণ ॥
বান্ধিয়াছ নিরঞ্জনে ভক্তির গুণেতে।
তোমা হতে শ্রেষ্ঠ কে বা আছে পৃথিবীতে ॥
তব গুণ শোধিতে নারিব কদাচন।
পূর্ব্বের সকল দোষ করহ মার্জ্জন ॥
শুনি ধর্ম্মদাস কহে দণ্ডবৎ করে।
হেন কথা আর না বলিহ অধমেরে ॥
জগতে ব্রাহ্মণ সম আছে কোন্ জন।
যার পদাঘাত হরি করিল ধারণ ॥
বিপ্র-পাদোদক যেই ভক্তি করে খায়।
সকল তীর্থের ফল ঘরে বসি পায় ॥
ব্রাহ্মণমহিমা বড় বেদে দিতে নারে।
দ্বিজরূপে নারায়ণ ভ্রমে এ সংসারে ॥
ব্রাহ্মণের বাক্য কভু না হয় খণ্ডন।
অকালেতে দশরথ হইল নিধন ॥
ব্রাহ্মণ সমান কে বা আছে মহাতেজা।
ব্রহ্মশাপে ভগাঙ্গ হইল ইন্দ্র রাজা ॥

নৃগ নামে নৃপকে শাপিল দ্বিজবর।
কৃকলাশ হয়ে ছিল কূপের ভিতর॥
সগর রাজার ষাটি সহস্র নন্দন।
কপিলের কোপদৃষ্টে হইল নিধন॥
সর্ব্ব তেজ হতে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মক্রোধানল।
যাহাতে হইল শুষ্ক সমুদ্রের জল॥
[৫২খ] শ্রীহরি ভোজন করে ব্রাহ্মণের মুখে।
দ্বিজরূপ নারায়ণ পুরাণেতে লিখে॥
তুষ্ট হলে ব্রাহ্মণ শ্রীহরি তুষ্ট তারে।
রুষ্ট হলে ব্রাহ্মণ রাখিতে কেহ নারে॥
অনেক তপস্যাতে মনুষ্যজন্ম হয়।
কত শত পুণ্যে জম্মে ব্রাহ্মণতনয়॥
আপনারা সেই ব্রহ্মতেজেতে তেজস্বী।
কাটিয়া সংসারমায়া হয়েছ সন্ন্যাসী॥
তোমাদিকে দরশনে দেহ পুণ্যযুত।
আমি মহাপাপী হইলাম জাতিচ্যুত॥
ব্রাহ্মণকুলেতে কৈনু জনম গ্রহণ।
কর্ম্মদোষে হইলাম ডোমের ব্রাহ্মণ॥
পূর্ব্বজম্মে না জানি করিনু কত পাপ।
তাই এ জনমে পাই এত মনস্তাপ॥
কহিছে গালব তুমি না হও নিরাশ।
জাতিতে কি আসে যায় শুন ধর্ম্মদাস॥
কর্ম্মময় এ জগতে কর্ম্মই প্রধান।
কর্ম্মে শূদ্রগণ হয় ব্রাহ্মণ সমান॥
ব্রহ্মধর্ম্ম যেই জন না করে পালন।
শূদ্রের অধম সেই কহে বুধগণ॥

জাতিতে নাহিক কিছু কর্ম্মেতেই সব।
ধীবর-কন্যার গর্ভে ব্যাসের উদ্ভব॥
ক্ষত্র হয়ে বিশ্বামিত্র মুনিশিরোমণি।
নাবিক-নন্দন মন্দপাল মহামুনি॥
বশিষ্ঠ গণিকাপুত্র পুরাণেতে বলে।
জাতি লয়ে কি করিবে গুণ না রহিলে॥
শূদ্র এক কর্ম্মগুণে হইল ব্রাহ্মণ।
পুরাণেতে এইরূপ আছয়ে লিখন॥
জাতি নাহি পূজ্য হয় এ:তিন [৫৩ক] সংসারে।
যদ্যপি চণ্ডাল কেহ রহে সদাচারে॥
সেই গুণে মান্য তার হয় সর্ব্ব স্থল।
তাহারে ব্রাহ্মণ কহে দেবতাসকল॥
গুণের কেমন পূজা শুন একমনে।
ঐরাবত শশাঙ্ক জন্মিল এক স্থানে॥
শিবের ভালেতে স্থান পাইল শশধর।
ঐরাবতে বাহন করিল পুরন্দর॥
যাহার যেমন গুণ পূজা তার মত।
মহাগুণবান্ তুমি সদা ধর্ম্মে রত॥
মার্কণ্ডেয়মুখে পূর্ব্বে করিয়া শ্রবণ।
জানিলাম তোমা তুল্য নাহিক ব্রাহ্মণ॥
পেয়েছ ধর্ম্মের কৃপা নাহিক তুলনা।
তপস্বী হইয়া মোরা পাসরি আপনা॥
ধর্ম্মের কৃপায় তব না টুটিল মান।
কে করিবে নিন্দা যারে তুষ্ট ভগবান্॥
শুনিয়া সন্তোষ হইল রামাই-নন্দন।
রণজিত ভাবে মোর সার্থক জীবন॥

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মোর গৃহে অধিষ্ঠান।
অবশ্যই কৃপা করিবেন ভগবান্॥
কৃতাঞ্জলিপুটে রাজা কহেন তখন।
পবিত্র হইল আজি আমার ভবন॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের একত্র দরশনে।
ধন্য হইলাম আমি সার্থক জীবনে॥
অনুগ্রহ করি সবে বলহ এখন।
ধর্ম্মব্রতে কোন্ দ্রব্য হবে প্রয়োজন॥
ব্রত আরম্ভের দিন করহ নির্ণয়।
ধর্ম্মব্রত বিনা শান্ত না হবে হৃদয়॥
এত শুনি ধর্ম্মদাস কহে রণজিতে।
ব্রতের সময় শুন সাংজা[ে]ত[র] মতে॥
বসন্ত গ্রীষ্ম ঋতুতে শুক্ল তৃতীয়ায়।
আরম্ভ করিয়া সমাপিবে পূর্ণিমায়॥
এইরূপ ব্রতের বিধান নরপতি।
অদ্য বৈশাখের শুক্ল প্রতিপদ তিথি॥
পরশু বৈশাখী শুক্ল তৃতীয়া অক্ষয়।
[৫৩খ] অতি শুভ দিন এই সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
কর রাজা এই দিনে আরম্ভ গাজন।
বিশেষ বিধান এই করহ শ্রবণ॥
সেবিতে দ্বাদশ সেবা সন্ন্যাস বিধানে।
দ্বাদশ ভকিতা চাই আরম্ভের দিনে॥
স্বয়ং অশক্ত যদি হও সন্ন্যাসেতে।
পাটভক্তা দিবে প্রতিনিধিস্বরূপেতে॥
চতুর্থ আমিনী চাই বিধান যেমন।
ব্রহ্ম হোতা সদস্য ইত্যাদি দ্বিজগণ॥

তার পর পূজার উদ্‌যোগ আছে যত।
কহিব তোমারে নৃপ সাংজাত [সম্]মত॥
কোশাকুশী কুশ তিল হরীতকী ফল।
শতপর্ব্বা তুলসী আনিবে গঙ্গাজল॥
অগুরু চন্দন চুয়া আতপ তণ্ডুল।
বিল্বপত্র সহ আন বিকশিত ফুল॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু নারিকেল ঝুনা।
সুপক্ক কদলীফল চিনি ধূপ ধুনা॥
ফুলমালা উপকর্ণ* আনিবে প্রচুর।
সগুড় লড্ডুক লাজা কার্পাস কর্পুর॥
অলক্তা সিন্দূর বস্ত্র গোময় গোমূত্র।
হরিদ্রা দর্পণ চাই কার্পাসের সূত্র॥
লুয়ে নামে ছাগ চাই দিতে বলিদান।
কৃষ্ণবর্ণ অজ পশু করহ সন্ধান॥
এত শুনি ধর্ম্মদাসে কহে মুনিগণ।
ধর্ম্মের গাজনে কেন হেন আচরণ॥
আপনি কহিলে এই সনাতন ধর্ম্ম।
তাহার নিকটে কেন হবে বলি-কর্ম্ম॥
সর্ব্বজীবে যাহার সমান দয়া রয়।
ধর্ম্মরূপে ভগবান্ ভূতলে উদয়॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম তাহার বিধান।
তবে কেন তার কাছে ছাগ বলিদান॥
জন্মিল মনের মধ্যে দারুণ সংশয়।
ইহার বৃত্তান্ত কিছু কহ মহাশয়॥

---

* উপকরণ।

এত শুনি ধর্ম্মদাস কহে মুনিগণে।
শ্রীগুরুচরণ[৫৪ক] বন্দি ময়ূরকে ভণে॥

ছাগজন্ম লিখ্যতে॥

পয়ার॥

এত শুনি পণ্ডিত কহিছে মুনিগণে।
ছাগ-বলি যেই হেতু ধর্ম্মের গাজনে॥
পিতার নিকটে যাহা করেছি শ্রবণ।
সেই অপরূপ কথা শুন মুনিগণ॥
এক দিন পার্ব্বতীরে লইয়া সঙ্গেতে।
বৃষভ বাহনে হর ভ্রমে অবনীতে॥
মহারণ্য পাশে এক বটের তলায়।
অসংখ্য বালক কান্দে পড়িয়া ধূলায়॥
বয়স দশম কারো কারো বা দ্বাদশ।
ষোড়শবর্ষীয় কেহ কেহ চতুর্দ্দশ॥
এইরূপে অগণিত মুনির নন্দন।
ক্ষুধায় কাতর হয়ে করিছে ক্রন্দন॥
তাহা দেখি ভগবতী কাতর-হৃদয়ে।
জিজ্ঞাসা করিছে মহেশের মুখ চেয়ে॥
উহাদের পিতা মাতা নাহি কি জীবিত।
কি হেতু কান্দিছে হয়ে ধূলিধূসরিত॥
ইহাদের দুঃখ দেখি মম স্নেহ হয়।
মহেশ কহিছে এরা মুনির তনয়॥
বালখিল্য মুনিগণ তপস্যার তরে।
গিয়াছে সকল মুনি পত্নী সঙ্গে ক্রোরে॥

সন্ধ্যায় আসিয়া পুন ফলাদি খাওয়াবে।
শুনি দয়াযুক্ত মনে দেবী কহে তবে ॥
ক্ষুধিত বালকগণে করাব ভোজন।
এত বলি উপনীত বালক সদন ॥
দেবী বলে কি খাইতে ইচ্ছা তোমাদের।
শুনিয়া আনন্দ অতি হৈল সকলের ॥
উদন খাইতে ইচ্ছা হয় আমা সবে।
দেবী বলে ক্ষণেক বিলম্ব কর তবে ॥
এতেক বলিয়া অন্নপূর্ণা রূপ ধরি।
অন্ন উৎপাদন শীঘ্র করিল শঙ্করী ॥
বালকে কহিল পদ্মপত্র আন তুলে।
তাহাতে উদন দিব খাইবে সকলে ॥
এত শুনি সকলেতে আনন্দ হইয়া।
পদ্মপত্র আনি সবে বসিল আসিয়া ॥
এক এক পত্রে সবে আসন করিল।
আর এক এক পত্রে খাইতে বসিল ॥
[৫৪খ] ব্যস্তভাবে ভগবতী দিতেছে উদন।
সরিয়া পড়িছে তাই অঙ্গের বসন ॥
হেরিয়া রূপের ছটা যত মুনিসুত।
কেহ কেহ কামানলে হইল পীড়িত ॥
বিধির অপূর্ব্ব লীলা কে পারে বুঝিতে।
কারু কারু বীর্য্য খসি পড়িল পাত্রেতে ॥
দেখিয়া দেবীর মনে উপজিল ক্রোধ।
আমি জগতের মাতা এ কি রে নির্ব্বোধ।
করিলি আমার প্রতি হেন কদাচার।
কিছুতেই মম ক্রোধে পাবি না নিস্তার ॥

অনশনে এসেছিনু ভোজন করাতে।
তার প্রতিদান তোরা দিলি ভালমতে॥
করিলি আমার প্রতি পাশব আচরণ।
দূর হ রে পশুর অধম মূর্খগণ॥
ছাগ পশুকুলে গিয়া জন্মহ সকলে।
কখন না পাবি মুক্তি মম ক্রোধানলে॥
জন্মমাত্র কাতর হইবি কামবাণে।
মাতৃজরায়ুতে রত হইবি মৈথুনে॥
এত শুনি দিব্য জ্ঞান জন্মিল সবার।
মা মা বলিয়া পদে পড়ে অভয়ার॥
কালের দোষেতে কর্ম্ম জানহ আপনি।
মহাপাপিগণে রক্ষা করহ জননি॥
অজ্ঞান কুমতি ঘোরে নারিনু চিনিতে।
দয়া করি জননি হইবে মুক্তি দিতে॥
সকলেতে এইরূপে কান্দিল বিস্তর।
তথাপি দেবীর নাহি হইল কদর॥
দেবী কহে মম বাক্য না হবে খণ্ডন।
এ জনমে মুক্তি নাহি পাবে কদাচন॥
সন্ত রক্ত তোমাদের দেখিব যখন।
তবে ত হইবে মম প্রীতি সম্পাদন॥
এত শুনি সকলেতে কান্দিয়া পড়িল।
কহ গো জননি কিসে খণ্ডে অজকুল॥
তাহা শুনি ভবানী কহিছে সকলেতে।
হইবে তোদের বলি [৫৫ক] মম সম্মুখেতে॥
ডাকিনী যোগিনী পান করিবে শোণিত।
নিরখিলে নয়নে হইব হরষিত॥

পশুকুল খণ্ডাইতে করিনু বিধান।
হইবে ছাগের বলি মম সন্নিধান॥
বিধিমতে বলি দিলে পাব আমি প্রীতি।
পশুকুল হইতে পাইবি অব্যাহতি॥
বিধান রহিল আজ হইতে জগতে।
দেবী পূজায় ছাগ বলি রাজসিক মতে॥
যে দিবে আমার কাছে ছাগ বলিদান।
অতি প্রীতি পেয়ে তার করিব কল্যাণ॥
আমারে নিরখি যারা অধৈর্য্য হইল।
নিজ তেজ কমলপত্রেতে খসাইল॥
সেই দুরাচারগণ বড় অধার্ম্মিক।
তাহাতে আমার ক্রোধ বাড়িল অধিক॥
করিল পাপিষ্ঠগণ যেমত কুকর্ম্ম।
তির্য্যক্‌কুলেতে তারা লভিবেক জন্ম॥
শত জন্ম যাপিয়া জীবন সেই কুলে।
অজরূপে জনমিবে অবনীমণ্ডলে॥
কলিকালে সকলের কলুষ নাশিতে।
মুক্তিরূপে রব আমি শ্রীধর্ম্ম বামেতে॥
বিষম পাপেতে মুক্তি দিতে জীবগণে।
কামিন্যা রূপেতে রব ধর্ম্মের গাজনে॥
লুইধর নামে ছাগ আনিয়া সে কালে।
ধর্ম্মমন্ত্র পঠিবে তাহার কর্ণমূলে॥
বাদ্যভাণ্ড করিয়া সকলে হরষিতে।
সেই ছাগ বলি দিবে আমার সাক্ষাতে॥
কামিন্যার সন্নিধানে দিলে বলিদান।
সেই সে পাতকে তবে পাবে পরিত্রাণ॥

যখন রক্তের সঙ্গে হবে ঘৃতাহুতি।
মহাপাতকেতে তবে পাবে অব্যাহতি॥
রেতঃপাতিগণ হবে লুয়ে [৫৫খ] নামে খ্যাত
সেই ছাগ জনমিল মম শাপে যত॥
মানসিক করি ধর্ম্মব্রত করি যেবা।
কাটিয়া লুয়ার মুণ্ড মোরে দেখাইবা॥
উদ্ধার করিব তারে দারুণ সঙ্কটে।
মনোমত বর পাবে আমার নিকটে॥
অপুত্রের পুত্র হবে নির্ধনের ধন।
এত বলি গেল দেবী কৈলাস ভুবন॥
ছাগল হইয়া জন্ম নিল সকলেতে।
রেতঃপাতিগণ ভ্রমে তির্য্যক্‌কুলেতে॥
তার পর ছাগজন্ম করিয়া গ্রহণ।
ধর্ম্ম গাজনেতে মুক্তি পাইল সর্ব্বজন॥
সেই হতে ছাগবলি দেবীর অর্চ্চনে।
এই হেতু ছাগ চাই ধর্ম্মের গাজনে॥
এত শুনি মুনিগণ হোল হরষিত।
পূজার উদ্‌যোগ কৈল সাংজাত[সম্]মত॥
লুয়ে ছাগ আনাইল করিয়া সন্ধান।
করে আয়োজন রাজা যেমন বিধান॥
অন্তঃপুরে রাজরাণী আনন্দ অপার।
দ্বিজ ময়ূরকে ভণে ভাবি করতার॥

ত্রিপদী ॥

হয়ে সবে আনন্দিত করিবারে ধর্ম্মব্রত
দিন স্থির কৈল বিধিমতে।
পণ্ডিতের মত ধরে মেষস্থিত প্রভাকরে
সিত পক্ষ তৃতীয়া তিথিতে ॥
হয়ে ভক্তিযুত মন কৈল সব আয়োজন
পুরোহিত পণ্ডিতের মতে।
রণজিত মহারাজা করিবারে ধর্ম্মপূজা
ছাওলা করাইল যতনেতে ॥
হইল গাজনস্থল পরিপাটী সুনির্ম্মল
আম্রশাখা শোভে চারি ধারে।
[৫৬ক] স্বর্ণসিংহাসনে স্থিত ধর্ম্ম লইয়া পণ্ডিত
রাখিলেন বেদীর উপরে ॥
গাজনের পূর্ব্ব দিনে সায়ংসন্ধ্যা সমাপনে
করিল ধর্ম্মের অধিবাস।
উঠি সবে প্রাতঃকালে স্নান করি কুতূহলে
পরিধান কৈল শুদ্ধ বাস ॥
সাংজাত পুথি লয়ে পণ্ডিত আনন্দ হয়ে
বসিলেন পবিত্র আসনে।
গালব ভক্তি ভাবেতে ধর্ম্মসাংজাতের মতে
পূজা করে দেব নিরঞ্জনে ॥
বাজে শঙ্খ ঘণ্টা ঘন বসিল ব্রাহ্মণগণ
সঙ্কল্প করিল পুরোহিত।
রাজা অতি ভক্তিচিতে বরিল বিপ্র পণ্ডিতে
ভক্ত্যামিনী আনিল ত্বরিত ॥

স্মরিয়া ধর্ম্মের বাণী রণজিত নৃপমণি
নব খণ্ড সেবা করিবারে।
সন্ন্যাসীর বেশ ধরি লইল ধর্ম্ম উত্তরী
ভাবে সদা ধর্ম্ম অবতারে॥
সেবিতে সন্ন্যাস ব্রতে প্রতিনিধি স্বরূপেতে
পাটভক্ত্যা করিল বরণ।
ভক্ত্যামিনী সর্ব্বজনে ধর্ম্ম উত্তরীয় দানে
সুপবিত্র করিল তখন॥
পঞ্চ ঘটের স্থাপন করিলেন তপোধন
পূজে পঞ্চ দেব গ্রহগণ।
পূজে দিক্‌পাল দশ মৎস্য কূর্ম্মাদি ক্রমশ
একে একে করিল অর্চ্চন॥
কমঠ মুদ্রা করিয়া তাহাতে পুষ্প লইয়া
ধর্ম্ম ধ্যান করে শাস্ত্রমতে।
পূজি মানসোপচারে অর্ঘ্যের স্থাপন করে
আধারাদি পূজে যতনেতে॥
পুনর্ব্বার ধ্যান করে পূজে ষোড়শ উপচারে
আসনাদি দিয়া যথাবিধি।
পুনঃ ষোড়শোপচারে পূজা কৈল কামিন্যারে
লক্ষ্মী সরস্বতী চণ্ডিকাদি॥
পূজিল আমিনী চারি শশধর আদি দ্বারী
শ্বেতায়াদি ধর্ম্মভক্ত জনে।
পাত্র বিশাশয় জন ভৈরব যোগনীগণ
দেব দেবী ক্ষেত্রপালগণে॥
পূজি ধর্ম্ম আবরণ কৈল পূজা সমাপন
বহু ভোগদ্রব্য নিবেদিল।

ধর্ম্ম-মন্ত্র নিয়মিত জপ সারি বিধিমত
কুণ্ডে অগ্নি [৫৬খ] স্থাপন করিল ॥
হোম সারি বিধিমতে প্রত্যহ আহুতি দিতে
অগ্নি রাখে পরম যতনে ।
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য যত পঠিল ধর্ম্ম পণ্ডিত
চণ্ডী পাঠ করিল ব্রাহ্মণে ॥
পরে ভক্ত্যামিনীগণ স্নান করি সমাপন
অর্ঘ্যদান দিল দিবাকরে ।
বেত্রদণ্ড লয়ে করে পূজিল পরমেশ্বরে
নৃপ সঙ্গে ভকতি অন্তরে ॥
পুন সূর্য্য অর্ঘ্য দিল প্রণামাদি সমাপিল
ধর্ম্মবেদী কৈল প্রদক্ষিণ ।
ঢাক ঢোল শঙ্খধ্বনি জয় ধর্ম্ম রব শুনি
এইরূপে গত হইল দিন ॥
সন্ধ্যাকালে নররায় করি সন্ধ্যাহ্নিক সায়
আনে ভোগদ্রব্য বহুতর ।
মোদক চিনি অপূপ ক্ষীরখণ্ড নানারূপ
স্বর্ণপাত্রে সাজায় বিস্তর ॥
শুদ্ধ হয়ে পুরোহিত সারে সন্ধ্যাক্রিয়া যত
আরাত্রিক কৈল সমাপন ।
হিন্দোল কাষ্ঠ পুতিয়া নবদণ্ড আরোপিয়া
কৈল নব দণ্ডের অর্চ্চন ॥
বিধানে আছে যেমন সেইরূপ ভক্ত্যাগণ
ধর্ম্ম সেবে দ্বাদশ প্রকারে ।
ভক্তি করি ধর্ম্মদেবে ডাকে সবে উচ্চরবে
সেবা দেখি সবে ভয় করে ॥

সাংজাত বিধানমত কেহ করে দণ্ডকত
নিজ অঙ্গে কেহ বেত্র মারে।
কেহ উর্দ্ধপদ হয়ে উর্দ্ধ সেবা করে গিয়ে
অগ্নি সেবা দণ্ড সেবা সারে॥
কেহ কণ্টকশয্যায় শুইয়া ধর্ম্ম ধিয়ায়
কেহ বাণে করে অঙ্গ ক্ষত।
কেহ খড়্গাশয্যা করে ভাবে ধর্ম্ম অবতারে
এইরূপে সেবে ভক্ত্যা যত॥
আনন্দে আমিনীগণ করে চামর ব্যজন
প্রদক্ষিণ করে কোন জনা।
ধূপধুনা জ্বলে যত তাহা বা কহিব কত
বাজে কত মঙ্গল বাজনা॥
[৫৭ক] এইরূপে ভক্ত্যাগণে তুষ্ট কৈল নিরঞ্জনে
প্রণামাদি যথাসাধ্য মতে।
পণ্ডিত ভক্তিভাবেতে তোষে ধর্ম্ম স্তবাদিতে
স্তুতি করে রাজা ভক্তিচিতে॥
নম নিরঞ্জন ধর্ম্ম পরাৎপর পূর্ণব্রহ্ম
অনাদি অনন্ত ভগবান্।
স্বগুণে হয়ে সদয় কৃপা কর কৃপাময়
দীনবন্ধু করুণানিদান॥
ক্ষিত্যপাগ্নি বায়ু নভ তব অংশে উদ্ভব
ইচ্ছাভেদে নানা অবতার।
কখন সাকার হও কভু নিরাকারে রও
কেবা জানে স্বরূপ তোমার॥
তুমি অচ্যুত অক্ষয় অনাথ জন আশ্রয়
দেহ সবে ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল।

প্রসীদ পরমাত্মন সর্ব্বসাক্ষী সনাতন
ভক্তাধীন ভকতবৎসল ॥
যে রূপে যে ধ্যান করে সে রূপ দেখাও তারে
পূর্ণ কর ভক্তমনস্কাম ।
তুমি ব্রহ্ম বিষ্ণু হর অযোধ্যাতে রঘুবর
গোকুলেতে নবঘনশ্যাম ॥
সর্ব্বরূপে সর্ব্বময় তুমি জগত আশ্রয়
পূর্ণ কর বাসনা আমার ।
পূর্ব্বে রাজা হরিশ্চন্দ্র সেবি তব প[দ]দ্বন্দ্ব
পাইলেন সুন্দর কুমার ॥
সুচন্দ্র বণিক্‌সুত তোমা সেবি ভক্তিযুত
মৃত পুত্র কোলেতে পাইল ।
মগধরাজনন্দন সেবি তব শ্রীচরণ
অনাবৃষ্টি নিবারণ কৈল ॥
আমি অতি নরাধম পূর্ব্বেতে ঘটিল ভ্রম
না করিনু অর্চ্চনা তোমায় ।
সে দোষ মার্জ্জনা করি দয়াময় দুঃখহারী
পুত্রবর প্রদান আমায় ॥
তুমি আশ্রিতরক্ষক শরণাপন্নপালক
আমি আশ্রিত যে পায় ।
বাঞ্ছাকল্পতরু নাম পূর্ণ কর মনস্কাম
তোমা বিনা নাহিক উপায় ॥
এইরূপে মহীপতি ভকতিপূর্ব্বক অতি
স্তুতিবাক্য কহে নিরঞ্জনে ।
তাহার ভকতি দেখি পণ্ডিত ব্রাহ্মণে সুখী
ধর্ম্মকে জানায় সর্ব্বজনে ॥

ধর্ম্মমাহাত্ম্য গীতেতে রহে সবে আনন্দেতে
প্রীত হইল পরম ঈশ্বর।
[৫৭খ] এরূপে প্রত্যহ রাজা করিলেন ধর্ম্মপূজা
কামিন্ত্যানয়ন তার পর ॥
রাত্রে গিয়া নদীতীরে পূজা কৈল কামিন্ত্যারে
যথাবিধি সাংজাত মতে।
ছাগপশু বলি দিয়া রুধিরাদি সমর্পিয়া
কামিন্ত্যা আনিল মণ্ডপেতে ॥
রাখিয়া ধর্ম্মের সব্যে পূজা কৈল নানা দ্রব্যে
মহোৎসবে বাজনা বাজায়।
পরে ত্রয়োদশী দিনে পূজা আদি সমাপনে
গাম্ভারী ছেদিতে সবে যায় ॥
পাট নির্ম্মাণকারণ কৈল গাম্ভারী ছেদন
সন্ধ্যাকার্য্য সমাপিল সবে।
ধর্ম্মেরে লইয়া রাজা করিবারে মুক্তিপূজা
মুক্তি আনিলেন মহোৎসবে ॥
হুলুধ্বনি দেয় রামাগণ বাজে শঙ্খ ঘণ্টা ঘন
নির্ম্মাইয়া লইল মুক্তায়।
স্থাপি মুক্তি মণ্ডপেতে পূজা কৈল বিধিমতে
মহোৎসবে নিশি হৈল সায় ॥
পরে চতুর্দ্দশী দিনে লয়ে পণ্ডিত ব্রাহ্মণে
জয় ধর্ম্ম শব্দ উচ্চারিয়া।
ভিক্ষা করি ঘরে ঘরে পূজিল পরমেশ্বরে
রাগ অভিমান ত্যায়াগিয়া ॥
সন্ধ্যাকালে দীপদান কৈল রাজা মতিমান্
ভোগদ্রব্য করি আয়োজন।

বিশাশয় পাত্রগণে　　　　পূজি কুসুম চন্দনে
পাত্রভোগ কৈল নিবেদন ॥
সন্ধ্যাকৃত্য করি সায়　　　　মহোৎসবে নররায়
ধর্ম্মমুক্তি লয়ে চতুর্দ্দোলে ।
ভক্ত্যামিনী সর্ব্বজন　　　　পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ
নদীতীরে চলে কুতূহলে ॥
তথায় সাংজাতমতে　　　　মহাস্নান বিধানেতে
ধর্ম্মমুক্তিস্নান করাইল ।
লুইয়া স্নান সমাপিয়া　　　　ভক্ত্যা।দ স্নান করিয়া
তথা ধর্ম্মপূজা সমাপিল ।
[৫৮ক] আসি সবে মণ্ডপেতে　　　　যাইয়া মুক্তিগৃহেতে
কৈল রাজা পাদুকা স্থাপন ।
মুক্তিমণ্ডল লিখিয়া　　　　পূজা আদি সমাপিয়া
কৈল সবে নিশি জাগরণ ॥
শ্রীধর্ম্মমণ্ডপে গিয়ে　　　　অতি আনন্দিত হয়ে
রহে ধর্ম্মমাহাত্ম্য শ্রবণে ।
এইরূপে ধর্ম্ম স্মরি　　　　পোহাইল বিভাবরী
বৃক্ষপরে ডাকে পিকগণে ॥
ধর্ম্মনামবিভূষিত　　　　গাজন পদ্ধতি যত
শুদ্ধচিত হয়ে যেবা শুনে ।
ময়ুর ভট্টেতে কয়　　　　নিরঞ্জন কৃপাময়
সদয় হইবে সেই জনে ॥

পয়ার ॥

মুক্তিপূজা করি রাজা পোহাল শর্ব্বরী ।
উঠিল ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে ধর্ম্মনাম স্মরি ॥
প্রাতঃকৃত্য সমাপন কৈল নরপতি ।
পুরোহিত পণ্ডিত আসিল শীঘ্রগতি ॥
বাণপূজা আয়োজন করিল সত্বর ।
ভক্ত্যাগণ করে সেবা ভকতি অন্তর ॥
যথাবিধি বাণপূজা সারিল রাজন ।
নবখণ্ড করিবারে করিল মনন ॥
সাবরণ আরাধিল ধর্ম্ম অবতার ।
মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিল তিন বার ॥
ধর্ম্মঅগ্রে পদ্মাসনে বসি নরপতি ।
স্মরিল পরমেশ্বরে ভক্তিভাবে অতি ॥
তীক্ষ্ণধার নব বাণ পুষ্পমাল্য তায় ।
হেরিয়া সকল লোক মনে ভয় পায় ॥
ভাবে রাজা যদি মোর বাহিরায় প্রাণ ।
অবশ্য পাইব ধর্ম্মপাদপদ্মে স্থান ॥
এত বলি এক বাণ লইয়া ত্বরায় ।
মন্ত্র পঠি বিদ্ধ করিলেন বাম পায় ॥
পুনঃ মন্ত্র পড়ি বাণ লইয়া করেতে ।
[৫৮খ] বিদ্ধ করিলেন তাহা দক্ষিণ পদেতে ॥
এইরূপে ধর্ম্ম ভাবি বাণ লয়ে করে ।
ভেদিল নবম স্থানে ভকতি অন্তরে ॥
পদদ্বয় পাদদ্বয় বক্ষ পার্শ্বদ্বয় ।
পৃষ্ঠ আর জিহ্বা অগ্র বিন্ধিল নির্ভয় ॥

নব স্থানে নব বাণ শোভিল শরীরে ।
দেখিয়া সকল লোক হায় হায় করে ॥
নাহিক যাতনা রাজা ভাবে নিরঞ্জন ।
দয়া করি কর প্রভু বাসনা পূরণ ॥
যদি কৃপা না করিবে মহাপাপী বলে ।
মুণ্ড কাটি দিব তব চরণকমলে ॥
এইরূপে স্তুতিবাক্য কয় রণজিত ।
ধর্ম্মধ্যান করিছে পণ্ডিত পুরোহিত ॥
সেবিছে দ্বাদশ সেবা ভক্ত্যাগণ যত ।
পুরাণের বিধানেতে আছে যেই মত ॥
অষ্টাঙ্গ প্রণাম ঊর্দ্ধ সেবা বেত্রাঘাত ।
দণ্ড সেবা অগ্নি সেবা কণ্টক আঘাত ॥
কণ্টকেতে শয্যা জিহ্বাভেদ বাণক্ষত ।
খড়্গ শয্যা আর শাল কণ্টকে শায়িত ॥
নবখণ্ডকৃত অঙ্গ বিদ্ধ নব স্থান ।
দ্বাদশ সংখ্যক সেবা ব্রতের বিধান ॥
আমিনীরা করে ধর্ম্মে চামর ব্যজন ।
ধূপ ধুনা ধূমা উঠে আচ্ছন্ন গগন ॥
ভক্ত্যাগণ সেবা করে ডাকে অনিবার ।
দেহ প্রভু দয়াময় রাজাকে কুমার ॥
ভক্ত্যামিনী পুরোহিত পণ্ডিত সহিত ।
ভাবে ধর্ম্মপাদপদ্ম রাজা রণজিত ॥
দুনয়নে অশ্রু ঝরে ভাসে বক্ষঃস্থল ।
সদয় হইল তবে ভকতবৎসল ॥
অন্তরীক্ষে শূন্যবাণী কহে নিরঞ্জন ।
কোন্ বর প্রয়োজন বলহ রাজন ॥

অকস্মাৎ বাণ খষি পড়িল সকল।
দেখে শূন্যে শ্বেত সিংহাসন ঝলমল ॥
এক দৃষ্টে রাজা তাহে করে দরশন।
[৫৯ক] সুন্দর মূরতি শোভে রজতবরণ ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরি চারি ভুজে।
শ্বেতমাল্য সহ হৃদে কৌস্তুভ বিরাজে ॥
সব্যভাগে শোভে আদ্যা শক্তি সারাৎসারা।
শ্যামবর্ণা ত্রিলোচনা রক্তবস্ত্র পরা ॥
কি বর্ণিব সে রূপ উপমা নাহি তার।
স্ফটিকজড়িত মরকত কোন্ ছার ॥
উল্লূক মারুতি করে চামর ব্যজন।
চারি দিকে স্তুতি করে যত দেবগণ ॥
গরুড়ের মস্তকে শোভিছে সিংহাসন।
তাহার উপরে প্রভু সপার্শ্বদগণ ॥
যেই রূপ দেব মুনিগণের বাঞ্ছিত।
সেই রূপ নয়নে দেখিল রণজিত ॥
দেখিতে পাইল আর পণ্ডিত গালব।
মোহাচ্ছন্ন প্রায় হয়ে রহে অন্য সব ॥
তিন জনে ভক্তিভাবে কৈল বহু স্তুতি।
কহে রণজিত নৃপ কাতরেতে অতি ॥
যদি দয়াময় মোরে হইলে সদয়।
তব বরে পাই যেন উত্তম তনয় ॥
গুণবান্ পুত্র এক দেহ নিরঞ্জন।
শূন্য পথ হতে প্রভু কহিছে তখন ॥
বৎসর মধ্যেতে পুত্র পাইবে নিশ্চয়।
অন্তকালে পাবে রাজা মম পদাশ্রয় ॥

এত বলি অন্তর্ধান অখিলের পতি।
শুনিয়া সকলে হৈল আনন্দিত অতি॥
পরে রাজা মহাপূজা আরম্ভ করিল।
পূজা আয়োজনে তথা স্থান না রহিল॥
যোড়শোপচারে ধর্ম্মে পূজিল তখন।
কামিন্যা প্রীতিতে কৈল ছাগ নিবেদন॥
সমাপিল হোমকর্ম্ম ভকতি অন্তরে।
মুক্তিমণ্ডপেতে মুক্তি পূজিল তৎপরে॥
মহোৎসবে মগ্ন সবে নানা বাদ্য বাজে।
ভক্ত্যামিনী সহ রাজা পূজে ধর্ম্মরাজে॥
বিধিমতে সেবা সারি সবে [৫৯খ] আনন্দেতে।
চলিল মুক্তিমণ্ডপে মুক্তি দর্শনেতে॥
ধর্ম্মপাদপদ্ম তথা দর্শন করিল।
এইরূপে মহানন্দে দিবা শেষ হৈল॥
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যাকৃত্য সারে মহারাজা।
পরদিনে যথাবিধি কৈল ধর্ম্মপূজা॥
বহু ভোগদ্রব্য রাজা ধর্ম্মে নিবেদিল।
দান দক্ষিণাদি কর্ম্ম সমাধা করিল॥
ঘট আদি বিসর্জ্জন করিল তখন।
ভক্ত্যামিনী কৈল সবে উত্তরী মোচন॥
যে যার স্থানেতে গেল ধর্ম্মব্রত সারি।
নিয়ম ভাঙ্গিল নৃপ এলায়ে উত্তরী॥
স্বমন্দিরে স্থাপন করিল নিরঞ্জনে।
পুরোহিত পণ্ডিতে তুষিল নানা ধনে॥
ধর্ম্মব্রত সমাপন কৈল রণজিত।
মহানন্দে রহে নৃপ অমাত্য সহিত॥

যথাকালে রাজরাণী গর্ভবতী হোল।
ধর্ম্মের কৃপায় পুত্র প্রসব করিল ॥
পুত্র দেখি মহারাজ আনন্দ অন্তর।
পুত্রোৎসবে সমারোহ করিল বিস্তর ॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু সুলক্ষণ অতি।
মহাসুখে রাজ্যভোগ করে নরপতি ॥
ধর্ম্মের মহিমা বৃদ্ধি হোল দিনে দিনে।
পূজে সবে ধর্ম্মশিলা পরম যতনে ॥
বল্লুকাতে রামাই রহিল মনসুখে।
শুনিল সকল তত্ত্ব ধর্ম্মদাস মুখে ॥
আনন্দেতে ধর্ম্মদাসে আশীর্ব্বাদ কৈল।
কেশবতী সত্যবতী হরষিত হৈল ॥
মহাসুখে রহে সবে বল্লুকা ভবনে।
সত্যবতী পুত্রবতী হৈল কত দিনে ॥
ক্রমে হৈল ধর্ম্মদাসের চারিটি নন্দন।
পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হৈল সর্ব্বজন ॥
মাধব মধুসূদন সত্য সনাতন।
এই চারি জন ধর্ম্মদাসের নন্দন ॥
বাড়িল পণ্ডিতবংশ ধর্ম্মের কৃপায়।
সেই হতে [ে]ড[া]মজাতি পুরোহিত পায়
[৬০ক] ধর্ম্মের মহিমা গাথা রামাই চরিত্র।
শ্রবণে পাতক হতে হইলে পবিত্র ॥
গুরুর নিকটে যাহা করিনু শ্রবণ।
সেই কথা এখানেতে করিনু বর্ণন ॥
সাংজাতখণ্ড নাম ধর্ম্মবিবরণ।
শ্রবণে পঠনে সর্ব্ব পাপ বিমোচন ॥

ধন পুত্র মান্য বৃদ্ধি হয় দিন দিন।
শ্রীধর্ম্ম প্রসন্ন তাকে রহে চিরদিন॥
সর্ব্বতীর্থ ফল পায় নাহিক সংশয়।
সর্ব্বত্রে বিজয় লভে হয় শত্রুক্ষয়॥
কুষ্ঠাদি রোগার্ত্ত জন শুনিলে পুরাণ।
অতি শীঘ্র রোগ হতে পায় পরিত্রাণ॥
বন্ধ্যা নারী পুত্র পায় ভক্তিতে শ্রবণে।
সকল কল্যাণ হয় পুস্তক পূজনে॥
যার গৃহে রয় এই শ্রীধর্ম্মপুরাণ।
তার প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন ভগবান্॥
ধর্ম্ম গৃহাভরণে যে ফল পায় সবে।
শুনিলে সাংজাত খণ্ড সেই ফল লভে॥
পুণ্যদিনে গঙ্গাস্নানে শত ধেনু দান।
ততোধিক ফল পায় শুনিলে পুরাণ॥
দ্বিতীয় চরিত্রখণ্ড অতি সুললিত।
তাহাতে আছয়ে লাউসেনের চরিত॥
পিতামহ তোমার লাউসেন গুণধর।
তাহার চরিত্র যত অতি মনোহর॥
বারমতী নামে ব্যক্ত শ্রীধর্ম্মপুরাণ।
কহিব তোমারে সেই অপূর্ব্ব আখ্যান॥
লাউসেন চরিত্রখণ্ড নাম বারমতী।
সকল মঙ্গলদ ধর্ম্মের প্রিয় অতি॥
প্রথম মতীতে আছে সৃষ্টিপ্রকরণ।
রঞ্জার উৎপত্তি ইছায়ের বিবরণ॥
দ্বিতীয় মতীতে হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান।
শালে ভর দিয়া রঞ্জা পুত্রবর পান॥

তৃতীয়েতে শিশু চুরি মন্ত্রিমন্ত্রণায়।
মল্লশিক্ষা দুর্গার ছলনা আখড়ায় ॥
চতুর্থেতে মল্লবধ ফলক গঠন।
কুম্ভীরাদি বাঘ জন্ম [৬০খ] বাঘের নিধন ॥
পঞ্চমে বারুই রঙ্গ সুরিক্ষা দলন।
ষষ্ঠমেতে হস্তী বধ দেশে আগমন ॥
সপ্তমে কাউরে কলিঙ্গা পরিণয়।
অষ্টমে সম্বন্ধ আর লৌহগণ্ডা ক্ষয় ॥
নবমেতে মায়ামুক্ত ইছাই নিধন।
দশম মতীতে অতিবৃষ্টি নিবারণ ॥
একাদশে ধর্ম্মসেবা ময়না নিধন।
দ্বাদশে পশ্চিম উদয় স্বর্গ আরোহণ ॥
দ্বিতীয় খণ্ডের কথা অমিয় সমান।
ভক্তিযুত মনেতে শুনহ মতিমান ॥
প্রথম সাংজাত খণ্ড সমাপ্ত হইল।
ময়ুরক ভট্টে কয় হরি হরি বল ॥

গৃহাভরণে পাঠের সময় অগ্রে এই সাংজাত খণ্ড পাঠ করিয়া পরে সৃষ্টিপত্তন পালা আরম্ভ হইবে।

সাংজাত খণ্ড সমাপ্ত।

লিখিতং শ্রীআশুতোষ পণ্ডিত। সাকিম ভেউটে। জেলা হুগলী। থানা গোঘাট। বহু পুরাতন কীটদষ্ট পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করা হইল। তজ্জন্য অশুদ্ধ থাকিলে সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন।

লিখিতং বহুযত্নেন চৌরেণ হ্রিয়তে যদি।
মাতা চ শূকরী তস্য পিতা তস্য চ গর্দ্দভঃ ॥
ইতি সন ১৩১০ সাল। তারিখ ১৫ই বৈশাখ ॥

॥ সমাপ্ত ॥

গৃহভরণ গাজনের বিবরণ

গৃহভরণ গাজন ধর্ম্মপুরাণ বা সাংজাত মতে ধর্ম্মব্রত বলিয়া কথিত। কিন্তু এই ধর্ম্মব্রত একা সহজে কেহ করিতে পারে না। মানসিক থাকিলে কদাচিৎ কেহ একা এই ব্রত করিতে বাধ্য হয়। অনেক লোক ইহাকে ব্রত মনে না করিয়া ঠাকুরের পর্ব্ব বলিয়াই ধারণা করে।

যে সমস্ত ধর্ম্মঠাকুর সমগ্র গ্রামের, কিম্বা যাঁহার আয় বেশী, সেই সমস্ত ঠাকুরেরই গাজন হইয়া থাকে। সমগ্র গ্রামের সাহায্য ব্যতীত গাজন অনুষ্ঠিত হয় না।

গাজনের পূর্ব্বে একটি কালো রংয়ের ছাগলকে সাংজাতোক্ত ছাগ-সংস্কারের বিধানে সংস্কার করিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। সেই ছাগল ইচ্ছামত ভ্রমণ করে। ইহাকেই 'লুইয়া' বলে। এই ছাগ-সংস্কারের ১ বৎসর পরে ৪।৫ বৎসর মধ্যে গাজন হয়। গাজন আরম্ভ হইলে বা কিছু পূর্ব্বে আর একটি ছাগল সংগ্রহ করিতে হয়; ইহাকে 'কোল-লুইয়া' বলে।

পূর্ব্ব হইতে লুইয়া ছাড়া না থাকিলে, অথচ গাজন করিবার ইচ্ছা করিলে, সদ্য ছাগ-সংস্কার করিয়াও কোন কোন স্থলে গাজন হইতে দেখা যায়। ফাল্গুন চৈত্র, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ, এই কয় মাসের যে কোন মাসে শুক্লপক্ষের তৃতীয়ায় আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমাতে সমাপ্ত হয়।* কিন্তু গৃহভরণ গাজন বৈশাখ মাসেই বেশী প্রচলিত।

গাজনের পূর্ব্বে গ্রামের প্রধান ব্যক্তিরা একত্র হইয়া ব্যয়নির্ব্বাহের এবং ভক্ত্যা আমিনী প্রভৃতি নিয়োগের ব্যবস্থা করেন ও ধর্ম্মমন্দিরের পার্শ্বে প্রশস্ত স্থানে গাজনের জন্য একটি দক্ষিণদ্বারী প্রকাণ্ড ছাঁওলা নির্ম্মাণ করান। পূর্ব্ব হইতে ভট্টাচার্য্য, তন্ত্রধারক, ধামাতকর্ণি, চণ্ডীপাঠক, ধর্ম্মপণ্ডিত, মালাকার, নাপিত, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, গায়ক, ঢাকী ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হয়।

প্রায় সকল স্থানে গাজন আরম্ভের পূর্ব্বে বা পরে ব্যক্তিবিশেষের নিকট 'শট্ হাঁড়ি' পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে। তাহা দিতে হইলে, একটি নূতন ছোট হাঁড়িতে ধর্ম্মের নাম লিখিয়া, তাহার ভিতরে তণ্ডুল, সুপারি ও ধর্ম্মের নির্ম্মাল্য

* গ্রীষ্মবসন্তকালয়োঃ সিতপক্ষে তৃতীয়ায়াং। কুর্য্যাদারম্ভং ব্রতস্য পৌর্ণমাস্যাং সমাপয়েৎ॥

দিয়া, পত্রদ্বারা হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, এবং যে বিষয়ের জন্য যাহাকে শট্ দেওয়া হয়, হাঁড়ির গাত্রে তাহা লিখিয়া পাঠাইয়া দিতে হয়। ইহা 'মান্য শট্' ও 'আদায় শট্' ভেদে দ্বিবিধ। মান্য শট্ মাননীয় ব্যক্তির নিকট থাকে, আর আদায় শট্, যাহার নিকট কিছু পাওয়া যায়, তাহাকেই দিতে হয়। তিনি ঐ শট্ হাঁড়ির ভিতরে ধর্ম্মের প্রাপ্য বস্তু দিয়া হাঁড়ি ফেরৎ পাঠাইয়া দেন। আদায় শটে চাউল দিতে হয় না।

গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভক্ত্যা ও আমিনী দিবার ব্যবস্থা থাকে। সৎশূদ্রজাতীয় ১২টি ভক্ত্যা ও চারিটি আমিনীর (মেয়ে ভক্ত্যা) মধ্যে যাহাদের যেরূপ দিবার নিয়ম আছে, তাহারা আরম্ভদিনে গাজনমণ্ডপে তাহা পাঠাইয়া দেয়। এই জন্য তাহারা শট্ হাঁড়ি বা অন্য কোনরূপ মান্য পাইয়া থাকে। এই বারো ভক্ত্যা ও চারি আমিনী ব্যতীত অপর সকল জাতিই ভক্ত্যা হইতে পারে, কিন্তু বারো ভক্ত্যা ও চারি আমিনী অপূর্ণ থাকিলে গাজন হয় না। যদি কেহ একা গাজন করায়, তাহাকে টাকা দিয়া বারো ভক্ত্যা ও চারি আমিনী সংগ্রহ করিতে হয়।

যে নির্দ্দিষ্ট ঠাকুরের গাজন হয়, তাহা ব্যতীত নিকট গ্রামে বা পাড়ায় ধর্ম্মঠাকুর থাকিলে তাহাদিগকেও লইয়া আসিতে হয়। কিন্তু সকল গ্রামে এরূপ নিয়ম নাই। পূর্ব্বদিনে ধর্ম্মের অধিবাস করিয়া রাখিতে হয়।

যদি কেহ মানসিক শোধ করিবার উদ্দেশ্যে বা ধর্ম্মপ্রীতির জন্য স্বয়ং গৃহভরণ করান, তাঁহাকে দানপতি বা কর্ত্তা বলে। আর সমগ্র গ্রাম কর্ত্তৃক গাজন হইলেও যিনি সকলের আদেশে প্রধান কর্ত্তা মনোনীত হন, তাঁহাকেও দানপতি বলে। এই দানপতিকেই কর্ম্মী বলে। সাংজাতে আছে, এই দানপতিকেই উত্তরীয় ধারণ করিয়া ভক্ত্যা হইয়া ধর্ম্মসেবা করিতে হয়। তিনি অসমর্থ হইলে ধর্ম্মসেবার জন্য আপনার প্রতিনিধিস্বরূপে, যাহাকে ভক্ত্যা হইতে আদেশ করেন, তাহাকেই পাটভক্ত্যা বা মুখ্যভক্ত্যা বলে।

স্বয়মুত্তরীয়ং ধৃত্বা ধর্ম্মব্রতং সমাচরেৎ।
অশক্তৌ প্রতিনিধিস্তু পট্টভক্তঃ সমুচ্যতে॥

অপর সকল ভক্ত্যাকে সাংস্বরভক্ত্যা এবং আমিনীদিগকে বালাভক্ত্যা বলিয়া থাকে।

যে ব্রাহ্মণ গাজনে প্রত্যহ ধর্ম্মসেবা ও মধ্যাহ্নে বা সন্ধ্যায় ভোগদান এবং আরাত্রিকাদি কার্য্য করেন, তাঁহাকে ধামাতকর্ণি অর্থাৎ 'ধর্ম্মাধিকরণিকঃ' বলে।

যে ধর্ম্মপণ্ডিত গাজনে নিয়মিত পূজাদি কার্য্য করেন, তাঁহাকে চালক পণ্ডিত বলে।

প্রথম দিনের কৃত্য

আরম্ভ দিনে প্রাতঃকালে চালক-পণ্ডিত রামাইকৃত বেদীবন্ধন পাঠ করিয়া বেদী সংশোধন করতঃ সুসজ্জিত গাজন-মণ্ডপে মৃত্তিকার বেদীতে দক্ষিণমুখে সকামিন্যা ধর্ম্মকে বসাইয়া দেন। পরে ভট্টাচার্য্যগণ পাটভক্ত্যা দ্বারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদির বরণাদি করাইয়া সাংজাতের বিধানে সংকল্প, পঞ্চঘট স্থাপন, পঞ্চ দেবতাদির পূজা, ধর্ম্মের ও কামিন্যা দেবীর ষোড়শোপচার পূজা ও সাংজাতোক্ত আবরণ-দেবতার পূজা করা হয়। ভাণ্ডার-গৃহে লক্ষ্মী ও কুবের পূজার ব্যবস্থা থাকিলেও গাজন-বেদীতেই লক্ষ্মী স্থাপনপূর্ব্বক লক্ষ্মী ও কুবেরের পূজা করা হয়। পরে মন্ত্র জপ ও স্তবাদি পাঠ করিয়া পূজা শেষ করা হয়। এই দিনে হোম হয় না ; যদি কেহ অদ্য হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত হোম করিবার ব্যবস্থা করেন, তবে হোম হইতে পারে।

পূজা শেষ হইলে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক চণ্ডীপাঠ, পণ্ডিত কর্ত্তৃক রামাইকৃত শূন্যবর্ণনা ও সৃষ্টিবিষয়ক ধর্ম্মস্তব পাঠ, এবং গায়ক কর্ত্তৃক ধর্ম্মমঙ্গল পাঠ হয়।

মধ্যাহ্নে ধর্ম্মকে যথাসাধ্য চিড়ে বা লুচি ইত্যাদির ভোগ দেওয়া হয়। এই প্রথম দিনকৃত্য মহাপূজাদি কোন কোন গ্রামে পণ্ডিতের দ্বারা সম্পাদিত হয়। তারপর ভক্ত্যা ও আমিনী কোন নির্দ্দিষ্ট পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া ও ঘাটে সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া আসিলে, চালক-পণ্ডিত ভক্ত্যাদি সকলকে আচমন করাইয়া, মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক অগ্রে পাটভক্ত্যার গলদেশে ধর্ম্মমন্ত্রযুক্ত উত্তরীয় ও হস্তে বেত্রদণ্ড দিয়া, পরে অপর ভক্ত্যা আমিনীদিগকে উত্তরীয় ও বেত্রদণ্ড দান করে। এই সময় পণ্ডিতকে 'স্থাপন-ডাক' বা আগুডাক বলিতে হয়। পরে জলপাবন, পুষ্পপাবন, টিকাপাবন পাঠ করিয়া ধাতু বা কাষ্ঠনির্ম্মিত ধর্ম্মপাদপদ্মের উপর ভক্ত্যা ও আমিনীগণ দ্বারা ধর্ম্মের পূজা করান হয়। এই পূজায় পঞ্চ দেবতা, নব গ্রহ, দশ দিক্‌পাল, দশ অবতার, মূল ধর্ম্মশিলা, প্রত্যেক নামের ধর্ম্মশিলা, কামিন্যা, প্রত্যেক নামের শিব-

লিঙ্গ, সাংজাতের আবরণ-দেবতা ইত্যাদি প্রত্যেকের পঞ্চোপচারে পূজা করা হয়। পূজাশেষে সূর্য্যার্ঘ্যের সময় পণ্ডিতকে সূর্য্যাগমন পাঠ করিতে হয়। পরে ভক্ত্যাগণ সূর্য্যার্ঘ্য দান করিলে পণ্ডিত ধর্ম্মের অষ্ট প্রণাম দ্বারা ভক্ত্যা ও আমিনীগণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করাইলে, সকলে বাদ্যসহকারে গাজনমণ্ডপ প্রদক্ষিণ করে। এই সময় পণ্ডিতকে 'ছাঁওলা বেষ্টন' ['বেড়া'] বলিতে হয়।

সন্ধ্যাকৃত্য

সন্ধ্যাকালে ধামাতকর্ণি ব্রাহ্মণ দ্বারা পায়স রন্ধন হয়, ইহাকে 'মনুই ভোগ' বলে। আর আমিনীগণ কর্ত্তৃক চাউল ও নানাপ্রকার কলাই ভাজান হয়, ইহাকে 'চোনা' বলে। এই মনুই, চোনা, ছোলা ভিজা, গুড়, সন্দেশ প্রভৃতি দ্বারা শীতল হয়। ব্রাহ্মণ আরাত্রিক ও শীতল নিবেদন করিলে, পণ্ডিত মনুইপাবন, চোনা-পাবন পাঠ করিয়া ধর্ম্মের স্তব কবচ ও কামিন্যার স্তব কবচ পাঠ করে।

পরে পণ্ডিত, ভক্ত্যা ও আমিনীগণকে ধর্ম্মাষ্টক ও কামিন্যা প্রণাম দ্বারা প্রণাম করাইয়া প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করায়। তারপর ভক্ত্যাগণ মনুই রন্ধনের হাঁড়িটীকে বাদ্যসহকারে জলে ভাসাইয়া দিয়া আসে।

দক্ষিণদেশীয় সাংজাতে এই দিন সন্ধ্যাকৃত্যের পর দণ্ডপূজা ও উর্দ্ধসেবার ব্যবস্থা লিখিত থাকিলেও কামিন্যা আনয়নের পরদিনই সকল স্থানে ইহা হইতে দেখা যায়।

রাত্রে গায়ক কর্ত্তৃক ধর্ম্মমঙ্গলের প্রথম পালা গান হয়। বারমতী পুথি প্রায় চব্বিশ পালায় সমাপ্ত। এই পুথি দ্বিতীয় দিন হইতে বৈকাল বেলা এক পালা ও রাত্রে এক পালা গান হয়। কিন্তু গায়কেরা এখন অনেক জায়গায় কেবল রাত্রিতেই দুই পালা গান করিয়া থাকে। কিন্তু প্রথম দিনে একবার, কেবল প্রথম পালাই গান হয়। এই সকল কর্ম্মই প্রথম দিনের কর্ম্ম।

দ্বিতীয়াদি দিনের কর্ম্ম

ভোরবেলা গোময় দ্বারা মণ্ডপ পরিষ্কৃত হইলে, আমিনীরা ধর্ম্মের সম্মুখভাগে, চন্দন ঘষিয়া দূর্ব্বা দ্বারা ছড়া দিয়া থাকে। এই সময় পণ্ডিত, 'আমিনী-নিদ্রাভঙ্গ' ও 'ধর্ম্মনিদ্রাভঙ্গ' পাঠ করে। পূর্ব্বাহ্নে ধামাতকর্ণি বা ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ স্নানাদি করিয়া আসিলে, তাঁহা দ্বারা যথাবিধানে দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে ধর্ম্ম-

পূজা, কামিন্যা-পূজা, লক্ষ্মী-পূজা, আবরণ-দেবতাপূজা, স্তবাদিপাঠ, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি সম্পাদিত হইলে, ধর্ম্মস্তব পাঠ, ধর্ম্মমঙ্গল পাঠ, মধ্যাহ্নে ধর্ম্মকে ভোগ দেওয়া, ভক্ত্যা ও আমিনীদিগকে পূজা করান, বৈকালে ধর্ম্মমঙ্গল গান, সন্ধ্যাকালে শীতল আরতি, মন্থইপাবন, চোনাপাবন, ধর্ম্মস্তবাদি পাঠ, ভক্ত্যাগণের ধর্ম্মপ্রণাম, প্রার্থনামন্ত্রপাঠ, মন্থইহাঁড়ি বিসর্জ্জন, রাত্রের গান, প্রত্যূষের কর্ম্ম, সমস্তই পূর্ব্ব-দিনের ন্যায় সমাধান করিতে হয়।

মালাকার প্রত্যহ নিয়মিত পুষ্প, পুষ্পমালা, চাঁদমালা ও মোউড় প্রভৃতি দেয়।

নাপিত, ভক্ত্যা-পূজার পূর্ব্বে পূজার স্থান সম্মার্জ্জন ও পরে পূজার পুষ্পাদি পরিষ্কার করে। আদায়শট্ বা মান্যশট্ হাঁড়ি সকল নাপিত দ্বারাই পাঠান হয়।

কুম্ভকার ঘট, লুয়ের হাঁড়ি, মুক্তিকলস, দণ্ড (ধুনুচি), দেরখো, প্রদীপ, সরা, মালসা এবং প্রত্যহ মন্থইহাঁড়ি যোগাইয়া থাকে। ভক্ত্যাগণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে পুষ্পচয়ন করিয়া আনে, মধ্যাহ্নে পূজার পর ভক্ত্যা বা আমিনীরা দুগ্ধ, ফল, গুড়, কলাই ভিজা ইত্যাদি দ্বারা জল খায়, সন্ধ্যায় সন্ধ্যাকৃত্য সমাধা হইলে হবিষ্যান্ন ভোজন করে।

ধর্ম্মের সাক্ষাতে ঘৃত বা তৈল-প্রদীপ নিয়মিত দিবারাত্র জ্বলিয়া থাকে।

গায়ক দ্বারা যথাসময়ে নিয়মিত ধর্ম্মমঙ্গল গীত হয়। এইরূপ ভাবে কয়েক দিন গত হইলে যথাসময়ে কামিন্যা আনয়ন করিতে হয়।

কামিন্যা আনয়ন

ইহার দিন স্থির নাই। পঞ্চমী হইতে একাদশীর মধ্যে শনি বা মঙ্গলবারে রাত্রে কামিন্যা আনয়ন করিতে হয়।

পঞ্চম্যেকাদশীমধ্যে মন্দমঙ্গলবাসরে।
গৃহাভরণে রাত্রৌ চ কামিন্যানয়নঞ্চরেৎ॥

সন্ধ্যাকৃত্য সমাধা হইবার পর রাত্রের গান আরম্ভ হইলে, পূজার উপচার সহ ব্রাহ্মণ,·পণ্ডিত, ভক্ত্যা, আমিনী, দেউলী, দানগতি প্রভৃতি বাদ্যকর সঙ্গে কোন নির্দ্দিষ্ট পুষ্করিণীতে উপস্থিত হইয়া, স্থান মার্জ্জনা পূর্ব্বক, ছোট একটী গণেশ-ঘটে, ব্রাহ্মণ বা পণ্ডিত পঞ্চদেব প্রভৃতির পূজা করিয়া, কামিন্যা-ঘটে কামিন্যার আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, অধিবাস, কামিন্যা ও কামিন্যার আবরণ-দেবতার পূজা

করিয়া ছাগ বা মদ্‌গুর মৎস্য বলি দিতে হয়। তারপর পাটভক্ত্যার মস্তকে কামিন্যা-ঘট দিয়া বাদ্যসহকারে গাজনমণ্ডপে আনিতে হয়। সেই কামিন্যাঘট, ধর্ম্মের বামভাগে স্থাপন করিয়া, পুনর্ব্বার ষোড়শোপচারে পূজা, আরতি প্রভৃতি করিতে হয়।

দণ্ডপূজা ও উর্দ্ধসেবা

কামিণ্যা আনয়নের পরদিন ছাঁওলার পার্শ্বে হিন্দোলা কাষ্ঠদ্বয় পুতিয়া রাখিতে হয়।

সন্ধ্যাকৃত্য সমাধা করিয়া ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ভক্ত্যা, আমিনী প্রভৃতি বাদ্যকর সঙ্গে হিন্দোলা কাষ্ঠের তলে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণ বা পণ্ডিত একটি নূতন বস্ত্র পাতিয়া, তাহার উপর নয়টি দণ্ড (ধুনুচি) রাখিতে হয়। ইহাই নবদণ্ড ও নব অগ্নিপূজার আধার। সাংজাতের বিধানে তাহার উপর অগ্নিস্থাপন করিয়া, ধুনা, ঘৃত, গুগ্‌গুল ও কাষ্ঠাদি দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির উপর কাল-বেকালাদি নব দণ্ডের, কপিল-পিঙ্গলাদি নব অগ্নির ও হিন্দোলা কাষ্ঠদ্বয়ের যথাবিধানে পূজা করা হয়। সাংজাতে নব দণ্ডের ও নব অগ্নির নাম গোত্র, আবাহন, ধ্যান, স্তুতি ও দণ্ডবিশেষে পৃথক্ পৃথক্ নৈবেদ্য ইত্যাদির উল্লেখ আছে। ধর্ম্মপণ্ডিতকে এই সময় দিক্‌ডাক ও মাণিকডাক বলিতে হয়।

পরে ভক্ত্যারা হিন্দোলা কাষ্ঠের নিম্নে দণ্ডে ধুনা জ্বালিয়া উর্দ্ধপদ ও হেটমুণ্ডে উর্দ্ধসেবা বা হিন্দোলা সেবা করে। হিন্দোলা সেবার পূর্ব্বে সূর্য্যার্ঘ্য দিতে হয়। হিন্দোলা সেবার পর ভক্ত্যা ও আমিনীরা হবিষ্য করিতে যায়, এবং রাত্রের গান আরম্ভ হয়।

কামিন্যা আনয়নের পরদিন হইতে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম ব্যতীত ভক্ত্যাগণকে প্রত্যহ অতিরিক্ত উর্দ্ধসেবা করিতে হয়। তবে প্রতিদিন দণ্ড ও অগ্নির পূজা করিতে হয় না। কেবলমাত্র উর্দ্ধসেবার পূর্ব্বে সূর্য্যার্ঘ্য দিতে হয়। যাহারা উর্দ্ধ-সেবায় অপারগ হয়, তাহারা হিন্দোলা কাষ্ঠদ্বয়কে স্পর্শমাত্র করে। এই দিন হইতে ধর্ম্মপ্রীতির জন্য ভক্ত্যাগণকে নির্দ্দিষ্ট দ্বাদশ সেবার মধ্যে যেগুলি সহজসাধ্য, যথা—প্রণাম সেবা (অষ্টাঙ্গ প্রণাম), বেতচালা (স্বহস্তে স্বগাত্রে বেত্রাঘাত), উপরোক্ত উর্দ্ধসেবা ও দণ্ডাগ্নি সেবা ইত্যাদি করিতে হয়। অপর সেবাগুলিরও

নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। এই সকল সেবা ব্যতীত ভক্ত্যাগণকে আর একপ্রকার সেবা করিতে হয়। ভক্ত্যাগণ সকলে একটী সারি দিয়া বসিয়া থাকিবে, তাহাদের উপর দিয়া স্কন্ধদেশে পদার্পণপূর্ব্বক একজন ব্রাহ্মণ চলিয়া যাইবে। এইরূপ সেবা দ্বারা দ্বাদশ সেবার অঙ্গহীনতা পূর্ণ হয়। ভক্ত্যাগণ যেরূপ কষ্টকর সেবা করিয়া থাকে, আমিনীদিগকে সেরূপ করিতে হয় না, তাহারা কেবল প্রণাম-সেবাই করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া ধুনা দেওয়া, বাতাস করা, চোনা ভাজা, পুষ্পমাল্য নির্ম্মাণ করা, প্রভাতে চন্দন ছড়া, শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি সময়-বিশেষে করিতে হয়।

সমর্থ হইলে এই সময় নূতন শালবাণ প্রস্তুত করাইয়া, প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিতে হয়। এবং বাণবিদ্ধ হইবার জন্য বাণ, জিহ্বাবাণ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করাইতে হয়।

একাদশীর মধ্যে এই সমস্ত কার্য্য ব্যতীত অন্য বিশেষ কোন কার্য্য নাই। একাদশী দিনে ভক্ত্যা ও আমিনীদিগের হবিষ্যান্ন বন্ধ থাকে, হবিষ্যান্নের পরিবর্ত্তে ফল, মূল, দুগ্ধ, গুড় ইত্যাদি ভক্ষণ করে। দ্বাদশীদিনে মুক্তি আনয়ন করিতে হয়।

মুক্তি আনয়ন

মুক্তি আনয়নের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকে। পূর্ব্বে শট্‌হাঁড়ি পাঠাইয়া সেই স্থানের মুখ্যগণকে জানাইতে হয়। মুক্তি আনয়নের পূর্ব্বদিনে তৈলহরিদ্রা এবং মুক্তি আনার দিনে বিবাহের ন্যায় অধিবাস পাঠান হয়।

সন্ধ্যাকৃত্য সমাপনের পর, রাত্রে গান আরম্ভ হইলে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ভক্ত্যা আমিনী একত্র হইয়া সুসজ্জিত চতুর্দ্দোলায় ধর্ম্মের পাদপদ্ম স্থাপন করিয়া ও মোউড় এবং যাঁতী প্রভৃতি দ্বারা বরসজ্জায় ধর্ম্মপাদুকাকে সজ্জিত করিয়া, দানপতি, দেউলী, অধিকারী ও গ্রামস্থ ভদ্র অভদ্র ব্যক্তিসকল বহুবিধ বাদ্যসহকারে জাঁকজমকের সহিত মুক্তি আনিতে গমন করে। সেখানে উপস্থিত হইলে তত্রত্য ব্যক্তিগণ, উপযুক্ত অভ্যর্থনা দ্বারা সকলের মান্য রক্ষা করে এবং সকলকেই উপযুক্তভাবে জল খাওয়াইবার ব্যবস্থা করে। পরে তাহাদের পুরোহিত মুক্তাহার ধান্যের উত্তম আতপ চাউল পাঁচ সের একটি পাত্রে স্থাপন করিয়া, তাহার উপর মুক্তিদেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা, আবাহন, অধিবাস, পূজা, ধর্ম্মপূজা ইত্যাদি সমাপন হইলে ধর্ম্মের পত্নীরূপে মুক্তিদেবীকে দান করে। এই সময় পণ্ডিতকে 'মুক্তি অধিবাস'

ও 'ধাণ্ডের জন্মবিবরণ' বলিতে হয়। পরে ধর্ম্ম ও মুক্তিকে চতুর্দ্দোলে স্থাপন করিয়া গাজনমণ্ডপে লইয়া আসে, মেয়েরা হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করে, ব্রাহ্মণ বা পণ্ডিত ধর্ম্ম ও মুক্তিদেবীকে উঠাইয়া গাজনমণ্ডপে স্থাপনপূর্ব্বক, পুনর্ব্বার পূজা ও আরাত্রিকাদি করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মুক্তিদেবী মণ্ডপে না আসে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত গায়কদিগকে গান করিতে হয়। এই কার্য্যে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া যায়।

গাম্ভারী ছেদন

এইরূপে দ্বাদশী গত হইলে ত্রয়োদশীদিনে দিনকৃত্য সমাপন করিয়া, বৈকাল বেলা গাম্ভারীবৃক্ষ ছেদন করিতে হয়। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ভক্ত্যাদি বিবিধ বাদ্য সঙ্গে লইয়া নিকটস্থ গাম্ভারীবৃক্ষের তলায় উপস্থিত হইয়া, বৃক্ষতলে ঘট স্থাপনপূর্ব্বক পঞ্চদেব, ধর্ম্ম, কামিন্যা ও গাম্ভারীবৃক্ষের অধিবাস, পূজা যথাবিধি সমাপন হইলে পণ্ডিত কর্ত্তৃক 'গাম্ভারীবৃক্ষের জন্ম' পাঠ হয়।

পরে পাটভক্ত্যা মন্ত্রপাঠ করিয়া কুঠার দ্বারা গাম্ভারীবৃক্ষ বা একটা বড় ডাল ছেদন করে। সেই ডাল লইয়া সকলে কর্ম্মকারগৃহে যাইয়া, কর্ম্মকারের বরণ করতঃ ব্রাহ্মণ, শাল-গৃহে 'নিয়াই' নামক যন্ত্রের উপরে বিশ্বকর্ম্মার এবং অস্ত্রাদির পূজা করে। এই সময় পাটভক্ত্যা কর্ত্তৃক সকলের হস্তে হরিদ্রাবর্ণ সূত্র বন্ধন করা হয়। পরে ভক্ত্যাদি সকলে গাজনমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যাকৃত্য সমাপন করিলে, রাত্রির গান আরম্ভ হয়।

কর্ম্মকার ঐ গাম্ভারীডালের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাটা প্রস্তুত করিয়া, প্রত্যেক পাটার উপর ৫।৭টা লৌহকণ্টক সংযুক্ত করিয়া দেয়। ইহাকে ঝাঁপকাঁটা বলে। এই ঝাঁপ কণ্টকের পূজাকেই পাটপূজা বলে এবং ইহা দ্বারাই পূর্ণিমাদিনে ঝাঁপ-ভাঙ্গা নামক সেবা হয়।

কোন কোন সাংজাতে ত্রয়োদশীদিনে গাম্ভারীছেদনের পর রাত্রিকালে মুক্তি আনয়নের ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থামত কার্য্যও কোন কোন স্থানে হইয়া থাকে।

চতুর্দ্দশী বা রাত্রি-গাজনের কর্ম্ম

চতুর্দ্দশীদিনেও নিয়মিত ধর্ম্মের পূজাদি করিতে হয়। এই দিনেই চণ্ডীপাঠের রূপসংখ্যা পূর্ণ ও ধর্ম্মমঙ্গল পাঠ পূর্ণ হয়। এই দিন মধ্যাহ্নে ভক্ত্যাগণ কর্ত্তৃক নিয়মিত ধর্ম্মপূজা হয় না; রাত্রিতে হয়।

যথাবিধি ধর্ম্মের পূজাদি শেষ হইলে ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, দেউলী, কর্ম্মী, ভক্তাদি সকলে গায়ক ও বাদ্যকর সঙ্গে গ্রামে ও ভিন্ন গ্রামে রাজাদির নিকট অর্থাৎ প্রত্যেক গাজনে যাঁহাদের বাড়ী যাওয়া হয়, তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের জয়োচ্চারণ করেন ও গায়ক দ্বারা তাঁহাদের জয়গান করান। পরে তাঁহারা ধর্ম্মসেবার্থে কিছু অর্থ দান করেন। ইহাকে রাজা ভেটা বলে।

ভিক্ষাং কৃত্বা রাজাদিভ্যঃ ধর্ম্মনাম্না তু দানেশঃ।
তদ্দ্রব্যৈঃ পূজয়েদ্ধর্ম্মং চতুর্দ্দশ্যাং সভক্তিতঃ॥

এরূপ বিশ্বাস আছে, গৃহভরণের লুয়ের হাঁড়ি ধরিলে, মুক্তিমণ্ডল স্পর্শ করিলে বা ধর্ম্মমঙ্গলগায়কের নিকট হইতে চামর কোলে লইলে, বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়। ইহার মধ্যে লুয়ের হাঁড়ি ধরাই সর্ব্বপ্রধান।

ইহা প্রায় নিষ্ফল হইতে দেখা যায় না। এই জন্য ধর্ম্মগাজনের লুয়ের হাঁড়ি ধরা বা মুক্তিমণ্ডল স্পর্শ করার অনুষ্ঠান প্রায় বাদ যায় না। যে ব্যক্তি লুয়ের হাঁড়ি বা মুক্তিমণ্ডল ধরে, তাহারা সস্ত্রীক এই দিনে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি লুয়ে ধরে, তাহাকে রাত্রে লুয়ে স্নান করাইয়া আনিতে হয় এবং স্নানের পর একখানি হরিদ্রাবর্ণ নূতন বস্ত্রে পঞ্চ শস্য প্রভৃতি বাঁধিয়া, তাহা লুয়ের গলায় বাঁধিয়া দিতে হয়। লুয়ের হাঁড়ি বা মুক্তিমণ্ডল ধরিতেই হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই।

ভক্ত্যাগণ রাজা-ভেটা সমাপন করিয়া শালবাণ ও ঝাঁপকাঁটা সংগ্রহ করে এবং ফল-পুষ্পাদি দ্বারা ঝাঁপপাত্র সাজাইয়া রাখে। সন্ধ্যায় আরাত্রিকাদি সমাপ্ত হইলে শতাষ্ট ঘৃতপ্রদীপ সকামিন্যা ধর্ম্মের নামে উৎসর্গ করিতে হয়। গ্রামের অধিকাংশ স্ত্রীলোক এই দিন উপবাসী থাকিয়া, ধর্ম্মকে দীপদান করে। অনেক মেয়ে এই সময়ে মাথায় ও বক্ষে জ্বলন্ত ধুনার মালসা রাখিয়া ধুনা পোড়ায়। এই রাত্রে চাউল কলাই তরকারী একসঙ্গে রন্ধন করিয়া এক প্রকার ভোগ প্রস্তুত হয়, ইহাকে পাত্রভোগ বা পাতরভোগ বলে।

ব্রাহ্মণ ধর্ম্মকে ও চারি দ্বারে চারি পাত্রকে (যথা—পূর্ব্বে সূর্য্য, দক্ষিণে হনুমান্, পশ্চিমে চন্দ্র, উত্তরে গরুড়কে) পূজা ও ভোগ নিবেদন করিয়া, অবশিষ্ট অন্নকে কদলীপত্রে ১২০ ভাগে বিভক্ত করিয়া, বিশাশয় পাত্রের পূজা ও ভোগ নিবেদন করেন। প্রত্যেকের নাম সাংজাতে আছে, এই সময় পণ্ডিতকে গন্ধ দিক্-ডাক বলিতে হয়।

নদ্যাদৌ পুষ্করিণ্যাং বা গত্বা সর্ব্বৈঃ মহোৎসবৈঃ।
মহাস্নানবিধানেন স্নাপয়েদ্ধর্ম্মং মুক্তিদং॥

পরে ভক্ত্যাগণ সুসজ্জিত ঝাঁপপাত্রে ঝাঁপকাঁটা, শালবাণ, বাণ, পূজার উপচার ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া ও ধর্ম্মমুক্তিকে চতুর্দ্দোলে চাপাইয়া, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, দানপতি, আমিনী, ইত্যাদি সকলে লুইয়া ছাগ ও বহু বাদ্যকর সঙ্গে মহামহোৎসবে নদী বা নির্দ্দিষ্ট পুষ্করিণীতীরে উপস্থিত হয়। তথায় ধর্ম্মপণ্ডিত সঙ্কল্পপূর্ব্বক ধর্ম্ম ও মুক্তিতণ্ডুলগুলিকে নানাবিধ স্নানীয় দ্রব্যদ্বারা মহাস্নানের বিধানে স্নান করায়। এই সময় মুক্তিস্নান ও ঘাটবন্ধন পাঠ হয়। তারপর বাণ, শালবাণ, জিহ্বাবাণ, লুইয়া ছাগ, ঝাঁপকণ্টক ইত্যাদির স্নান হইলে ভক্ত্যা ও আমিনীরা স্নান করে। মধ্যস্থলে ধর্ম্ম, মুক্তি, শালবাণ প্রভৃতি স্থাপন করিয়া ভক্ত্যা ও আমিনীরা পূর্ব্বনিয়মানুসারে পূজা, সূর্য্যার্ঘ্য, প্রণামসেবা ইত্যাদি সমাপ্ত করিয়া, মহাসমারোহে গাজনমণ্ডপে উপস্থিত হয়। এই সময় ভক্ত্যা ও আমিনীরা বাতি দিলে অন্যান্য সকলেও বাতি দেয়। এই সময় মুক্তিমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া মুক্তি-পূজ ।করিতে হয়। ইহা পণ্ডিতেরই কর্ম্ম।

মুক্তিপূজার জন্য একটী স্থান নির্ণয় করিয়া লইতে হয়। এই স্থান ধর্ম্মের নিজ মন্দিরেই হইয়া থাকে। কোনও কারণবশতঃ যদি মন্দিরে না হয়, তবে গাজন-চালার পার্শ্বে পূর্ব্ব হইতে একটী ছোট চালা বাঁধিয়া রাখিতে হয়। ইহাকে মুক্তিমণ্ডপ বলে।

পণ্ডিত, স্নাপিত মুক্তি-তণ্ডুলগুলিকে ও পাটভক্ত্যাকে লইয়া মুক্তিমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া মুষ্টি স্থাপন করে। তারপর সংকল্পপূর্ব্বক পৃথিবী, কূর্ম্ম, ধর্ম্ম, অনন্ত, বাসুকি ইত্যাদির পূজা করিয়া পাটভক্ত্যার দুই হস্তে দুই মুষ্টি মুক্তি-তণ্ডুল দিয়া, নূতন গামছা দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় আবৃত করিয়া, পণ্ডিত মুষ্টি-স্থাপনের মন্ত্র ও পদ্য মুষ্টিস্থাপন পাঠ করে। পাঠ শেষ হইলে পাটভক্ত্যা সেই দুই মুষ্টি তণ্ডুল ভূমিতে রাখিয়া দেয়, এবং বাহিরে যাইয়া চক্ষুর আচ্ছাদন খুলিয়া দেয়। পরে পণ্ডিত সেই দুই মুষ্টি তণ্ডুল দ্বারা ধর্ম্মের পাদপদ্ম গঠন করিয়া, মুক্তি-মণ্ডল অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করে। এই সময় গায়ক কর্ত্তৃক জাগরণ বা পশ্চিমোদয় পালা গীত আরম্ভ হয় এবং ভক্ত্যাগণ ও আমিনীগণ ফল জল ইত্যাদি ভক্ষণ করে। এই দিন ভক্ত্যা ও আমিনীদের হবিষ্য বন্ধ থাকে।

এই সময় ভক্ত্যারা অগ্নিসেবার জন্য শ্মশান হইতে অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠাদি সঞ্চয় করিয়া রাখে।

মুক্তিমণ্ডপে মূর্ত্তি স্থাপনের পর পণ্ডিত মুক্তিতণ্ডুল দ্বারা ধর্ম্মের পাদপদ্ম গঠন করিয়া, তাহার চতুর্দ্দিকে মুক্তিতণ্ডুল দিয়া কূর্ম্ম গঠন করে, পরে ঐ মুক্তিতণ্ডুল দ্বারা অনন্ত নাগ ও কৃষ্ণ মুগ কলাই দ্বারা বাসুকি নাগ, কূর্ম্মকে বেষ্টন করাইয়া গঠন করে। পরে চারি দিকে চারি হস্তী, চন্দ্রাদি দ্বারপাল, দিক্‌পাল প্রভৃতি পঞ্চগুড়ি ও অন্যান্য রংদ্রব্য দ্বারা গঠন করা হয়। ইহা সাজাইবার জন্য অনেক রকম জিনিষ আবশ্যক হয়। এই মুক্তিমণ্ডলের পার্শ্বে মুক্তিকলস স্থাপিত করিয়া এবং তাহার উপর শরাব-পূর্ণ মুক্তিতণ্ডুল দিয়া তাহাতে ষোড়শোপচারে মুক্তির ও ধর্ম্মের পূজা এবং দশোপচারে কূর্ম্ম, অনন্ত, বাসুকি, দিক্‌পাল, দ্বারপাল, শ্বেতাই আদি পণ্ডিত, বসুয়াদি আমিনী প্রভৃতি আবরণ-দেবতার পূজা সমাপনান্তে ঐ গৃহ, মহাবাক্য দ্বারা ধর্ম্মশিলার নাম করিয়া ধর্ম্মকে সমর্পণ করিতে হয়।

তণ্ডুলৈঃ কমঠং কৃত্বা তস্য পৃষ্ঠে পাদদ্বয়ং।
শেষবাসুকিনাগাভ্যাং কমঠাকৃতিং বেষ্টয়েৎ॥
দক্ষপাদাব্জং শোভয়েৎ শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ।
সূর্য্যাত্মজয়া গঙ্গয়া সব্যপাদঃ সুশোভিতঃ॥
শ্বেতরক্তকৃষ্ণপীতৈশ্চতুর্ব্বর্ণৈশ্চতুর্গজান্।
পশ্চাদ্দক্ষপূর্ব্বোদীচ্যাং ক্রমেণ স্থাপয়েত্ততঃ॥
লেখয়েদ্দিক্‌পালাংস্ততো মুক্তিমণ্ডলমভিতঃ।
চন্দ্রানিলজভাস্করগরুড়দ্বারপালকান্॥
প্রতীচ্যাং স্থাপয়েদ্বিধুং যাম্যাঞ্চ মরুতাত্মজং।
প্রাচ্যাং স্থাপয়েদাদিত্যমুদীচ্যাং পতগেশ্বরং॥
এতন্মণ্ডলং বিলিখ্য ব্রতে চ গৃহভরণে।
সংপূজ্য মুক্তিধর্ম্মাদিং দদ্যাদ্ধর্ম্মায় তদ্‌গৃহং॥—(সাংজাত)।

এই গৃহ সমর্পণের জন্যই এই ধর্ম্মগাজনের নাম গৃহভরণ। পুত্র কামনায় যদি কেহ মুক্তিমণ্ডল ধরে, তবে এই সময় পণ্ডিত তাহাকে সংকল্প করাইয়া মুক্তি-মণ্ডল স্পর্শ করাইয়া দেয়। তাহারা সস্ত্রীক এই দিন হবিষ্যাশী থাকিয়া যতক্ষণ না মুক্তি বিসর্জ্জন হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অনাহারে অনিদ্রায় মুক্তিমণ্ডপে বসিয়া

থাকে। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে অন্ততঃ একজনকে নিয়ত বসিয়া থাকিতে হয়।

এই গৃহে পণ্ডিত ভিন্ন অপর কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। পণ্ডিত সর্ব্বদাই দ্বার বন্ধ করিয়া রাখে।

চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে এই সমস্ত কর্ম্ম করিতে হয়। ভক্ত্যারা অতি প্রত্যুষে পূর্ব্ব-সঞ্চিত কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, ধর্ম্মের নাম ডাকিতে ডাকিতে, সেই প্রজ্বলিত অগ্নির উপর বারম্বার চলা-ফেরা করে। এই সময় ঢাক, ঢোল প্রভৃতি বাদ্য বাজে। ইহাকে 'অগ্নিসেবা' বা 'আগুন খাওয়া' বলে।

পূর্ণিমা বা দিন-গাজন দিনের কর্ম্ম

পূর্ণিমার দিনে সকাল বেলা বাণপূজা বা পাটপূজা করিয়া নবখণ্ড সেবা করিতে হয়।

পৌর্ণমাস্যাং প্রত্যুষে চ সংপূজ্যাস্ত্রং যথাবিধি।
নবখণ্ডাদিসেবয়া সেবয়েৎ সর্ব্বসাক্ষিণম্॥

এই নবখণ্ড সেবার জন্য ছাঁওলার একটু অন্তরে, ধর্ম্মের সম্মুখ দিকে একটী চতুষ্কোণ কূপ খনন করাইয়া রাখিতে হয়। এই কূপের পরিমাণ চারি দিকেই প্রায় দুই হাত করিয়া প্রশস্ত এবং প্রায় দেড় হাত গভীর। ইহার চারি ধারে চারিটী খাট থাকে। এই কূপটীকে হাকন্দ বলে।

ধর্ম্মভক্ত লাউসেন হাকন্দতীরে নিজ দেহ নব খণ্ড করিয়া, নব-খণ্ড-সেবা করিয়াছিলেন। এই জন্য কৃত্রিম হাকন্দ প্রস্তুত করিতে হয়। এই সময় ভক্ত্যারা স্নান করিয়া নূতন, অভাবে পুরাতন শালবাণ, বাণ, জিহ্বাবাণ, ঝাঁপকণ্টক ইত্যাদি লইয়া ছাঁওলায় উপস্থিত থাকে। ব্রাহ্মণ গাজনের নিত্যপূজানুসারে সাবরণ ধর্ম্মপূজা করিয়া বাণ, শালবাণ, জিহ্বাবাণ, ঝাঁপকণ্টক, সূচীমুখ, খড়্গ, অর্দ্ধচন্দ্র, ক্ষুরধার ইত্যাদি অস্ত্রের যথাবিধি পূজা সমাপ্ত করিলে, পাটভক্ত্যা বা নবখণ্ডকারী ভক্ত্যা বাণ লইয়া, মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দেহের নয় স্থানে নয়টী বাণ বিদ্ধ করে। সাংজাতে এই নয়টী স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। নয়টী বাণ বিদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলে, কেবলমাত্র জিহ্বাবাণ দ্বারা জিহ্বা বিদ্ধ করা হয়। এই সময় ঐ ভক্ত্যাকে রক্তপুষ্পের মাল্য দ্বারা সাজাইতে হয়।

এইরূপে বাণবিদ্ধ হইয়া নবখণ্ডব্রতধারী ভক্ত্যা, পূর্ব্বোক্ত হাকন্দকূপের মধ্যে উপবেশন করিলে, চারিটী ঘাটে চারিটী ভক্ত্যা ও চারি ধারে অন্যান্য ভক্ত্যারা শয়ন করিয়া থাকে। নবখণ্ডব্রতধারীর দুই পাশে দুইখানি খড়্গা রাখিয়া দিয়া, কূপের উপরিভাগ কদলীপত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া হয়। নবখণ্ডব্রতধারীর মস্তকটী কেবল অনাচ্ছাদিত থাকে। কেহ ঘৃতপ্রদীপ জ্বালিয়া নবখণ্ডব্রতধারীর মস্তকে বসাইয়া দেয়। কেহ আল্‌তা গুলিয়া রক্ত ছড়াইয়া দেয়। কেহ কালো কম্বল গায়ে দিয়া বাটুয়া কুকুর সাজিয়া সম্মুখে পড়িয়া থাকে।

যে গায়কদল রাত্রি অবধি আসরে গান গাহিতেছিল, তাহারা সদলে এই সময় হাকন্দকূপের নিকট আসিয়া, লাউসেনের নব খণ্ড হইতে প্রাণদান এবং পশ্চিমোদয় পর্য্যন্ত গান করে। এই পর্য্যন্ত গীত হইলেই অন্যকার মত গান শেষ হয় এবং যদি কেহ লাউসেন (চামর) কোলে লয়, গায়ক তাহার কোলে চামর দিয়া তাহাকে ব্যবস্থা বলিয়া দেয়। গান শেষ হইলে নবখণ্ডব্রতধারী ও অন্যান্য সকলে সেখান হইতে উঠিয়া গাজনমণ্ডপ প্রদক্ষিণপূর্ব্বক, ছাঁওলায় ধর্ম্মের সাক্ষাতে আসিয়া বিদ্ধ বাণ খুলিয়া দেয়। ইহাকেই নবখণ্ড-সেবা বলে। ইহার পর ব্রাহ্মণরা ধর্ম্মের মহা-পূজা আরম্ভ করেন। এই পূজা প্রথম দিনের ন্যায় বিস্তৃতভাবে হয়।

এই সময় ছাঁওলার মধ্যে লুয়ের মুণ্ড রাখিবার জন্য শরা-সহিত একটী বড় হাঁড়ি সংগ্রহ করিতে হয়। সেই হাঁড়ির গাত্রে কামিন্যা ও শক্তিমন্ত্র লিখিয়া হরিদ্রাবর্ণ নূতন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা হাঁড়ির গাত্র আচ্ছাদন করতঃ ভিতরে রক্তপুষ্প ও পঞ্চ ফল ইত্যাদি দিয়া একটী চাউলপূর্ণ কুলাতে বসাইয়া রাখিতে হয়। পঞ্চ-শস্যযুক্ত একটী হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্রখণ্ড হাঁড়ির গলায় বাঁধিয়া দিতে হয়। তারপর রাত্রিগাজনের রাত্রির ন্যায় ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ভক্ত্যা, আমিনী, শালবাণ, ঝাঁপপাত্র সহিত ঝাঁপকণ্টক, লুইয়া ছাগ ইত্যাদি সহ সকলে নানাবিধ বাদ্য সহকারে নদী বা নির্দ্দিষ্ট পুষ্করিণীতীরে উপস্থিত হয়। সেখানে ভক্ত্যা, আমিনী, লুয়ে ছাগ, শালবাণ, ঝাঁপকাঁটা ইত্যাদির স্নান হইলে, ভক্ত্যা ও আমিনীরা পূর্ব্বদিনের ন্যায় পূজাদি করিয়া থাকে। তারপর ভক্ত্যাগণ শালে ভর, খড়্গা সন্ন্যাস ইত্যাদি দ্বারা মহাসমারোহে সকলে গাজনমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হয়। এবং মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করিয়া, শালবাণ বা খড়্গাসন্ন্যাস হইতে নামিয়া ছাঁওলায় উপস্থিত থাকে।

ব্রাহ্মণেরা পূজা সমাপ্ত করিয়া কামিন্যা দেবীর প্রীতি কামনায় লুইয়া ও কোল-লুইয়া উৎসর্গ করেন। পণ্ডিতকে এই সময় ছাগজন্ম পাঠ করিতে হয়।

পরে ঘাতক কর্ত্তৃক অগ্রে লুইয়া, পরে কোল-লুইয়া ছেদিত হইলে এবং কোল-লুয়ের রুধির ও মস্তক উৎসর্গ করা হইলে, পণ্ডিতকে দিক্‌ডাক ও কাটাল্লুই পাঠ করিতে হয়।

লুইয়া ছেদন হইবা মাত্র, তাহার মুণ্ড পূর্ব্বস্থাপিত লুয়ের হাঁড়িতে রাখিয়া, সেই শরা ঢাকা দিয়া, ময়দার আঠা দ্বারা (কিঞ্চিৎ ফাঁক রাখিয়া) হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিতে হয়। এই সময় পণ্ডিত রাউলবন্দনা পাঠ করে। একটি ঘৃতের প্রদীপ হাঁড়ির উপর বসাইয়া, লুইয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহামায়া কামিন্যার পূজা করিতে হয়।

যদি কেহ পুত্র কামনায় লুয়ের হাঁড়ি ধরে, তবে তাহাকে সংকল্প করাইয়া লুয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা দান করতঃ প্রার্থনামন্ত্র সকল পাঠ করাইয়া, পণ্ডিত তাহাকে হাঁড়ি ধরাইয়া দেয়। নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক হাঁড়ি ধরিতে হয়। এবং মধ্যে মধ্যে হাঁড়ির মুখের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া লুয়ের উদ্দেশে বারম্বার দুগ্ধ ঢালিয়া দিতে হয়।

তারপর ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক যথাবিধানে হোম সমাপ্ত হইলে, লুয়ের রুধিরের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া, পূর্ণ-হোম করা হয় ও দ্বাদশ দান উৎসর্গ, স্তবাদি পাঠ ইত্যাদি কার্য্য সমাধা হইলে, পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুক্তিগৃহে মুক্তিধর্ম্মের পূজা হয়।

পরে অধিকারী, দেউলী, কর্ম্মী, ভক্ত্যা, আমিনী ইত্যাদি সকলে মুক্তি দর্শনার্থে মুক্তিগৃহে গমন করে। সেখানে পণ্ডিত মুক্তিমণ্ডপের দ্বার না খুলিয়া মুক্তিমণ্ডপের দ্বারে, দ্বারমুক্তি, দ্বারভেট, বৈতরণী পাঠ করিলে, সকলে মুক্তি-গৃহে প্রবেশ করিয়া, পুষ্পাঞ্জলি দানপূর্ব্বক মুক্তি পূজা করিয়া, ধর্ম্মপাদ-পদ্ম ও মুক্তিমণ্ডল দর্শন করে। পরে অন্যান্য গাজন-দর্শকগণও কিছু কিছু দর্শনী দিয়া মুক্তি দর্শন করিয়া থাকে।

এই সমস্ত কার্য্য সমাধা হইলে, ভক্ত্যারা ঝাঁপ ভাঙ্গা ও কণ্টকশয্যা সেবা করিয়া থাকে। ঝাঁপ ভাঙ্গিবার সময় পণ্ডিত কর্ত্তৃক পাটপূজার বিধানানুসারে ঝাঁপকণ্টকের পূজা হয়। এই সমস্ত কর্ম্মের পর, ভক্ত্যারা ফলাদি ভক্ষণ

করে। রাত্রে শীতল আরতি হইবার পর, পণ্ডিতকে লুয়ের হাঁড়িতে ও মুক্তিগৃহে চারি প্রহরে চারি বার পূজা করিতে হয়।

লুয়ে জাগরণের জন্য এই রাত্রে গায়ক কর্ত্তৃক হরিশ্চন্দ্র পালা গীত হয়। ইহা দিনগাজন বা পূর্ণিমা দিনের কর্ম্ম।

বিসর্জ্জন

তৎপরদিনেও পূর্ব্বের ন্যায় সাবরণ ধর্ম্ম ও কামিন্যার পূজা হইলে সকলে প্রার্থনা স্তবাদি পাঠ করে।

পরে ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত প্রভৃতিকে দক্ষিণা দান, বরণীয় সকলের পরিতোষ, ধর্ম্মকে ভোগদান, আরতি ইত্যাদি হইলে পণ্ডিত মুক্তিমণ্ডপে, মুক্তিধর্ম্মের পূজাদি শেষ করিয়া, মুক্তি বিসর্জ্জনের জন্য, মুক্তিবিজয়া কল্‌মা ছড়া পাঠ করিয়া মন্ত্রদ্বারা মুক্তি বিসর্জ্জন, হংস বা কপোত পক্ষী দ্বারা মুক্তিমণ্ডল ভঙ্গ, মুক্তি ঘট বিসর্জ্জন ইত্যাদি সারিয়া, গাজনমণ্ডপে লক্ষ্মী উল্‌থান করিয়া, ঘটাদি বিসর্জ্জন করে।

কামিন্যাঘট প্রায় বিসর্জ্জন করা হয় না। সেই ঘটের উপর অষ্টধাতুনির্ম্মিত মুখ বসাইয়া, কামিন্যা প্রতিষ্ঠার বিধানে প্রতিষ্ঠা করাইয়া, ধর্ম্মের বামে রাখিয়া পূজা করিতে হয়। কামিন্যা রাখিতে ইচ্ছা করিলে, পিত্তলের ছোট কলসে কামিন্যা আনয়ন করিতে হয়। কিন্তু ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠিত কামিন্যা থাকিলে বা কামিন্যা প্রতিষ্ঠায় অসমর্থ হইলে, এই সময় কামিন্যাঘট বিসর্জ্জন করা চলে।

পরে লুয়ের হাঁড়ি বিসর্জ্জন, পঞ্চঘট বিসর্জ্জন, ভক্ত্যা ও আমিনী প্রভৃতি সকলকে শান্তিদান, অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্য প্রশমন, ইত্যাদি শেষ হইলে বাদ্য-ভাণ্ড সহকারে গ্রাম প্রদক্ষিণপূর্ব্বক স্থাপিত পঞ্চঘট, কামিন্যাঘট, মুক্তিকলস, লুয়ের হাঁড়ি প্রভৃতি জলে বিসর্জ্জন করা হয়। কোনও কোনও স্থলে লুয়ের হাঁড়ি মাটিতে গাড়িয়া দেয়। লুয়ের হাঁড়ি ও মুক্তিঘট বিসর্জ্জন করা হইলে, যাহারা লুয়ে বা মুক্তি ধরিয়াছিল, তাহারা জল খাইতে পায়। পরে ভক্ত্যারা ক্ষৌরকর্ম্ম সমাধান-পূর্ব্বক তৈলহরিদ্রা মাখিয়া স্নান করিয়া আসিলে ভক্ত্যা ও আমিনীদিগকে সংক্ষেপে ধর্ম্মপূজা করাইয়া, পণ্ডিত, উত্তরীয় ত্যাগ মন্ত্রে উত্তরীয় ত্যাগ করায়। এই দিন ধর্ম্মকে অন্নভোগ দেওয়া হয়, এবং এই সময়েই লুইয়া

ছাগের মাংস রন্ধন হয়। ইহাতেই ভক্ত্যাদের পারণা হইয়া থাকে। এই দিনের রাত্রে গায়ক কর্ত্তৃক ধর্ম্ম-মঙ্গলের স্বর্গারোহণ পালা গান করা হয়।

পরে সকামিন্যা ধর্ম্মকে যথাশক্তি পূজা করিয়া, নিজ মন্দিরে স্থাপনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পূজা করিতে হয়। ইহাই প্রচলিত গৃহভরণ গাজনের বিবরণ।

শব্দ ও বিষয়-সূচী

[অঙ্কদ্বারা পৃষ্ঠা সূচিত হইয়াছে।]

* নফর শব্দের প্রাচীন অর্থ 'জন' বা 'লোক'। 'দাস' অর্থে নফর শব্দের ব্যবহার ভারত-প্রসিদ্ধ ও আধুনিক।
